বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-১৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-১৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-১৮

প্রকাশনায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

প্রকাশকাল

নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপদেষ্টা পর্ষদ

চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
সদস্য-অর্থ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
সদস্য-পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
সদস্য-বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদনা পর্ষদ

সদস্য-প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর শাসনামলে গত ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৫ জুলাই ১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত ধারাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যেমন আন্তরিক তেমনি এ অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক এবং ভৌত অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বদ্ধপরিকর।

২০২১ সালে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, কৃষি ও মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টিকরণ, সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, মিশ্র ফলের বাগান সৃজনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ, নারীদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য বাঁশ বাগান সৃজন ও গাভী বিতরণ, ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই-টেন্ডার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, আইসিটি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন দৃশ্যমান হচ্ছে।

উন্নয়নের কাজে সরাসরি জড়িত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বার্ষিক প্রতিবেদনে বাৎসরিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন তথ্যের সন্নিবেশন ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু।

(বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি)

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের ভাগ্য পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত আন্তরিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আন্তরিকতায় পার্বত্যবাসীদের রাজধানী কেন্দ্রীক কাজের সুবিধার্থে ঢাকাস্থ বেইলী রোডে ১.৯৪ একর জমিতে প্রায় ১৯৪ কোটি ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে 'শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স'। পাহাড়ে শান্তি-সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু পার্বত্য এলাকায় সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আলাদা বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেন এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তৎকালীন ভূমি সংস্কার, বন, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবত রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে এক সুধী সমাবেশে একটি পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালের ১৪ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের যাত্রা শুরু হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, সামাজিক নিরাপত্তা, অবকাঠামো নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে তার অধীন সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্প/স্কিম অনুমোদন, বরাদ্দ প্রদান, যুগোপযোগী ও সহায়ক নীতি ও কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষ জনবল ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যেভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। এ বোর্ডের প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও আলোকচিত্রসমূহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, গবেষণা কর্মী, উন্নয়ন কর্মী, পাঠকসহ সকলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ নূরুল আমিন)

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর চিন্তাপ্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সনের ৯ আগস্ট তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে এক সুধি সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পার্বত্যবাসীর উন্নয়নে একটি পৃথক বোর্ড গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ড গঠিত হওয়ার পর থেকে বিগত চার দশকের বেশী সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, কৃষি ও মৎস্য চাষের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ, যাতায়াত, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বর্তমানে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, গাভী পালন প্রকল্প, মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প, আইসিটি প্রকল্প, টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প, রাবার উৎপাদন প্রকল্পসহ অন্যান্য বিভিন্ন আয়বর্ধকমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ছোঁয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। বোর্ড ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় ১২,০০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০২টি স্কিম সমাপ্ত করেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৫০১০ এর আওতায় ১২,৪২৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সমাপ্ত করেছে। এছাড়াও একাধিক স্কিম/প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের একটি প্রামাণিক দলিল। বোর্ডের বাৎসরিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এ প্রতিবেদন থেকে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অনুসন্ধিৎসু পাঠক, গবেষক এবং গণমাধ্যম কর্মীসহ সকলেই প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত জানতে পারবেন।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি)

তরুণ কান্তি ঘোষ
অতিরিক্ত সচিব
ভাইস-চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুচিন্তিত নির্দেশনার বাস্তব প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা শুরু হয়। ০৯ আগস্ট ১৯৭৩ খ্রি. তারিখে তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাত পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা সফরকালে রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে এক সুধি সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, যাতায়াত, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও আয়বর্ধনমূলক খাতে প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্যন্ত আন্তরিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নারীদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য গাভী পালন প্রকল্প, উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, এছাড়াও মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প, আইসিটি প্রকল্প, সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প এবং টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় পানি সমস্যার সমাধানের জন্যও প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের শিক্ষাবৃত্তির অর্থ বৃদ্ধিপূর্বক ২,২২২ জনকে ২ কোটি টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় ১২,০০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০২টি স্কিম সমাপ্ত করেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৫০১০ এর আওতায় ১২,৪২৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সমাপ্ত করেছে। এছাড়াও একাধিক স্কিম/প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ তে পুরো বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকান্ডের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পুরো বছরের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে এ প্রতিবেদনটি সরকারি-বেসরকারি, সুশীলসমাজ, সাধারণ জনগণ এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য কিছুটা হলেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(তরুণ কান্তি ঘোষ)

আশীষ কুমার বড়ুয়া
সদস্য-প্রশাসন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ২০(১) ধারা, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৬(৩) ধারার বিধান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদক চুক্তির শর্ত মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গৃহীত ও বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত বিবরণ এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। এ অঞ্চলে ছোট-বড় পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, ঝিড়ি, শৈল প্রপাত, উঁচু-নিচু আঁকা-বাঁকা পথ সবকিছুই দেখা মতো। এ অঞ্চলের নৃ-বৈচিত্রতা সকলকে মুগ্ধ করে। এ অঞ্চলের বসবাসরত মানুষের রয়েছে নিজস্ব, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যা এ অঞ্চলের মানুষকে করেছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও বৈচিত্র্যময়। তবে ভৌগোলিক অবস্থা, আবহাওয়া, জীবন জীবিকার ধরণ, মাধ্যম ও উৎস ভিন্ন হওয়ায় এখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থাও অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৭০৩০ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নযন সহায়তা কোড নং-৫০১০ এর আওতায় কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ইত্যাদি খাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারীদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন, গাভী পালন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, এছাড়াও মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প, আইসিটি প্রকল্প, সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প এবং মা ও শিশুদের কল্যাণের জন্য টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের শিক্ষাবৃত্তির অর্থ বৃদ্ধিপূর্বক ২,২২২ জনকে ২ কোটি টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০২টি স্কিম সমাপ্ত করেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৫০১০ এর আওতায় ১২৪ কোটি ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ২৮টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সমাপ্ত করেছে। এছাড়াও একাধিক স্কিম/প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রণয়নে বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার জন্য আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানসহ সদস্যবৃন্দের মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা এবং বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ও আলোকচিত্র দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করায় তাঁদের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আশীষ কুমার বড়ুয়া

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• ভূমিকা	১
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন	২
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	২
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ	৩
• পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দের পরিচিতি	৫
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের জনবল	৬
• ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ	৭
• ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আয়োজিত মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অংশগ্রহণ	১২
• ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিমের বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)	২০
• ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-৫০১০)	৩৪
• ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিমের বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)	৩৬
• ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-৫০১০)	৪৯
• ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিমের বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)	৫৩
• ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-৫০১০)	৬৮
• পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	৭২
• পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প	৭৬
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প	৭৮
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সহবরাহ প্রকল্প	৮০
• পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	৮১
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারে নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প	৮৫
• পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যম আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ প্রকল্প	৮৬
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প-২য় পর্যায়	৮৭
• রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প	৮৮
• ৫ বছরে সম্পাদিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত)	৮৯
• পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত) উন্নয়ন কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ	৯২
• ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের খন্ডচিত্র	৯৫

ভূমিকা

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। ছোট-বড় পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, ঝিড়ি, শৈল প্রপাত, উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা পথ, চারদিকে সবুজে সমারোহ সবকিছুই এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে করে তুলেছে অনিন্দ্য সুন্দর। এ অঞ্চলের নৃ-বৈচিত্রতা সকলকে মুগ্ধ করে। বাংলাদেশে প্রায় এক দশমাংশ জায়গা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে রয়েছে। এ অঞ্চলে প্রধানত ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যেমন-চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, লুসাই, খুমী, পাংখোয়া, চাক, খেয়াং এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীসহ প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ বসবাস করছে। মানবসৃষ্ট দক্ষিণ এশিয়া বৃহত্তর হ্রদ, কাপ্তাই হ্রদ যার আয়তন প্রায় ৭২৫ বর্গ কি.মি.। এটি সিঙ্গাপুর দেশের আয়তনে চেয়েও বড়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রধান নদ-নদী মধ্যে রয়েছে কর্ণফুলী, চেঙ্গী, মাইনী, সাঙ্গু, কাচালং, মাতামুহুরী এবং ফেনী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভৌগোলিক বৈচিত্রতা কারণে যোগাযোগ অবস্থা এখনও অনুন্নত। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বরকল, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি উপজেলাতে যাতায়াত করতে হয় পানি পথ দিয়ে। অর্থাৎ স্থল পথে যাতায়াতের কোনো সুযোগ নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের প্রধান পেশা কৃষিকাজ হলেও এ অঞ্চলে কৃষি জমি পরিমাণ খুবই কম। উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য পরিবহনে সমস্যা থাকায় কৃষকরা অনেক সময় পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষার অবস্থা জেলা শহরের কিছুটা ভালো হলেও উপজেলাসমূহে এ চিত্র ভিন্ন। উপজেলাসমূহে ঝরেপড়া হার দেশে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। তাছাড়া ভূমি সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন সমস্যা মধ্যে অন্যতম। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, বিশেষ কিছু অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে খাদ্য সমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এরূপ বহুবিধ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দক্ষতা সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উন্নয়নে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও আয়বর্ধকমূলক প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

প্রধান কার্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার পর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম পশ্চাৎপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত ০৯ আগস্ট ১৯৭৩ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা সফরকালে এ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে একটি পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। তারই ধারবাহিকতায় ১৯৭৬ সালের ১৪ জানুয়ারি ৭৭নং অধ্যাদেশ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের কার্যক্রমকে অধিকতর টেকসই, গতিশীল ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ প্রণয়ন করা হয় যা একটি সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বর্তমানে এ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ভিশন

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম।

মিশন

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণ;
- কৃষি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ;
- সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ;
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন;
- মা ও শিশু কল্যাণ এবং
- দাপ্তরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও উন্নতিকরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ

১. পরিচালনা কমিটি (১৪ সদস্য বিশিষ্ট)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ৮ ধারার অনুবলে গঠিত ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:-

- চেয়ারম্যান ;
- ভাইস-চেয়ারম্যান ;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি ;
- সদস্য-প্রশাসন (সার্বক্ষণিক) ;
- সদস্য-বাস্তবায়ন (সার্বক্ষণিক) ;
- সদস্য-অর্থ (সার্বক্ষণিক) ;
- সদস্য-পরিকল্পনা (সার্বক্ষণিক) ;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি;
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে একজন করে প্রতিনিধি;
- জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি (পদাধিকারবলে) ;
- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি (পদাধিকারবলে) ;
- জেলা প্রশাসক, বান্দরবান (পদাধিকারবলে) ;

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা কমিটির সভার একাংশ

১. পরিচালনা কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা কমিটি হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কমিটি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা মোট ১৪ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ অনুসারে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি করে পরিচালনা বোর্ড সভার আয়োজনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সভায় বোর্ডের বাস্তাবয়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি ও মূল্যায়নসহ বোর্ডের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

২. পরামর্শক কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ১১ ধারা মতে গঠিত ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে);
- তিন সার্কেল চীফ অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি;
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত);
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত);
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে হেডম্যান (সার্কেল চীফের সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত);
- তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩ (তিন) জন সদস্য (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা কমিটির সভার একাংশ

পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দের পরিচিতি

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়
সার্কেল চীফ
চাকমা সার্কেল, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

বোমাংগ্রী উচপ্রু চৌধুরী
সার্কেল চীফ
বোমাং সার্কেল, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

সাচিং প্রু চৌধুরী
সার্কেল চীফ
মং সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

এস এম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
কাউখালী উপজেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি

ম্রাগ্য মারমা
চেয়ারম্যান
মানিকছড়ি উপজেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

আব্দুল কুদ্দুছ
চেয়ারম্যান
বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদ

অমলেন্দু চাকমা
চেয়ারম্যান
কেদারমারা ইউনিয়ন পরিষদ বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

জ্ঞান রঞ্জন ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান
গোলাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, খাগড়াছড়ি

মাংসার ম্রো
চেয়ারম্যান
থানছি সদর ইউনিয়ন পরিষদ, বান্দরবান

হ্লাথোয়াই ম্রী
হেডম্যান
৩১৬ নং রেয়চা মৌজা, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান

সুইহ্লাপ্রু চৌধুরী
হেডম্যান
২৯২নং পুজগাং মৌজা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি

থোয়াই অং মারমা
হেডম্যান
১১৯ কর্ণফুলী মৌজা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি

বাদল চন্দ্র দে
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
আসামবস্তী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

ভুবন মোহন ত্রিপুরা
সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য
রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

সুধাংশু চক্রবর্তী
বান্দরবান সদর উপজেলা
বান্দরবান পার্বত্য জেলা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দ তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়ায় নিজ নিজ এলাকার জনগণের অগ্রাধিকারভিত্তিক চাহিদা ও জনকল্যাণ বিবেচনায় তাঁরা বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্কিম ও প্রকল্প গ্রহণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ডও পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের প্রদত্ত অভিমত/পরামর্শসমূহকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের জনবল

(১ জুলাই, ২০১৭ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত)

ক্রম.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও এর আওতাধীন প্রকল্পের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১৫১টি	১২০ জন	৩১টি	রাজস্ব খাত
২.	সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	২৪০টি	২১৮ জন	২২টি	২০১৩-২০১৭
৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প	১৯টি	১৯ জন	-	২০১৭-২০২১
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প	১৮টি	১৮ জন	-	২০১৫-২০১৯
৫.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প	৩৪টি	৩৪ জন	-	২০১৫-২০২০
৬.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমের পুনর্বাসন প্রকল্প -২য় পর্যায়	১৯টি	০৯ জন	১০টি	২০০৮-২০১৮
৭.	রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প	০৯টি	০৯ জন	-	২০১৭-২০২২
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প	২০টি	২০ জন	-	২০১৮-২০২০
	মোট =	৫৩৩ টি	৪৩৮ জন	৯৫ টি	

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খাতওয়ারী প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

অনুন্নয়ন খাত

ক্রম.	খাতসমূহ	বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (হাজার টাকায়)	মন্তব্য
১.	বেতন ও ভাতাদি	৬২,৬০৪.০০	৫৮,০৭৯.৬৩৬	ট্রেজারী চালান নং-০১, তারিখ: ১৭/০৬/২০১৮ খ্রি: মূলে অনুন্নয়ন খাতের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারের ফেরত দেয়া হয়েছে।
২.	সরবরাহ ও সেবা	২৬,৯৯৫.০০	২৬,০৫৯.২৩৫	
৩.	মেরামত ও সংরক্ষণ	৬,৩০০.০০	৬,২৯৭.৩৫৫	
৪.	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	১৯,০০০.০০	১৯,০০০.০০	
৫.	কল্যাণ অনুদান	২,২৫০.০০	১,৫৯২.৫৮১	
৬.	স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	০.০০	০.০০	
৭.	মূলধন মঞ্জুরী	১,৩০০.০০	১,২৯৮.৯১৪	
৮.	সরকারি কর্মচারীদের ঋণ ও অগ্রিম	৬০০.০০	২৪০.০০	
	মোট=	১,১৯,০৪৯.০০	১,১২,৫৬৭.৭২১	

উন্নয়ন খাত

ক্রম.	কোডভিত্তিক স্কিম/প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০)	১১,০০০.০০	১২,০০০.০০	১২,০০০.০০	-
২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০)	১২,০০০.০০	১২,৫৮৫.০০	১২,৪২৯.৫০	অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারের ফেরত দেয়া হয়েছে।
৩.	সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	৪,০০০.০০	৩৮২৮.৫৪	১৭১.৪৬	-

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ

পরিচালনা বোর্ড সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	১৮/০৭/২০১৭	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১ম সভা	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
২.	১৯/১০/২০১৭	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ২য় সভা	ঐ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩.	২৬/০৪/২০১৮	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৩য় সভা	ঐ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পরামর্শক কমিটির সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	১৮/০৭/২০১৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাই	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

মাসিক সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	১৯/০৯/২০১৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ- "কর্ণফুলী"	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
২.	১২/১০/২০১৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩.	১৯/০৩/২০১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা কমিটির সভাসমূহ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১ম পরিচালনা কমিটির সভা

গত ১৯ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১ম পরিচালনা কমিটির সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালন বোর্ড সভা এই প্রথমবারের মতো ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

▣ **আলোচ্য বিষয়:** গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা, আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উন্নয়ন সহায়তা কোড নং- ৫০১০ ও ৭০৩০ এর প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদন এবং বিবিধ।

▣ **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:** সভাপতি মহোদয় তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণসহ সম্মানিত অন্যান্য সদস্যগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এলাকা নিয়মিত পরিদর্শন করা জন্য আহ্বান জানান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচারের জন্যও তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান। তিনি সকল সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চলমান প্রকল্প/স্কিমসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং কম সংখ্যক নতুন প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করা হবে।

▣ **উপস্থিতি:** এ সভায় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব), সম্মানিত সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (যুগ্ম সচিব), সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (উপসচিব), বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব দিলীপ কুমার বনিক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ছাদেক আহমেদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, বোর্ডের আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পুষ্প বিকাশ চাকমাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ২য় পরিচালনা কমিটির সভা

গত ১৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি. তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড "পরিচালনা কমিটি" এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ২য় সভা বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

▣ **আলোচ্য বিষয়:** গত ১৮ জুলাই ২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বিবিধ আলোচনা।

▣ **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:** সভাপতি মহোদয় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন কাজের তদারকী বাড়ানো মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছরের চেয়েও অধিকতর ভালো করার জন্য বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছর ১৮ অক্টোবর খ্রি. তারিখে শেখ রাসেল এর জন্মবার্ষিকী স্মরণের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে বোর্ড সভা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতিসহ বোর্ডের নতুন প্রকল্প "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন" শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ের তিনি অবগত হন। সভাপতি মহোদয় বোর্ডের অধীনে পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর আওতায় ৪০০০তম পাড়াকেন্দ্রটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আগামী নভেম্বর মাসে শেষের দিকে উদ্বোধন করা কথা রয়েছে মর্মে তিনি বোর্ড সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

▣ **উপস্থিতি:** সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব), বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (যুগ্ম-সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষযক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা, বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী, সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এর প্রতিনিধি মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শহীদুল আলম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সম্মানিত সদস্য জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ এর প্রতিনিধি মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, বোর্ডের আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পুষ্প স্মৃতি চাকমাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৩য় পরিচালনা কমিটির সভা

গত ২৬ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. তারিখ বেলা ১০.৩০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড "পরিচালনা কমির্টি" এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৩য় সভা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

▣ **আলোচ্য বিষয়:** গত ১৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজের অবস্থানের নীতিমালা প্রণয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প এর অধীন বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনা এবং বিবিধ আলোচনা।

▣ **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:** সভাপতি মহোদয় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন কাজের তদারকী বাড়ানো জন্য তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদের প্রতিনিধিগণসহ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। এছাড়াও তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের গুণগত মান ঠিক আছে কিনা তা প্রকল্প তদারকী সময় বিষয়টি লক্ষ্য রাখা জন্য পরিচালনা বোর্ড সভা সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সাথে সম্পর্কিত কাজগুলো করে যাবে বলে তিনি বোর্ড সভায় জানান। উক্ত বোর্ড সভায় বোর্ডের প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

▣ **উপস্থিতি:** সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-প্রশাসন জনাব আশিষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব এবিএম নাসিরুল আলম, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব একেএম মামুনুর রশীদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এর প্রতিনিধি সদস্য জনাব কাঞ্চন জয় তঞ্চঙ্গ্যা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ এর প্রতিনিধি নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব টিটন খীসা, বোর্ডের আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব পুষ্প স্মৃতি চাকমাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পরামর্শক কমিটির সভা

গত ১৮ জুলাই ২০১৭ খ্রি. তারিখে বেলা ১১.৩০ টায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সভা ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটি সভা এই প্রথম ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

▣ **আলোচ্য বিষয়:** গত ১৯/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরামর্শক কমিটি সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাই ও বিবিধ আলোচনা।

▣ **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:** ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের নতুন প্রকল্প কম নিয়ে চলমান প্রকল্প/স্কিমসমূহ সমাপ্ত করার উপর জোর দেয়া হবে বলে জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জন্য কাজ করে যাছে।

▣ **উপস্থিতি:** সভায় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব), সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (যুগ্ম-সচিব) এবং সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (উপসচিব)। সভায় পরামর্শক কমিটি সভার সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মং রাজা জনাব সাচিপ্রু চৌধুরী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার চাকমা সার্কেল চীফ এর প্রতিনিধি ১১৯নং ভার্য্যাতলী মৌজার হেডম্যান জনাব থোয়াই অং মারমা (তিনি নিজেও একজন পরামর্শক কমিটি সদস্য), মানিকছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ম্রাগ্য মারমা, কাউখালী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এস.এম. চৌধুরী, বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল কুদ্দুছ, খাগড়াছড়ি জেলার গোলাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব জ্ঞান রঞ্জন ত্রিপুরা, বাঘাইছড়ি উপজেলা খেদারমারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব বাদল চন্দ্র দে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য জনাব ভূবন মোহন ত্রিপুরা, রোয়াংছড়ি উপজেলা ৩১৬নং বেতছড়া মৌজা হেডম্যান জনাব হ্লাথোয়াই ম্রী মারমাসহ বোর্ডের আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন, বোর্ডের প্রকৌশলীগণ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আয়োজিত মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অংশগ্রহণ

উন্নয়ন মেলা

'উন্নয়নের রোল মডেল, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' শ্লোগানে দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলার-২০১৮ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় জেলা প্রশাসনে উদ্যোগে ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলা-২০১৮ রাঙ্গামাটি সদরের জিমনেসিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ ৭০টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সচিত্র প্রতিবেদন, ছবি, ভিডিও ফুটেজ ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। বোর্ডের স্টলটি ৭০টি স্টলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্টল হিসেবে প্রথম স্থান লাভ করে। মেলায় সমাপনী দিনে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান শ্রেষ্ঠ স্টলে পুরস্কারটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তার নিকট তুলে দেন। এ অর্জন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য গৌরব ও গর্বের। উন্নয়ন বোর্ডের স্টলে ফেস্টুন, পোস্টার, বিভিন্ন ধরণে প্রতিবেদন, ফোল্ডার ইত্যাদি প্রদর্শনে মাধ্যমে দর্শনার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এটুআই কর্তৃক ডিজাইনকৃত ব্যানারে নমুনা অনুসরণ করে একই আদলে ব্যানার প্রস্তুতপূর্বক উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও জেলা ব্র্যান্ডিং মেলা

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল শ্রেণির মানুষকে নানামুখী ই-সেবা সাথে পরিচিতি এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ই-সেবা দেয়া উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে শহরের কুমার সুমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও জেলা ব্র্যান্ডিং মেলা-২০১৮ আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এতে অংশগ্রহণ করে। বর্ণাঢ্য র‌্যালী এবং আলোচনা পর্বের অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে মেলার শেষ দিন পর্যন্ত উন্নয়ন বোর্ডের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এ বছর ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও জেলা ব্র্যান্ডিং মেলা-২০১৮ এ প্রায় ৫০টি স্টল স্থান পেয়েছে। সরকারি পর্যায়ের সেবাসমূহকে আরো সহজতর করে জনগণে কাছে কিভাবে দ্রুত ও স্বল্প সময়ে সেবাসমূহ পৌছানো যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন ই-সেবাসমূহের কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ইতিমধ্যে অনলাইনে শিক্ষাবৃত্তি আবেদন গ্রহণ এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আবেদন গ্রহণের বিষয়টি মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরি পুরস্কারের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কারটি অর্জন করেছে।

সেবা প্রদান সপ্তাহ

বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গত ২০-২৫ মার্চ ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী রাঙ্গামাটিস্থ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিশেষ সেবা প্রদান করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের শিক্ষাবৃত্তি ফরম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে এবং সাধারণ জনগণে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আবেদন অনলাইনে বিনামূল্যে পূরণ করা হয়েছে। এতে সেবা গ্রহণকারী অনেকেই উন্নয়ন বোর্ডের সেবা প্রদান স্টল থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (সচিব পদমর্যাদা) জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি এবং ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষসহ বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ উক্ত সেবা প্রদান স্টলে পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে মর্যাদা অর্জনে প্রেক্ষাপটে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত আনন্দ র‍্যালীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে অংশগ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সেবা প্রদান স্টল থেকে বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, ব্রোশিয়ারসহ বিভিন্ন ধরণের তথ্য দিয়েও জনগণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণে কোনো বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রযোজ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যেমন প্রেরণ করা হয় তেমনি বোর্ডের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নব নিয়োগপ্রাপ্ত ৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সার্বিক কর্মকান্ড থেকে শুরু করে কর্মচারীদের শৃঙ্খলা, আচরণ, চার্টার অব ডিউটিস, সিটিজেন চার্টার, অফিস ব্যবস্থাপনা, আইসিটি ইত্যাদি বিষয়ে প্রদান করা হয়। এছাড়াও বোর্ডের প্রধান কার্যালয় এবং দুই ইউনিট অফিসসহ মোট ৫২ জন কর্মচারীকে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ এবং এর সাথে সম্পর্কিত ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা বিষয়ে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। তিনি বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি বিষয়ের কার্যক্রম প্রতি বছর চালুর রাখার জন্য পরামর্শ দেন। আইসিটি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ দাপ্তরিক কার্যক্রমের বিভিন্ন চিঠি আদান প্রদানের জন্য ই-মেইল ব্যবহারে উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে স্বল্প সময়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিশ্রমী ও কর্মনিষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ০৯ (নয়) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। উক্ত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে সম্মাননা সূচক ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট এবং কিছু অর্থ তুলে দেন। ভালো কাজের জন্য সম্মাননা প্রদানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবেন বলে তিনি জানান। তিনি আগামী অর্থ বছর থেকে ভালো কাজের জন্য অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী পুরস্কার প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হবে বলে জানান, তবে পুরস্কারের অর্থ বৃদ্ধি করা হবে বলেও তিনি জানান। এর ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের গতি আরো বেগবান হবে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিশ্রমী ও কর্মনিষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে যারা পুরস্কার পেয়েছেন তারা হলেনঃ ১) জনাব মোঃ মুজিবুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি; ২) জনাব মংছেনলাইন রাখাইন, জনসংযোগ কর্মকর্তা; ৩) জনাব সাগর পাল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা; ৪) জনাব মোঃ এরশাদ মিয়া, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বান্দরবান; ৫) জনাব পলেল বড়ুয়া, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, খাগড়াছড়ি; ৬) জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা; ৭) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, হিসাব রক্ষক; ৮) জনাব মনতোষ চাকমা, পরিকল্পনা সহকারী; ৯) জনাব কালাচান মারমা, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন থেকে তিন পার্বত্য জেলার মেধাবী ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে সম্পূর্ণ অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি আবেদন অনলাইনেগ্রহণ ও অটোমেশন প্রক্রিয়া বাছাই কার্যক্রম সম্পাদন কার্যক্রমটি একটি অন্যতম যুগোপযোগী কার্যক্রম। শিক্ষাবৃত্তি আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করার কারণে ছাত্র ছাত্রীদের সময়, যাতায়াত ও খরচ সবকিছুই সাশ্রয় হয়েছে। আবেদন বাছাই কার্যক্রমটিও এখন খুব দ্রুত সম্পাদন করার সম্ভব হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মোট ২,২২২ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তির জন্য মনোনীত করা হয়েছে। শিক্ষাবৃত্তির জন্য মনোনীত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এ বছর ২ কোটি টাকার বৃত্তি বিতরণ করা হয়। তিন পার্বত্য জেলা মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটা চলমান কার্যক্রম। শিক্ষাবৃত্তি আবেদন শুরু তারিখ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ওয়েবসাইট www.chtdb.gov.bd তে scholarship option এ গিয়ে যাচিত যাবতীয় তথ্য আপলোড করে শিক্ষাবৃত্তি আবেদন ফরম পূরণ করা যায়।

এক নজরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের শিক্ষাবৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত ছাত্র-ছাত্রীদের জেলা ও উপজেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান

বান্দরবান পার্বত্য জেলা

ক্রম.	উপজেলার নাম	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়)	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (কলেজ পর্যায়)
১.	বান্দরবান সদর	২১৬ জন	১৫৬ জন
২.	আলীকদম	১৬ জন	১৩ জন
৩.	লামা	৫০ জন	২৩ জন
৪.	নাইক্ষ্যংছড়ি	২৫ জন	১৫ জন
৫.	রোয়াংছড়ি	৪৬ জন	৪১ জন
৬.	রুমা	৩৭ জন	৪১ জন
৭.	থানচি	২৭ জন	২৬ জন
	মোট=	৪১৭ জন	৩১৫ জন

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

ক্রম.	উপজেলার নাম	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়)	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (কলেজ পর্যায়)
১.	রাঙ্গামাটি সদর	১৬৭ জন	১৮০ জন
২.	বাঘাইছড়ি	৬১জন	১৮ জন
৩.	বরকল	২৪ জন	১৯ জন
৪.	বিলাইছড়ি	২৮ জন	৩৭ জন
৫.	জুরাছড়ি	১৫ জন	৬ জন
৬.	কাপ্তাই	১৮ জন	১৭ জন
৭.	কাউখালী	২৫ জন	১১ জন
৮.	লংগদু	৩৯ জন	৬ জন
৯.	নানিয়ারচর	২৭ জন	২২ জন
১০.	রাজস্থলী	২১ জন	৯ জন
	মোট=	৪২৫ জন	৩২৫ জন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ক্রম.	উপজেলার নাম	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়)	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (কলেজ পর্যায়)
১.	খাগড়াছড়ি সদর	১৭১ জন	১৬৯ জন
২.	দীঘিনালা	৪৫ জন	২২ জন
৩.	গুইমারা	২১ জন	২৫ জন
৪.	লক্ষ্মীছড়ি	১৫ জন	৯ জন
৫.	মানিকছড়ি	১৯ জন	১০ জন
৬.	মাটিরাঙ্গা	৫৩ জন	৩৫ জন
৭.	মহালছড়ি	৩১ জন	৮ জন
৮.	পানছড়ি	৫০ জন	২৪ জন
৯.	রামগড়	১৩ জন	২০ জন
	মোট=	৪১৮ জন	৩২২ জন

সর্বমোট: ২,২২২ জন

টেকসই উন্নয়ন রূপকল্প বিষয়ক কর্মশালা

গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বোর্ডের প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে মাইনী মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই উন্নয়ন রূপকল্প শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপংকর তালুকদার। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। অনুষ্ঠানে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ শিক্ষা, কৃষি, যাতায়াত, পর্যটন এবং আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাঁরা এ ধরনের আলোচনা সভা আগামী দিনগুলোতেও চালু রাখার জন্য পরামর্শ দেন। উক্ত আলোচনা সভাটি CHTDB Facebook Page (www.facebook.com/chtdb) এ live দেখানো হয়েছে।

ফুল বিজু অনুষ্ঠান

গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ফুল বিজু উৎসব উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী এবং কর্ণফুলী নদীতে ফুল ভাসানো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী। ফুল ভাসানো শেষে স্বল্প পরিসরে পাহাড়ি নৃত্য পরিবেশন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অবতরণ ঘাট প্রাঙ্গণে। উক্ত অনুষ্ঠানে বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি, ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ এবং সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দসহ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব বৃষকেতু চাকমা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম মামুনুর রশিদ, পুলিশ সুপার জনাব মোঃ আলমগীর কবীরসহ স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০১৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়সহ খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা অন্য দুই ইউনিট অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে অবসরপ্রাপ্ত এবং পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দও এ বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে কাপ্তাই উপজেলা বা নৌ শহীদ মোয়াজ্জম পিকনিক স্পটে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিবারের সকল সদস্য একত্রিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করা সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পার্বত্য মেলা-২০১৭ এ অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উপলক্ষে গত ০৭-১১ ডিসেম্বর-২০১৭ খ্রি. তারিখে পাঁচদিনব্যাপী ঢাকাস্থ শিল্পকলা একাডেমী সেগুন বাগিচা, প্রাঙ্গণে পার্বত্য মেলা-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অংশগ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসে এবারে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Mountain Under Pressure : Climate, hunger, migration'। পার্বত্য মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ ব্যবসায়ীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। মেলাতে ৮৩টি স্টল ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড স্টলে উপস্থিত আছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সহধর্মিণী মিসেস অনামিকা ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব রমা রাণী রায় এবং অতিথিবৃন্দ

পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী যেমন-জাম্বুরা, কলা, কমলা, কাজু বাদাম, ঔলকচু, জলপাই, মিষ্টি কুমড়া বিভিন্ন ধরনের বিন্নী চাল, হলুদ, আদা ইত্যাদি পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্গানিকভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন রকমে পণ্য সামগ্রী পেয়ে ঢাকাবাসী অনেক আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। পাহাড়ের আদিবাসীদের তৈরি খাদি, পিনন, বিভিন্ন ধরনের চাদর ও বেতসিট পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সহ বিভিন্ন স্টলে বিক্রি করেছে। পাহাড়ের পিঠা ঘর নামের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অন্য একটি স্টল ছিল। এবারেও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নামে আদিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের পিঠা, বাঁশের চোঙ্গায় মাংস রান্না ইত্যাদি খাবারে একটা স্টল ছিল।

পার্বত্য মেলায় বিভিন্ন স্টলে পরিদর্শন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এম পি এবং সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মহোদয়।

চেয়ারম্যান মহোদয়কে ২য় বারের মতো বরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান পদে সরকারের সচিব পদমর্যাদায় ৩ (তিন) বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক পুনঃ নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় গত ২৪ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে ২য় বারের মতো বরণ করে নিচ্ছেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ। এ সময় বোর্ডের বিভিন্ন অধিশাখা, প্রকৌশল শাখা, ইউনিট অফিস এবং বোর্ডের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন প্রকল্পের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়কে বরণ করে নেয়া হয়। এর পূর্বে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১৯/১২/২০১৩ খ্রি. থেকে ২৮/০২/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবেও ৬ বছর ৮ মাস দায়িত্ব পালন করেছেন।

ICIMOD MOUNTAIN PRIZE-2018

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের অবদান রাখার জন্য ইসিমোড মাউন্টেন পুরস্কার ২০১৮ (ICIMOD Mountain Prize 2018) লাভ করে। এ প্রাইজের জন্য আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন এবং বাংলাদেশ হতে মোট ৪০ টি সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল। তন্মধ্যে বাংলাদেশ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এ প্রাইজটি লাভ করে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তথা বাংলাদেশের জন্য এক অন্যান্য দৃষ্টান্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মহোদয়ের দিক নির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ এবং বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ এর সহযোগিতায় সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অকান্ত পরিশ্রমে ফসল এটি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য এটি সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

উদ্বোধন ও পরিদর্শন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রাঙ্গণে নির্মিত পানির ফোয়ারার উদ্বোধন

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয় সম্মুখে নান্দনিক একটি পানি ফোয়ারা (ঝর্ণা) নির্মাণ করা হয়েছে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রাঙ্গামাটি প্রকৌশল শাখা কর্তৃক নির্মিত অন্যতম একটা পানি ফোয়ারা বটে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মহোদয় উক্ত পানি ফোয়ারা (ঝর্ণা) নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষসহ বোর্ডের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় রেস্ট হাউজ উদ্বোধন

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ভেদভেদী এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নবনির্মিত কেন্দ্রীয় রেস্ট হাউজটি অবস্থিত। এটি চার তলাবিশিষ্ট পাহাড়ি ফ্লেভারের নির্মিত অন্যতম একটা রেস্ট হাউজ। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. তারিখ উক্ত রেস্ট হাউজ নির্মাণ শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় তাঁর সহধর্মিনী মিসেস অনামিকা ত্রিপুরাসহ বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান জনাব বৃষ কেতু চাকমা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	০৪	০৩	০৭	০৪	০১	০৫	৭৪.৪৬	৩২.১৩	৩২.১৩	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	৪৭	১৭	৬৪	৪২	০৩	৪৫	৯৬৭.৫৬	১১৪৮.৪৮	১১৪৮.৪৮	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	২২	০৯	৩১	২১	০১	২২	৪৪৫.৯৮	৪৯৪.৬০	৪৯৪.৬০	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৭	০৪	১১	০৩	০৩	০৬	১৪৭.৫৪	১৫১.৩২	১৫১.৩২	১০০%	১০০%
৫.	সমাজকল্যাণ	৪০	৫০	৯০	৩৫	০৯	৪৪	১১৬৪.৭৮	১২১৯.৬৪	১২১৯.৬৪	১০০%	১০০%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	২৮	৩০	৫৮	২৭	১০	৩৭	৯৭৪.৬৮	৭১৮.৮৩	৭১৮.৮৩	১০০%	১০০%

২০১৭-১৮ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কীমের তালিকা (কোড নং-৭০৩০)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	লংগদু উপজেলাধীন কুতুকের জমির সীমানা হইতে ওমরের টেক পর্যন্ত সেচনালা নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	পানি নিষ্কাশনের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২.		কাপ্তাই উপজেলাধীন চিৎমরম আগাপাড়া ও ছংড়াছড়ি পাড়া কৃষি সেচ কাজের জন্য পাওয়ার পাম্প ও পাইপ সরবরাহকরণ	৭.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	পানি নিষ্কাশনের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের বটতলী হতে উগলছড়ি রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচনালা নির্মাণ	১০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	পানি নিষ্কাশনের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং নদী হইতে যতীনময় চাকমার বাড়ী পর্যন্ত সেচ ড্রেইন নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	পানি নিষ্কাশনের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫.		সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ কালিন্দীপুরস্থ আবাসিক এলাকার পানি সরবরাহের জন্য ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	৩.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	পানীয় জল ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬.	যাতায়াত	কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী ইউনিয়নের ডংনালা হাইস্কুল হইতে সাইটতলী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	৩৩.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	যাতায়াত	রাইখালী ইউনিয়নের ডংনালা বাঙ্গালী পাড়া হইতে পশ্চিম কোদলা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	৩৮.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৮.		কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী ইউনিয়নের বালুখালী রাস্তার মুখ হইতে মারমা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৯.		চন্দ্রঘোনা থানাধীন মারমা পাড়া হইতে স্লুইচ গেইটের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১০.		চন্দ্রঘোনা থানাধীন ৫নং ওয়ার্ডের বাঙ্গালী পাড়া হইতে কাশ্যা ঘোনা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	৩৯.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১১.		লংগদু উপজেলাধীন উল্টাছড়ি জ্যোতির্ময় বাড়ী হতে অমলেন্দু বাড়ী পর্যন্ত মাটি কাটাসহ রাস্তা উন্নয়ন	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১২.		রাংগামাটি সদর উপজেলাধীন বনরূপাস্থ বলপিয়া আদাম ও শশী দেওয়ান পাড়ার সংযোগ রাস্তার উভয় পাশে আর সি সি ওয়াল, ড্রেইন ও মাটি ভরাটকরণ এর পরিবর্তে রাংগামাটি সদর উপজেলাধীন বনরূপাস্থ বলপিয়া আদাম ও শশী দেওয়ান পাড়ার সংযোগ রাস্তার আর সি সি ওয়াল, ড্রেইন ও মাটিভরাটসহ প্লাটফর্ম নির্মাণ	২৮.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৩.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং বাজার সিঁড়ি হতে রতন দেব বাড়ী ভায়া থানা ঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৮.৬২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৪.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ কালিন্দীপুরের পাচউবোর্ড কোয়াটার সংলগ্ন বিদ্যমান সিঁড়ির পরিবর্তে গাড়ি চলাচলের রাস্তা নির্মাণ এর পরিবর্তে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ কালিন্দীপুরস্থ পাচউবোর্ড এর আভ্যন্তরীণ রাস্তা উন্নয়ন	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৫.		রাংগামাটি সদর উপজেলাধীন বন্দুক ভাঙ্গা ইউনিয়ন দুরখাইয়া গ্রামের তৈমাটিছড়ায় ফুট ব্রীজ নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৬.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩০নং সারোয়াতলী ইউনিয়নে উন্নয়ন বোর্ডের মূল সড়ক হতে গলাচিপা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৮.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বটতলা ব্রীজের কাছে উন্নয়ন বোর্ডের মূল সড়কে ১.০০ কিমি রাস্তা নির্মাণ	৪৫.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৮.		রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের নাইক্ষ্যছড়া-গবাছড়া সড়কে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৯.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৯.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের হেডম্যান পাড়া এলাকায় জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে ছড়ার উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ	৩৪.৩৫	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২০.		বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কেংড়াছড়ি বাজার হতে গাছকাটাছড়িগামী রাস্তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে ফুটব্রীজ নির্মাণ	২২.৭৯	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২১.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ৫নং ওয়াগ্গা ইউপি কমপ্লেক্স ভবনের চারিপাশে বাউন্ডারি ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ	১২.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২২.		নানিয়াচর বামফিলেন্ট রাস্তার দুপার্শ্বে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২৮.৬২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৩.		চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টান মিশন হাসপাতাল রাস্তা ত্রি-সুন্দরী পুল হতে কে.পি এম গেইট পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা, ড্রেইন মেরামত ও ভেঙ্গে যাওয়া রাস্তার পার্শ্বে ধারক দেওয়াল নির্মাণ	৪০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধস হতে রক্ষা পেয়েছে
২৪.		বরকল উপজেলাধীন ভূষণছড়া ইউনিয়নে পারবোয়া ছড়ার উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ	৩৪.৩৫	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৫.		সদর উপজেলাধীন ভেদভেদী পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ে চলাচলের রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৬.		কাপ্তাই উপজেলাধীন কারিগর পাড়ার হাতিমারা অংশে রাস্তা উন্নয়ন	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৭.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন মানিকছড়ি পশ্চিম বাঙ্গালী পাড়ায় যাওয়ার জন্য সিঁড়ি নির্মাণের পরিবর্তে প্রতিরোধক কাজসহ রাস্তা নির্মাণ	১২.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৮.		কাউখালী উপজেলাধীন ১নং বেতবুনিয়া মডেল ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে ডাকঘর পাড়া ব্রীজ থেকে খেজুর ঘোনা পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ	১২.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৯.	যাতায়াত	বেতবুনিয়া মইনুল উলুম রেজভীয়া সাইদীয়া আলিম মাদ্রাসার ভাঙ্গণ রক্ষার্থে ধারক দেওয়াল নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধস হতে রক্ষা পেয়েছে
৩০.		কুতুকছড়ি ইউনিয়নের আর এম কে রোড হতে হেডম্যান পাড়া রণজিত বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩১.		কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া হতে বড়ইছড়ি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩২.		কলেজ গেইট এলাকায় রাস্তা ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩৩.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউনিয়নের হাতিমারা ছড়া রাস্তা সংস্কার	২৮.৬২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩৪.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৩নং সাপছড়ি ইউনিয়নের কাটাছড়ি কলাবুনিয়া গ্রাম হইতে গুইছড়ি গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৮.৬২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩৫.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বালুখালী ইউনিয়নে কান্দ্যা দোজরীপাড়া হতে নাড়াছড়ি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩৬.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বালুখালী ইউনিয়নে হারিখ্যং পাড়া হতে অনিল কুমার চাকমার জমি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩৭.		কাউখালী উপজেলাধীন ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডের রাংগাপান্যা ছড়া মুখ হতে বেতছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৮.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩৮.		কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের বৈজয়ন্ত বনবিহার এর জনসাধারণে চলাচলের সুবিধার্থে সিঁড়ি নির্মাণ	১২.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩৯.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ওয়াগগা তালুকদার পাড়া হতে যৌথ খামার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৪০.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন মহাপুরম চিত্তরাম বৌদ্ধ বিহারের পিছনে সিঁড়ি ও বেদি নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪১.	যাতায়াত	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের বগলতলী কন্টা পাড়া সিঁড়ি ঘাট হতে তিন কোনিয়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৪২.		বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কাকড়াছড়ি ইউনিয়নে সাপছড়ি মুখ হতে নাড়াইছড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৪৩.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সারোয়াতলী ভূলনা চাকমা বাড়ী এডিবি রাস্তা থেকে স্থিরামছড়া যৌথ খামরা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৪৪.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন দোসর বন কুটিরের পার্শ্বে সিঁড়ি নির্মাণ	১১.৪৫	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৪৫.		লংগদু দজর পাড়া স্টীল ব্রীজ হতে পূর্ণ্যসেন কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৪৬.		কাপ্তাই উপজেলাধীন কাপ্তাই-চট্টগ্রাম সড়কের বিজিবি ক্যাম্প হতে নোয়াপাড়া পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ	৫১.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৪৭.		কাউখালী উপজেলাধীন শহীদ জাফর সড়ক হতে বৃক্ষভানুপুর বাজার (বৃন্দাবন) সড়ক নির্মাণ	৪৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৪৮.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ডংনালা-বাংগালহালিয়া সড়কের খন্তাকাটা সুইচ গেইট অংশ হতে খন্তাকাটা মারমা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৮.৬২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৪৯.		সাজেক রুইলুই ত্রিপুরা পাড়ায় কমিউনিটি সেন্টারের রাস্তা নির্মাণ	৭.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৫০.		সদর উপজেলাধীন কুতুকছড়ি উপর পাড়া তপন চাকমার বাড়ী হতে যুদ্ধ মোহন চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
		উপমোট =	১২৮৬.৮৪			
৫১.	শিক্ষা	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৬নং বালুখালী ইউনিয়নের অন্তর্গত কাইন্দ্যা দৌজরীপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	২২.৮০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫২.		সাজেক ত্রিপুরা অনাথ আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনের সুবিধার্থে মাচালং বাজারে হোস্টেল নির্মাণ	২৮.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৩.	শিক্ষা	বাঘাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৪.		কাপ্তাই উপজেলাধীন কর্ণফুলী কলেজের ছাত্রী নিবাস নির্মাণ	৩১.৫৮	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৫.		রাজস্থলী উপজেলাধীন মাথুই প্রু প্রুহলাউ (তাইতং পাড়া) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	২৬.৮৩	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৬.		কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী ডংনালা উচ্চ বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	২৬.৮৩	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৭.		লংগদু উপজেলাধীন মহালছড়ি জুনিয়র হাই স্কুলের ভবন নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৮.		কাউখালী উপজেলাধীন তারাবুনিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	২৮.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৯.		সদর উপজেলাধীন শাহ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয় ও শহীদ আব্দুল আলী একাডেমী বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	১৮.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬০.		লংগদু উপজেলাধীন গুচ্ছ শিবির বাজার নুরানী মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণ	-	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬১.		রাজস্থলী তাইতং পাড়ার উঃতেজওয়াস্ত শিশু সদনের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬২.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন দুরছড়ি এবতাদায় মাদ্রাসার ছাত্রাবাস নির্মাণ	২৬.০২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৩.		বরকল উপজেলাধীন বিল্লাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৪.		কাপ্তাই উপজেলাধীন তৈয়বীয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৫.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বি এম কেজি স্কুলের শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ	৩৫.৫৯	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৬.		রাংগামাটি সদর উপজেলাধীন চোংড়াছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পানীয় জল ও স্যানিটারী কাজ	১০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	পানীয় জলের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৭.		রাংগামাটি সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি শিশু নিকেতনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণসহ আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৮.	শিক্ষা	নানিয়ারচর, বরকল, কাপ্তাই ও কাউখালী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৯.		কাপ্তাই উপজেলাধীন লোটাস শিশু সদনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৭০.		কাপ্তাই উপজেলাধীন বি এন শহীদ মোয়াজ্জেম বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.৯৮	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৭১.		রাংগামাটি সদর উপজেলাধীন কিল্লামুড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৭২.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	১০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	কারিগরী শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
		উপমোট =	৫৫৬.৮৭			
৭৩.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	শাহ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামের ওয়াল, টিনের চাল, ফ্লোর, দরজা-জানালা ও বৈদ্যুতিকিকরণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৭৪.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভা কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৪.		ভেদভেদীস্থ সওজ অফিস সংলগ্ন এলাকায় ক্লাবঘর নির্মাণ	১৭.১৭	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভা কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৫.		সদর উপজেলাধীন সবুজ সংঘ ক্লাবের ড্রেইন নির্মাণ ও মাঠ সংস্কার কাজ এর পরিবর্তে সবুজ সংঘ ক্লাবের প্রথম তলার কাজ সম্পন্নকরণ	৮.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভা কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৬.		সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারস্থ রাইজিং স্টার ক্লাবের প্রথম তলার কাজ সম্পন্নকরণ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভা কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৭.		সদর উপজেলাধীন শুক্কুর ক্লাবের সংস্কার	৬.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভা কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৮.		সদর উপজেলাধীন মহিলা ক্রীড়াবিদদের আবাসনের জন্য ভবন উন্নয়ন	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভা কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
		উপমোট =	১৩৫.১৭			
৭৯.	সমাজকল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন রায় সাহেব বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২৮.৫৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮০.	সমাজকল্যাণ	ভেদভেদীস্থ শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার যোগাশ্রমের মূল মন্দির নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮১.		কালিন্দীপুরস্থ স্টাফ ডরমেটরীর পেটেন্ট স্টোন, ড্রেইন, এপ্রোচ, ইলেকট্রিফিকেশন ও নিচতলা সংস্কার	১৪.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮২.		সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ	২৮.৬০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৩.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মাদ্রাসা পাড়া জামে মসজিদ ভবন নির্মাণ	২০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৪.		লংগদু উপজেলাধীন ৫নং ভাসান্যাদাম ইউনিয়নের ১০নং উত্তর রাংগাপানি মৌজায় জামে মসজিদ নির্মাণ	২২.৯০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৫.		লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালী বিদ্যালয় সংলগ্ন মসজিদ নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৬.		মহাপুরম চিন্তারাম বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৪০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৭.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ২নং রাইখালী ইউনিয়নের তিনছড়ি নোয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহারের পালিটোল ভবন নির্মাণ	২২.৯০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৮.		রাজস্থলী উপজেলাধীন ডাক বাংলো বৌদ্ধ বিহারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২য় তলা)	২৮.৬২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৯.		কাউখালী অডিটরিয়ামের রংকরণ, বৈদ্যুতিকিকরণ, টাইলস স্থাপন, আসবাবপত্র স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৪০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভা কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯০.		বাংগালহালিয়া শ্রী শ্রী ঋষি আশ্রম শ্রী মন্দির কমপ্লেক্স নির্মাণ	২৮.৬২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯১.		রাজস্থলী উপজেলাধীন ডাক বাংলো পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ২য় তলার ছাদ, ওয়াল, দরজা-জানালা, বৈদ্যুতিকিকরণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯২.		বরকল শাকা বন বিহার (লতি বাঁশ) নির্মাণ	২৮.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৩.		রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাবের বিশ্রাম কক্ষ ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৪.		রাংগামাটি সদর উপজেলাধীন কাইন্দ্যামূখ এলাকায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহকরণ	১৭.১৫	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	পানীয় জল সংরক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯৫.	সমাজকল্যাণ	বরকল উপজেলাধীন কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারের দ্বিতল ভবন সম্প্রসারণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৬.		বিলাইছড়ি উপজেলাধীন পাংখোয়া পাড়া চাইল্ড স্পন্সরশীপ প্রোগ্রাম শিশুদের ভোজনাগার ঘর নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৭.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সারোয়াতলী ইউনিয়নে রত্নোদয় বৌদ্ধ বিহারের দেশনা ঘর নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৮.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ওয়াগগা শীলছড়ি বেলা পাড়া দুর্গা মন্দির নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৯.		বাঘাইছড়ি বাঘাইহাট রাস্তার সয় মাইল এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকরণ	২২.৯০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	পানীয় জল সংরক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০০.		সদর উপজেলাধীন শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী মাতৃমন্দির রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধস হতে রক্ষা পেয়েছে
১০১.		সদর উপজেলাধীন নতুন জালিয়া পাড়া মন্দির নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০২.		ভেদভেদীস্থ শ্রী শ্রী কালী মাতৃ মন্দিরের ভবন নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৩.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন রত্নাংকুর বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২৮.৬২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৪.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন কুতুকছড়ি জনবল বৌদ্ধ বিহারের দেশনা ঘরসহ সিঁড়ি নির্মাণ	২২.৮০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৫.		ভেদভেদীস্থ আনসার ক্যাম্প অফিসের বিপরীতে তৈয়বীয়া জামে মসজিদ নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৬.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন কুতুকছড়ি শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের ২য় তলায় ভবন নির্মাণ	১০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৭.		কাপ্তাই উপজেলাধীন বায়তুন নুর জামে মসজিদের টয়লেট নির্মাণ	৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	টয়লেট ব্যবহারে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৮.		সিএইচটি নিউজ ২৪ ডট কম এর অফিস ভবনের গাঁথুনিসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৯.২০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সাংবাদিকতার কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৯.		কাপ্তাই উপজেলাধীন লেমুছড়ি বৌদ্ধ বিহারের ফ্লোর, প্লাস্টারসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১০.	সমাজকল্যাণ	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন তক্তানালা জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহারের দরজা-জানালা, টিন, সিলিং, গেইটসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১৮.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১১.		সদর উপজেলাধীন তবলছড়িস্থ ওমদামিয়া হিলের চব্বিশ ফ্লাটের বায়তুল সালাম মসজিদ উন্নয়ন	২৮.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১২.		সদর উপজেলাধীন ধন পাতার মোরঘোনা এলাকায় বিহারের ভিক্ষুদের জন্য ভবন নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৩.		সদর উপজেলাধীন বালুখালী ইউনিয়নে দুকতাং জয়পুর বন বিহার নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৪.		সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারস্থ পোড়া পাহাড় গাউছিয়া তৈয়বীয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও এবাদত খানার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৭.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৫.		কাপ্তাই উপজেলাধীন বড়খোলা পাড়া বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন	৭.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৬.		রাঙ্গামাটি পৌর জানাজার মাঠ সংস্কার	৮.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৭.		রাঙ্গামাটি রিপোটার্স ইউনিটের জন্য আসবাবপত্র ও ল্যাপটপ সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৮.		সদর উপজেলাধীন হিল ফটোগ্রাফি এ্যাসোসিয়েশনের ক্যামেরা, ল্যান্স ও ল্যাপটপ এবং সিএইচটি ভয়েস ডট কম এর অফিসের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহকরণ	৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৯.		রাঙ্গামাটি জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের জন্য আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সরবরাহকরণ	৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সাংবাদিকতার কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২০.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন জীবতলী জেতবন মঙ্গল বৌদ্ধ বিহারের টাইলস স্থাপন	৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২১.		সদর উপজেলাধীন মিলনপুর বিহারের ফোর টাইলস ও স্যানিটারীসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৯.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২২.		লংগদু উপজেলাধীন খাগড়াছড়ি কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
		উপমোট =	৮৮১.৮৭			

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২৩.	ভৌত অবকাঠামো	ভেদভেদীস্থ পাচউ বোর্ড সংলগ্ন এলাকায় রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২২.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে
১২৪.		ভেদভেদীস্থ আইসিডিপি অফিস ভবন সংস্কার	১০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে
১২৫.		পাচউ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে বোর্ড মিটিং রুম ও ঝর্ণা নির্মাণ	৫৭.৩৮	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মিটিংয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে
১২৬.		রাঙ্গামাটি শহরে পলওয়েল পার্ক সংলগ্ন লেইকে মৎস্য শিকারের জন্য ভাসমান মঞ্চ নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১২৭.		বাঘাইছড়ি দোসর বাজার স্কুলের মাঠ উন্নয়ন	১০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	স্কুলের মাঠ উন্নয়ন হয়েছে
১২৮.		বোর্ডের প্রধান কার্যলিয়ের সামনে ঝর্ণা স্থাপন	২২.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	বোর্ডের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে
১২৯.		সদর উপজেলাধীন বনরূপা কবরস্থানের উন্নয়ন ও রক্ষার জন্য রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
১৩০.		সদর উপজেলাধীন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের কার্যালয় ও জাদুঘর নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩১.		চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মোটর মালিক সমিতির পুরাতন বাস স্টেশন এলাকায় ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
১৩২.		বড়ইছড়ি কর্ণফুলী নুরুল হুদা কাদেরী উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১০.৬৫	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩৩.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন কলেজ গেইট এলাকার জামে মসজিদ সংলগ্ন দোকানের পিছনের অংশের ভাঙ্গণ রোধকল্পে ধারক দেয়াল নির্মাণ	১৭.২৫	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
১৩৪.		সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ কালী মন্দির এলাকার ভাঙ্গণ রোধকল্পে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
১৩৫.		বোর্ডে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ম্যুরালের সৌন্দর্য রক্ষার্থে ওয়াল, টাইলস স্থাপন ও অফিস ভবনের ভাঙ্গা গ্লাস পুনঃসংযোজনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	বোর্ডের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩৬.	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন খিপ্যা পাড়ায় শাহী নুর মসজিদের পার্শ্বে কবরস্থানের সুরক্ষার জন্য দেয়াল নির্মাণ	৮.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩৭.		সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ কালিন্দীপুরস্থ আবাসিক এলাকায় বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	পানি নিষ্কাশনের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩৮.		বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি রুমে এসি, মাইনী মিলনায়তনে সাইন্ড সিস্টেম ও প্রকৌশল শাখায় ফাইল রাখার রেক স্থাপনসহ কম্পিউটার ও আলমারী সরবরাহকরণ	১৭.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে
১৩৯.		সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি পলওয়েল পার্ক সম্প্রসারণের জন্য ধারক দেয়াল ও মাটি ভরাটকরণ	২৬.৪৫	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
১৪০.		রাঙ্গামাটি পার্কের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ	৪৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪১.		সদর উপজেলাধীন দেবাশীষ নগরস্থ ইন্দ্রদত্ত তালুকদারের বাসা সংলগ্ন সিঁড়ি হতে চিরঞ্জীব তালুকদারের বাসার পার্শ্বে টিউবওয়েলে যাতায়াত রাস্তায় পাকা সিঁড়ি ও ধারক দেওয়াল নির্মাণ	১১.৫০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
১৪২.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন বুড়িঘাট মহাশ্মশান খোলায় মাটি ভাঙ্গণ রোধে ধারক দেয়াল নির্মাণ	১০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ঐ
১৪৩.		সদর উপজেলাধীন কাইন্দ্যারমূখ পর্যটন এর জন্য রান্নাঘর, টয়লেট, রিশিপশন ও ডাইনিং রুম নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪৪.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ৫নং ওয়াগগা ইউনিয়নের অন্তর্গত ঘাগড়া-বড়ইছড়ি প্রধান সড়ক সংলগ্ন বটতলীস্থ মগছড়ার পাশে কমিউনিটিভিত্তিক বন ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যালয় ও সেবা কেন্দ্রের জায়গার ভাঙ্গণ রক্ষার্থে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২২.৯০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
১৪৫.		রাংগামাটি সদর উপজেলাধীন রাংগামাটি সদরের ৬নং ওয়ার্ডের ভেদভেদী মোনতলা পাড়ার ভাঙ্গণ রোধে ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ঐ
১৪৬.		সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি মধ্যপাড়া বৌদ্ধ বিহারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০.২০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪৭.	ভৌত অবকাঠামো	কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নে মিতিংগাছড়ি রাস্তার পার্শ্বে ধারক দেয়াল নির্মাণ	৩০.৩৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
১৪৮.		কাউখালী উপজেরাধীন সানু বৌদ্ধ বিহারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০.২০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪৯.		কালিন্দীপুরস্থ উন্নয়ন বোর্ড রেস্ট হাউজের রাস্তা সংস্কার এবং গাড়ি পার্কিং এর শেড মেরামতকরণ	৩০.৬৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৫০.		বাংগালহালিয়া আগাপাড়া অনাথ আশ্রমের কাটাতারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১২.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৫১.		কাপ্তই উপজেলাধীন পূর্ব কোদালা সড়ক হতে বৌদ্ধ বিহারে উঠার সিঁড়ি নির্মাণ	৭.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৫২.		সদর উপজেলাধীন শংকর মঠ ও মিশনের প্রতিরোধক কাজসহ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২৮.৫৪	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৫৩.		ভেদভেদীস্থ আবাসিক এলাকায় ভাঙ্গণ রোধকল্পে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধস হতে রক্ষা পেয়েছে
১৫৪.		কাঠালতলীস্থ বনগিরি, বনছায়া, বনবিথী ও বনকুঞ্জ আবাসিক ভবনের সংস্কার	৩০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৫৫.		সদর উপজেলাধীন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত গর্জনতলী এলাকায় অখন্ডমন্ডলী মন্দির রক্ষার্থে প্রতিরোধক কাজ	১৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
১৫৬.		সদর উপজেলাধীন কল্যাণপুরে রতন মানিক চাকমার বাড়ীর পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ঐ
১৫৭.		পাচউ বোর্ড সংলগ্ন আব্দুর শুক্কুর স্টেডিয়ামে মাটির ক্ষয়রোধে ধারক দেয়াল নির্মাণ	৩৫.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ঐ
১৫৮.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ঐ
১৫৯.		সদর উপজেলাধীন মাঝিরবস্তি ডিএবি কলোনী এলাকাস্থ রাস্তার শেষ মাথা হতে নদী ঘাটে আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ	১২.০০	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
		উপমোট =	৭৬৬.৩৯			
		মোট =	৩৬৮৭.৬৪			

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের (কোড নং ৭০৩০) এর আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কয়েকটি স্কীমের বিবরণ

কাজের নামঃ বরকল উপজেলাধীন ভূষণ ছড়া ইউনিয়নে পারবোয়া ছড়ার উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ

- **কাজের গুরুত্বঃ** যাতায়াতের সুবিধার্থে কাজটি গুরুত্ব অপরিসীম।
- **ফলাফলঃ** যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যাঃ** ৬০ পরিবার।
- **উপকারভোগীদের মতামতঃ** এলাকাবাসী জানান যে, ব্রীজটি হওয়ার কারণে এলাকার লোকজন, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রত্যেকে ঠিকমত যাতায়াত করতে পারছে এবং উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বরকল উপজেলাধীন ভূষণছড়া ইউনিয়নে নির্মিত পারবোয়া ছড়ার ফুট ব্রীজ

কাজের নামঃ বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের ওরাছড়ি পশ্চিম পাড়া বৌদ্ধ বিহার হইতে পাড়ার শেষ মাথা প্রদীপ বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের ওরাছড়ি পশ্চিম পাড়া বৌদ্ধ বিহার হইতে পাড়ার শেষ মাথা প্রদীপ বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করছেন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া

- **কাজের গুরুত্বঃ** প্রান্তিক এলাকায় যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
- **ফলাফলঃ** যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যাঃ** ৭০ পরিবার।
- **উপকারভোগীদের মতামতঃ** এলাকাবাসীরা জানান যে, রাস্তাটি নির্মাণ করা কারণে এলাকায় যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে বর্ষার মৌসুমে যাতায়াত করা খুবই কষ্টের। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসা-যাওয়া এবং এলাকাবাসীরা বাজারে মালামাল বহন করে বোট ঘাটে পরিবহনে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাজের নামঃ বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল ভবন নির্মাণ

- **কাজের গুরুত্বঃ** মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অনেকেই অর্থের অভাবে জেলা সদরের গিয়ে পড়াশুনা করা সুযোগ পায় না। হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা পরিবেশ গড়ে তোলা জন্য এ হোস্টেল নির্মাণে গুরুত্ব অপরিসীম।
- **ফলাফলঃ** দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যাঃ** ৭০ শিক্ষার্থী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল ভবন

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কোড নং- ৫০১০ এর আওতায় খাতভিত্তিক প্রকল্পের বিবরণ

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	২২	৬	২৮	১	-	১	২৬৫৭.৫০	২৮০৫.০০	২৭৪২.১৭	৯৭.৭৬%	৯৭.৭৬%
২.	শিক্ষা	০৬	৩	৯	১	-	১	৬৪৯.৫০	৫৩৯.৫০	৫৩১.৪৩	৯৮.৫০%	৯৮.৫০%
৩.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	০৭	২	৯	২	-	২	৫৮৮.০০	৫৬৫.৫০	৫৬৫.৫০	১০০%	১০০%
৪.	পানীয় জল	০১	-	১	-	-	-	৬০.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	১০০%	১০০%

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা (কোড নং-৫০১০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	যাতায়াত	লংগদু উপজেলাধীন বৈরাগী বাজার চৌমুহনী-ঠেকাপাড়া-গুলশাখালী চৌমুহনী পর্যন্ত ৮.০০ কি.মি এইচ বি বি রাস্তা নির্মাণ	৩০০.০০	জুলাই, ২০১০	জুন,২০১৮	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহজতর হয়েছে
২.	শিক্ষা	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন শিজকমুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	১০০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন,২০১৮	একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে ক্লাস রুমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ দান সহজতর হয়েছে
৩.	সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আসামবস্তী এলাকাস্থ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শ্মশান উন্নয়ন	৬০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন,২০১৮	হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শবদাহ সম্পন্ন প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে
৪.	সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটিতে বোর্ডের রেষ্ট হাউজ নির্মাণ	৬৮৭.০০	জুলাই, ২০১৪	জুন,২০১৮	থাকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের (কোড নং ৫০১০) এর আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কয়েকটি প্রকল্পের বিবরণ

কাজের নামঃ বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন শিজকমুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ

- **কাজের গুরুত্বঃ** শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে একাডেমিক ভবন নির্মাণের কোনো বিকল্প নেই।
- **ফলাফলঃ** শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ** ৫০০ জন।
- **প্রধান শিক্ষকের মতামতঃ** উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান যে, নতুন একাডেমিক ভবন নির্মিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা পর্যপ্ত পরিমাণে শ্রেণীকক্ষ পেয়েছে ফলে শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন শিজকমুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন

কাজের নামঃ কাপ্তাই উপজেলাধীন পাহাড়ীকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত কাপ্তাই উপজেলাধীন পাহাড়ীকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন পরিদর্শন করছেন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া

- **কাজের গুরুত্বঃ** শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারণে লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণে কোনো বিকল্প নেই।
- **ফলাফলঃ** একাডেমিক ভবনটি নির্মাণে ফলে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ** ২৫০ জন।
- **উপকারভোগীদের মতামতঃ** বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন একাডেমিক ভবন পেয়ে অত্যন্ত খুশী। এর ফলে একসাথে বসে ক্লাস করা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং শ্রেণী কক্ষের অভাব দূর হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	০৪	০৩	০৭	০৪	০১	০৫	৭৪.৪৬	৩২.১৩	৩২.১৩	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	৪৭	১৭	৬৪	৪২	০৩	৪৫	৯৬৭.৫৬	১১৪৮.৪৮	১১৪৮.৪৮	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	২২	০৯	৩১	২১	০১	২২	৪৪৫.৯৮	৪৯৪.৬০	৪৯৪.৬০	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৭	০৪	১১	০৩	০৩	০৬	১৪৭.৫৪	১৫১.৩২	১৫১.৩২	১০০%	১০০%
৫.	সমাজকল্যাণ	৪০	৫০	৯০	৩৫	০৯	৪৪	১১৬৪.৭৮	১২১৯.৬৪	১২১৯.৬৪	১০০%	১০০%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	২৮	৩০	৫৮	২৭	১০	৩৭	৯৭৪.৬৮	৭১৮.৮৩	৭১৮.৮৩	১০০%	১০০%

২০১৭-১৮ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কীমের তালিকা (কোড নং-৭০৩০)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী চিনি পাড়াস্থ উত্তর খেতাব এলাকায় কৃষি ও মৎস্য চাষের জন্য মাটির বাঁধ ও পাকা ড্রেন নির্মাণ	১৭.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	বাঁধ নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবে
২.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান মাশরুম ফাউন্ডেশনে বীজ ও স্পন উৎপাদনের কারখানা এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহকরণ	১৪.৩০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সামাজিক কার্যকলাপের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩.		রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের তংক্রুপাড়ায় পানীয় জল, মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ ও পাকা ড্রেন নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	বাঁধ নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবে
৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার ম্রোলং পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার ৫নং টংকাবতী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের নতুন মির্জা পাড়ার পূর্ণা অ বন ঝিড়ি হতে জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নে য়াগই পাড়া বাঁধ নির্মাণ	৭.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	বাঁধ নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবে
৭.		লামা উপজেলার ৫নং সরই ইউনিয়নের ব্যাঙ পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
৮.		লামা উপজেলার ১নং গজালিয়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের ধাওয়া ঝিড়ি হতে চিম্নবর পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
৯.		লামা উপজেলার ১নং গজালিয়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের চিতা ঝিড়ি হতে তুলাতুলী পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
১০.		লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের রোয়াজা পাড়ায় জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	২০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
১১.		রুমা উপজেলার গ্যালেঙ্গা হেডম্যান পাড়ায় জি.এফ.এস এর পানির পাইপ লাইন নবায়ন ও সংস্কার	৪.৫০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
১২.		থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের ছোটমধু হৈকো খুমী পাড়া, সুভাষ ত্রিপুরা পাড়া, সাখুউ মার্মা পাড়া, খ্যাইসাপ্রু ত্রিপুরা পাড়া, খ্যাইসাপ্রু আশ্রমের জন্য জি.এফ.এস. এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
১৩.		থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের লাইথাং খুমী পাড়া, অংহ্য খুমী পাড়া, আদা ম্রো পাড়া, গ্রোফিন মারমা পাড়াতে জি.এফ.এস. এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
১৪.		থানচি উপজেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মিশ্র ফলের বাগানে পঁচিশ পরিবারের জন্য জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫.	যাতায়াত	রুমা উপজেলার রুমা-বগালেক রাস্তা হতে বরশিপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৬.৭৫	২০১৫-২০১৬	২০১৭-২০১৮	যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার বাকীছড়া-কিবুকছড়া রাস্তা হতে ক্যংবা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ	৭৩.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার উজানী পাড়া স'মিল রোডে নদীর ঘাটের রাস্তা ও সিঁড়ি নির্মাণ (বৌদ্ধ স্নান)	৩৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান বাজারের বিভিন্ন গলিতে রিজিড পেভমেন্টকরণ	১০০.২৮	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যচিংঘাটা নতুন পাড়া হতে বীর বাহাদুর স্কুল ও কলেজ পর্যন্ত প্রতিরোধক রাস্তা ও কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ	৫০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
২০.		রুমা উপজেলার রুমা শেক্ষু পাড়া রাস্তা হতে রুমা উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়ের সংযোগ সড়ক নির্মাণ	২৮.৭০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
২১.		রুমা বটতলী পাড়া হতে ময়ুর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নবায়ন, সংস্কার ও এইচবিবিকরণ	৩০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
২২.		রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের বেতছড়া হেডম্যান পাড়ায় স্কুল সংলগ্ন ছড়ায় ফুট ব্রীজ নির্মাণ	২২.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
২৩.		লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের সত্তার আইসির ঘর হতে চোবাহানের বাড়ি হয়ে জুনিয়র হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
২৪.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বৈদ্য পাড়া হতে বটতলী ঠান্ডা ঝিড়ি পর্যন্ত কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ	৫৭.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
২৫.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার আলীক্ষ্যং রোডে মাল্টা বাগানের পার্শ্বে ছড়ার উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৪০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
২৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার ৫নং টংকাবতী ইউনিয়নের হাতির ডেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মৌলভী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
২৭.		রোয়াংছড়ি উপজেলার হানসামা পাড়া আভ্যন্তরীণ রাস্তা ও সিঁড়ির পার্শ্বে ধারক দেয়াল নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
২৮.		লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নের মিশন হাসপাতালের ব্রীজ হতে তেলুনিয়া পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত কালভার্ট, রাস্তা সংস্কার ও এইচবিবিকরণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৯.	যাতায়াত	লামা উপজেলার তপোবন বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ	২০.১০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩০.		লামা উপজেলার গজালিয়া-বাইশফাড়ি পাড়ায় আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
৩১.		লামা উপজেলার গজালিয়া হাইস্কুল হতে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তায় এইচবিবিকরণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
৩২.		লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নের চিউনী পাড়া হতে বাছুরী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারকরণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
৩৩.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের চাকপাড়া চিকনঘোনা নাইক্ষ্যংছড়ি ছড়ার উপর আর.সি.সি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৪০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
৩৪.		রুমা উপজেলার রুমা উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়ের সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৪০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
৩৫.	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার পদমু আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ (৩য় তলা)	৫০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৩৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের কনফারেন্স রুমের আসবাবপত্রসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	২০.১৫	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৩৭.		বান্দরবান পুলিশ লাইন স্কুলের শ্রেণি কক্ষ (৩য় তলা) নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ	৪০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৩৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার উজানী পাড়া বিদ্যালয় ছাত্রাবাসে আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	১০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৩৯.		রুমা উপজেলায় মারমা মাতৃভাষা শিক্ষা সংস্থা ভবন নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৪০.		থানচি উপজেলার রেমাক্রী হাইস্কুল নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৪১.		থানচি উপজেলার রেমাক্রী হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২৫.৩৭	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৪২.		থানচি উপজেলার বড় মদক য়ংনং ম্রো পাড়াতে ম্রো ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৪৩.		লামা উপজেলার ফাইতং উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ (২য় তলা) ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ	৫০.৬০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৪.	শিক্ষা	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার হাজী এম.এ কামাল ডিগ্রী কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণ	৪০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৪৫.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি হাইস্কুলের আসবাবপত্রসহ একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৪৬.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বরইতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	৮.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৪৭.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ	৩৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৪৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রীনিবাসে আসবাবপত্রসহ বৈদ্যুতিকরণ	৬.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
৪৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার বীর বাহাদুর স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রাবাসে আসবাবপত্র সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক কাজ	৬.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
৫০.		বান্দরবান সদরে বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজে বই সরবরাহ	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৫১.		বান্দরবান সদরে বান্দরবান কলেজে বই সরবরাহ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
৫২.		বান্দরবান সদরে বান্দরবান কলেজে সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
৫৩.		বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বই সরবরাহ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
৫৪.	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার গুংগুরু আগা পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২৬.২০	২০১৫-২০১৬	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৫.		থানচি উপজেলার বলিপাড়া চেয়ারম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২৬.১৩	২০১৫-২০১৬	২০১৭-২০১৮	ঐ
৫৬.		রুমা উপজেলা সদরে রেমাক্রী প্রাংসা নারী কল্যাণ সংস্থার বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ	১৫.৩৫	২০১৫-২০১৬	২০১৭-২০১৮	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে নারীরা সাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে
৫৭.		বান্দরবান সদরে কোর্ট মসজিদ নির্মাণ	৩২.৮০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান কালেক্টরেট কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ক্লাব ভবন নির্মাণ (৩য় তলা)	২৩.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যাংবা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের চেরাংঘর নির্মাণ	২১.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬০.		বান্দরবান সদর উপজেলার ইসলামপুর স্লুইচ গেইট এলাকায় জামে মসজিদ নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬১.	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার বনরুপা পাড়া মসজিদ নির্মাণ	৩২.৭৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৬২.		বান্দরবান সদরে দুংখীঅং পাড়ায় চেরাংঘর নির্মাণ	২১.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৬৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার চড়ুইপাড়া কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২৩.১২	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	সামাজিক কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার যৌথ খামার এলাকায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৬৯.৬০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার লালমোহন বাগান এলাকা যুব সমবায় সমিতি লিঃ এর অফিস ঘর নির্মাণ	১০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাজে নিয়োজিত হচ্ছে
৬৬.		বান্দরবান শহরে সৌর প্যানেলসহ স্ট্রীট লাইট স্থাপন	৫৭.১৫	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে
৬৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা সাতকমল পাড়া বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের ২য় তলা ২টি কক্ষ নির্মাণ ও নীচ তলায় ফ্লোর পাকাকরণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৩৪.৩২	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬৮.		রুমা উপজেলার দি ইয়ং বম এসোসিয়েশনের বাথরুমহসহ দ্বিতল ভবন নির্মাণ	২১.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে
৬৯.		রুমা উপজেলার রুমা পাইলট পাড়ায় জামে মসজিদ নির্মাণ	৩২.৩৫	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭০.		রুমা উপজেলার লাইরুনপি পাড়া ইসিসি গীর্জা ঘর অসমাপ্তকাজ সমাপ্তকরণ	১৪.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৭১.		রোয়াংছড়ি উপজেলার সোয়ানলু পাড়া মহিলা সমিতি'র ভবন নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে নারীদের স্বাবলম্বী হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭২.		রোয়াংছড়ি উপজেলার শস্য ও ফল উৎপাদনকারী মহিলা সমবায় সমিতির ভবন নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৭৩.		রোয়াংছড়ি উপজেলার কাইন্তারমুখ বৌদ্ধ বিহারের নীচতলা নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭৪.		রোয়াংছড়ি উপজেলার পানখ্যাং পাড়া ইসিসি গীর্জা ঘর নির্মাণ	২২.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৭৫.		রোয়াংছড়ি উপজেলার কেন্দ্রীয় হরি মন্দিরের অসমাপ্তকাজ সমাপ্তকরণ	১০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৭৬.		রোয়াংছড়ি উপজেলার টাউন হল নির্মাণ	৪৫.৬৪	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে
৭৭.		লামা উপজেলার মিশন ঘাট জামে মসজিদ নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৮.	সমাজ কল্যাণ	লামা উপজেলার ম্যারাখোলা হরি মন্দির সম্প্রসারণ	২০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৭৯.		ফাইতং রাঙ্গাঝিড়ি জামে মসজিদ ফ্লোর টাইলসকরণসহ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৮.৫০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
৮০.		আলীকদম উপজেলা সদরে রেস্ট হাউজ নির্মাণ	৪৩.৫০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে
৮১.		আলীকদম উপজেলার কলারঝিড়ি রত্নগিরি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮২.		আলীকদম উপজেলার বাবু পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সীমাঘরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৯.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮৩.		আলীকদম উপজেলার আলীকদম বাজার সমিতির অফিস ভবন নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাজে নিয়োজিত হচ্ছে
৮৪.		আলীকদম উপজেলার দক্ষিণ নয়াপাড়া জাবালেনুর জামে মসজিদ নবায়ন ও সংস্কার	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮৫.		বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফ্যান সরবরাহকরণ	৬.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৮৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার নোয়াপাড়া বিহারের ফ্লোর টাইলসকরণ	৩.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যাচিংঘাটা নতুন পাড়া জামে মসজিদ এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও টয়লেট নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার লালমোহন বাগান এলাকায় জামে মসজিদে এসি সরবরাহ	৭.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান প্রেস ক্লাবে জেনারেটর স্থাপন ও নিউ গুলশান গীতা পাঠশালায় ল্যাপটপসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ	১৩.৮০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি হয়েছে
৯০.		বান্দরবান সদর উপজেলার কিবুক পাড়ায় বৌদ্ধ বিহার ও নোয়াপাড়া গীতা আশ্রম ভবনের টাইলস স্থাপন	৯.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯১.		বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ডিজিটালাইজ কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৯২.		বান্দরবান সদর উপজেলার নিচের ফারুক পাড়া কমিউনিটি সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও টয়লেট নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাজে নিয়োজিত হচ্ছে
৯৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার বালাঘাটায় শৈল প্রভাত মহিলা সমিতির অফিস ঘর নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৬.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে নারীদের সাবলম্বী হওয়াসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯৪.	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলায় পাওয়ার টিলার সরবরাহকরণ (০৫টি)	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	কৃষি খাতের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
৯৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার ১নং রাজবিলা ইউনিয়নের উদালবনিয়া অনাথ আশ্রমে শৌচাগার নির্মাণ	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৯৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড মসজিদের ওজুখানা নবায়ন ও সংস্কার	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা বাজার কমিউনিটি সেন্টারের টয়লেটসহ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাজে নিয়োজিত হচ্ছে
৯৮.		বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন সরবরাহকরণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে
৯৯.		বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ধানমাড়াই কল সরবরাহকরণ	৩০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	কৃষি খাতের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
১০০.		বান্দরবান সদর উপজেলার উজানী পাড়া মহা বৌদ্ধ বিহারে ধর্মসভা মঞ্চের টাইলস সহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১৭.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১০১.		রোয়াংছড়ি উপজেলার কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারের দেশনা ঘরে টাইলসকরণ	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১০২.		রোয়াংছড়ি উপজেলার হানসামা পাড়া চেরাংঘরের টাইলস ও সিলিংকরণ	৩.৫০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১০৩.		আলীকদম উপজেলার আলীকদম বাজারে ডাস্টবিন স্থাপন	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১০৪.		লামা উপজেলার রূপসী পাড়া দরদরী অভ্রুসেন পাড়া ধমরত্ন বৌদ্ধ বিহারের পোর্স নির্মাণ	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১০৫.		লামা উপজেলার লামা কেন্দ্রীয় হরি মন্দির এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১০৬.		লামা উপজেলার লামা বাজার সমিতির অফিস ভবন নির্মাণ (৩য় তলা)	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাজে নিয়োজিত হচ্ছে
১০৭.	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান ক্যান্ট: পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের কনফারেন্স রুম নির্মাণ (২য় তলা)	৫৭.০০	২০১৫-২০১৬	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১০৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার উদালবনিয়া রাবার ড্যাম এলাকায় ড্রেন নির্মাণ, বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপনসহ মেটর এবং আনুষঙ্গিক কাজ	৭০.৬৮	২০১৫-২০১৬	২০১৭-২০১৮	কৃষি সেচের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে
১০৯.		বান্দরবান টাউন স্টেজ লাইটিং সিস্টেম, গার্ডেন লাইটিং, স্টেজ ও ব্যাকগ্রাউন্ড পর্দা, ভি.আই.পি রুমে আসবাবপত্র ও আনুষাঙ্গিক কাজ	৫৭.০০	২০১৫-২০১৬	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১০.	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার ওয়াইজংশন এলাকায় দোকান ও টয়লেট নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১১১.		বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যামলং পাড়া যুব সমবায় সমিতি লিমিটেড এর চতুর্পার্শ্বে সীমানা প্রাচীর ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	১৪.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১১২.		বান্দরবান সদর উপজেলার কালাঘাটা ফেলিঘোনা ভাঙ্গন রোধে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১১৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার ওয়াগ্রাইন পাড়া বৌদ্ধ বিহারের বারান্দা ও ছাদে পেটেন্ট স্টোন নির্মাণ	১৮.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১১৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার ওয়াগ্রাইন পাড়া লোকসুখ জাদী এবং বৌদ্ধ রক্ষার্থে ধারক দেয়ালসহ সিঁড়ি নির্মাণ	২৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১১৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার টাউন হলের সীমানা প্রাচীর উর্ধ্বমুখীকরণ ও ফাউনটেন্ট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	২০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১১৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় শশ্মানের বার্নিং হাউজের পার্শ্বে ছাউনীযুক্ত গ্যালারী নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১১৭.		বান্দরবান সদরে রাজার মাঠ এলাকায় পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ	১২.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১১৮.		বান্দরবান সদরে লালমোহন বাগান এলাকায় মসজিদের ইমামের ঘর ও যাত্রী ছাউনি এলাকায় এইচবিবিকরণসহআনুষঙ্গিক কাজ	১৬.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১১৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা থলী পাড়ায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৩৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাজে নিয়োজিত হচ্ছে
১২০.		বান্দরবান সদর উপজেলার কালাঘাটা জামে মসজিদের ওজুখানা, বাউন্ডারী ওয়াল ও সিঁড়ি নির্মাণ	৩৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১২১.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হিলটপ রেস্ট হাউজের ভিআইপি বাথরুম নবায়ন ও সংস্কার, দ্বিতলার ফ্লোরে টাইলস, এসি স্থাপন, ঘড় ভবনের ছাদে রেলিং, টাইলসসহ আনুষঙ্গিক কাজ	৩৪.৫০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১২২.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান বাজারের কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দিরেহল রুমে এসি স্থাপন	১৬.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১২৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার মরাঝিড়ি এলাকায় ধারক দেয়াল ও ড্রেইন নির্মাণ পরিবর্তিত নামঃ বান্দরবান সদর উপজেলার মরাঝিড়ি এলাকায় ধারক দেয়াল, ড্রেইন নির্মাণ এবং ফেলিঘোনা এলাকায় মাটিভরাট ও এইচবিবিকরণ	৩৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২৪.	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান হিলটপ রেস্ট হাউজ এলাকায় কটেজ নির্মাণ	৫৭.৫০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১২৫.		রেইছা বাজার এলাকায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	১৩.৫০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১২৬.		রুমা উপজেলার রুমা বম হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহকরণ ও পানির লাইন নির্মাণ	৩০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১২৭.		রুমা উপজেলার মিনঝিড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহারের রুফ ট্রাস, টাইলস, বৈদ্যুতায়ন, নিচ তলার ফ্লোর, ওয়াল ও আনুষাঙ্গিক কাজ	৩০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১২৯.		রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের নিয়াংখ্যা পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পারছে
১৩০.		রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের থোয়াইবতং পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৩১.		থানচি উপজেলা পরিষদ ভবন মেরামত (২য় পর্যায়)	১২.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৩২.		থানচি উপজেলার তিন্দু বাজার, তিন্দু গ্রুপিং পাড়া, তিন্দু সরকারি বিদ্যালয় ও তিন্দু বাজার ছাত্রাবাসসহ তিন্দু বৌদ্ধ বিহারের জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	২০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পারছে
১৩৩.		থানচি উপজেলার রেস্ট হাউজের আসবাবপত্রসহ বিদ্যুতায়ন, স্যানিটারি, পানির লাইনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১৮.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৩৪.		থানচি উপজেলার ছোট মদক রংসোহা চেয়ারম্যান পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৭.২০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৩৫.		থানচি উপজেলার দলিয়ান এলাকায় লহ্ ঝিড়ি হতে ০৮টি পাড়াতে জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	২০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৩৬.		থানচি উপজেলার বড় মদক তং পাড়া ও উসামং পাড়াতে জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৩.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৩৭.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ব্যাঙ্গছড়ি পাড়ার ঘাটে পাকা সিঁড়ি নির্মাণ	১১.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৩৮.		রোয়াংছড়ি উপজেলার নোয়াপতং থলিপাড়া বৌদ্ধ বিহারের ছাদ, সিলিং ও আনুষাঙ্গিক কাজ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩৯.	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের বেতছড়া হেডম্যান পাড়ার পানি সরবরাহের পাইপ সংস্কার	১১.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পারছে
১৪০.		রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরে ঘেরাউ ভিতর পাড়ায় পানি সরবরাহকরণ	১২.৫০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৪১.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ০৪ নং ওয়ার্ডের ব্যাঙছড়ি পাড়াতে জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১১.৭৫	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৪২.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ০৩ নং ওয়ার্ডের বড়সই ফ্রু ঝিড়ি হতে অংজাই পাড়া পর্যন্ত জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৪৩.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ০৪ নং নয়াপতং ইউনিয়নের বাওয়া ঝিড়ি হতে বাওয়া পাড়া পর্যন্ত জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	৬.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৪৪.		লামা উপজেলার লামা বাজারে ৩ ইউনিটের টয়লেট নির্মাণ	২২.৯০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৪৫.		লামা উপজেলার বুলু মুরুং পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৪৬.		লামা উপজেলার কাইরাং মুরুং পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৪.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৪৭.		লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নে সাপমারা ঝিড়ি এলাকায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৪৮.		লামা উপজেলার লামা প্রেস ক্লাব ভবন নির্মাণ	২০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি হয়েছে
১৪৯.		আলীকদম উপজেলার আলীকদম বাজারে টয়লেট নির্মাণসহ, ড্রেন ও রাস্তা সংস্কার	৩০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৫০.		আলীকদম উপজেলার চিনারী বাজারে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ	৮.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৫১.		আলীকদম উপজেলার ৩নং নয়াপাড়া ইউনিয়নের বাবু পাড়া জামে মসজিদের টয়লেট ও বারান্দা নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৫২.		আলীকদম উপজেলার দক্ষিণ শিবাতলী আমতলী জামে মসজিদ সংস্কার, পুকুরের সিঁড়ি ও অযুখানা নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৫৩.		আলীকদম উপজেলার চৈাং ইউনিয়নের তারাবনিয়া মসজিদের বারান্দা নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৫৪.		আলীকদম উপজেলার বাবু পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ফ্লোর পাকাকরণ, টাইলস স্থাপন ও টয়লেট নির্মাণ	১০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫৫.	ভৌত অবকাঠামো	আলীকদম উপজেলার নয়াপাড়া এলাকার ধর পাড়ায় পানীয় জলের সুবিধার্থে পুকুর খনন ও সিঁড়ি নির্মাণ	৬.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	পুকুর খননের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবে
১৫৬.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি হাইস্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৫৭.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০.৯০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৫৮.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের চাইন্দা রক্ষিতা শিশু সদনের চত্বর পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১৫.০০	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৫৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার টাইগার পাড়া বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১১.৮০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৬০.		বান্দরবান হিলটপ রেস্ট হাউজ এলাকায় ধারক দেয়াল ও ভিআইপি-০১ রুমের আধুনিকায়ন	১২.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৬১.		বান্দরবান টাউন হল রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ, ইউনিট অফিসে ক্ষতিগ্রস্ত বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও হাফেজঘোনাস্থ বোর্ডের আবাসিক এলাকায় মাটিসরানোসহ প্রতিরোধক কাজ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৬২.		বান্দরবান সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ শ্মশানের গ্যালারী সম্প্রসারণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৬৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ শ্মশানের ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৬৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার ভরাখালী লাকায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	৯.১৫	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৬৫.		রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি বাজার ঘাটের সিঁড়ি নির্মাণ	১৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৬৬.		আলীকদম উপজেলার আলীকদম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার মাঠ উন্নয়ন (ঢালাইকরণ)	৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৬৭.		আলীকদম উপজেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রেস্ট হাউজের সীমানা প্রাচীর, ভূমি উন্নয়ন ও আনুষাঙ্গিক কাজ	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৬৮.		রুমা উপজেলার রুমা উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসভবন মেরামত	২৫.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা নিরসন হয়েছে
১৬৯.		রুমা উপজেলার রুমা রেস্ট হাউজের ধারক দেয়াল ও আসবাবপত্রসহ আনুষঙ্গিক কাজ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
১৭০.		থানচি উপজেলার বলিপাড়ায় হিন্দু মন্দিরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১০.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
১৭১.		থানচি উপজেলার থানচি রেস্ট হাউজের আসবাবপত্রসহ আনুষাংগিক কাজ	৮.০০	২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮	ঐ
		মোট=	৩৬৩৪.৮৫			

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের (কোড নং ৭০৩০) এর আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কয়েকটি স্কীমের বিবরণ

কাজের নাম: নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার আলীক্ষ্যং রোডে মাস্টা বাগানের পার্শ্বে ছড়ার উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার আলীক্ষ্যং রোডে মাস্টা বাগানের পার্শ্বে ছড়ার উপর বক্স কালভার্ট

- **কাজের গুরুত্ব:** প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনসারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।
- **ফলাফল:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন ঘটেছে, স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে এবং এলাকার স্থানীয় জনসারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৩,০০০ জন (প্রায়)।
- **উপকারভোগীদের মতামত:** এই বক্স কালভার্টটি নির্মাণের ফলে বাইশারী বাজার হতে আলীক্ষ্যং পুলিশ ফাঁড়ির যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং বাইশারী বাজারসহ মোট ০৫টি পাড়ার লোকজন অতি দ্রুত নাইক্ষ্যংছড়ি সদরে আসা-যাওয়া করতে পারছে। উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করতে সুবিধা হচ্ছে।

কাজের নাম: থানচি উপজেলার রেমাক্রী হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ

থানচি উপজেলার রেমাক্রী হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল আজিজসহ এলাকা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন

- **কাজের গুরুত্ব:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দুর্গম এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে।
- **ফলাফল:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হওয়ায় উক্ত এলাকায় শিক্ষর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৬০০ জন (প্রায়)।
- **উপকারভোগীদের মতামত:** বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এলাকার ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়মুখী হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-৫০১০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	৩৭টি	১০টি	৪৭টি	১১টি	-	১১টি	৩২০০.০০	৩৫৬৩.৭৫	৩৫৩৮.৭৫	৯৯%	৯৯%
২.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০২টি	-	০২টি	০১টি	-	০১টি	১০৫.০০	১০৫.০০	১০৫.০০	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	০৬টি	০৪টি	১০টি	০১টি	-	০১টি	৫০৫.০০	৪৬৬.২৫	৪৪১.০৯	৯৫%	৯৮%
৪.	ভৌত অবকাঠামো ও পানীয় জল	০৩টি	০১টি	০৪টি	-	-	-	২৭০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০%	১০০%

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা (কোড নং-৫০১০)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	যোগাযোগ	লিরাগাঁও-রাজভিলা সড়ক নির্মাণ (২০.০০ কি.মি.)	৯৪০.০০	২০০৬	২০১৮	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে
২.		রোয়াংছড়ি-রুমা সড়ক নির্মাণ (২৫.০০ কি.মি.)	১২৯০.০০	২০০৫	২০১৮	ঐ
৩.		বান্দরবান-রোয়াংছড়ি হয়ে তংপ্রু পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৬.০০ কি.মি.)	৭৫৬.০০	২০১১	২০১৮	ঐ
৪.		বান্দরবান সদর উপজেলাধীন বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়ক হতে রামজাদি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (১.৫০ কি.মি.)	১৫০.০০	২০১২	২০১৮	ঐ
৫.		ইয়াংছা বদু ঝিড়ি হতে ইয়াংছা মুখ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৩.০০ কি.মি.)	৩৪০.০০	২০১২	২০১৮	ঐ
৬.		ক্যামলং-বটতলী সড়ক সংস্কার ও সম্প্রসারণ (৩.০০ কি.মি.)	৬৩০.০০	২০১২	২০১৮	ঐ
৭.		বিক্রিছড়া মুখ পাড়া থেকে মিনঝিড়ি পাড়া হয়ে থোয়াইংগ্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৫.০০ কি.মি.)	৫৭৫.০০	২০১৩	২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.	যোগাযোগ	বাকীছড়া-কিবুকছড়া রাস্তা হতে ০৮নং রাবার বাগান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২.৫০ কি.মি.)	১৫০.০০	২০১৩	২০১৮	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে
৯.		থানচি চান্দুপাড়া হতে বোর্ডিংপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (১০.০০কি.মি.)	৯০০.০০	২০১৪	২০১৮	ঐ
১০.		রুমা উপজেলার রুমা সদর হতে রুমা শেপ্রু পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২.০০ কি.মি.)	১৭০.০০	২০১৪	২০১৮	ঐ
১১.		বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের চা বোর্ড হতে য়াংইন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২.০০ কি.মি.)	১৫০.০০	২০১৬	২০১৮	ঐ
১২.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	বান্দরবান স্টেডিয়ামের গ্যালারী নির্মাণ	২৭৫.০০	২০১২	২০১৮	গ্যালারী নির্মাণের ফলে খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দর্শক সরাসরি উপভোগ করতে পারছে এবং খেলোয়াড়রাও খেলাধুলার ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি উৎসাহিত বোধ করছে
১৩.	শিক্ষা	রুমা উপজেলার রুমা উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ এবং হোস্টেল ভবন নির্মাণ	২০০.০০	২০১৫	২০১৮	প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠির শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্র বিদ্যালয়ের হোস্টেল ভবন নির্মিত হওয়ার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের (কোড নং ৫০১০) এর আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কয়েকটি প্রকল্পের বিবরণ

কাজের নাম: বিক্রিছড়া মুখ পাড়া থেকে মিনঝিড়ি পাড়া হয়ে থোয়াইংগ্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৫.০০ কি.মি.)

বান্দরবান সদর উপজেলাধীন বিক্রিছড়া মুখ পাড়া থেকে মিনঝিড়ি পাড়া হয়ে থোয়াইংগ্য পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি

- **কাজের গুরুত্ব:** প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনসারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।
- **ফলাফল:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন ঘটেছে, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে এবং এলাকার স্থানীয় জনসারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে বালাঘাটা-বাঘমারা সড়ক পাহাড় ধ্বসের ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে নির্মিত সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের বিকল্প সড়ক হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৫,০০০ জন (প্রায়)।
- **উপকারভোগীদের মতামত:** বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এলাকার ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়মুখী হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কাজের নাম: রুমা উপজেলার রুমা উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ এবং হোস্টেল ভবন নির্মাণ

- **কাজের গুরুত্ব:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দুর্গম এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে।
- **ফলাফল:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হওয়ায় উক্ত এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৫,০০০ জন (প্রায়)।
- **উপকারভোগীদের মতামত:** বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এলাকার ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়মুখী হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত রুমা উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক-লামা সড়কের টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফুলতলী বাজার হয়ে চিনি পাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির দেখার জন্য পরিদর্শন করেন এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক
জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ। এসময় এলাকা স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন

• **বিবরণ:** বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠির পাশাপাশি ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকায় জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। দেশের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলোর অধিকাংশই এ জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম। ফলে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা ও সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টকর। অপরপক্ষে এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল আধার। এখানে পর্যটন শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়ন এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

• **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন সুবিধা উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

• **মেয়াদকাল :** ৫,০০০ জন (প্রায়)।

• **প্রাক্কলিত ব্যয় :** বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এলাকার ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়মুখী হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

• **২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয় :** ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৫০.০০ লক্ষ টাকা।

• **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন সুবিধা উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

• **বাস্তবায়ন অগ্রগতি :** বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০%।

• **উপকারভোগী সংখ্যা :** প্রায় ৪০০টি পরিবার।

• **গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা:** বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	০৬টি	০৮টি	১৪টি	০৪টি	০৬টি	১০টি	১৪৭.০০	১৩১.২০	১৩১.২০	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	৫৮টি	৩৫টি	৯৩টি	৫৪টি	১৭টি	৭১টি	১৪৭৩.২৪	১৭৭৪.৮৯	১৭৭৪.৮৯	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	২৪টি	১৪টি	৩৮টি	২২টি	০২টি	২৪টি	৫৩৯.৭৮	৫৭৫.৩৪	৫৭৫.৩৪	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০২টি	০১টি	০৩টি	০২টি	-	০২টি	৩৬.০৬	৩০.৬৪	৩০.৬৪	১০০%	১০০%
৫.	সমাজকল্যাণ	৩৪টি	৩৩টি	৬৭টি	৩৩টি	১১টি	৪৪টি	৬৮৭.৪০	৭৮৬.৪২	৭৮৬.৪২	১০০%	১০০%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	১৮টি	১৪টি	৩২টি	১৪টি	০৭টি	২১টি	৪১৬.৫২	৪০১.৫১	৪০১.৫১	১০০%	১০০%

২০১৭-১৮ সালে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কীমের তালিকা (কোড নং-৭০৩০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কৃষি (ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ভূয়াছড়ি বিলে ১০০০ ফুট সেচ নির্মাণ	১০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	সেচনালা নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন হয়েছে, যার ফলে এলাকায় খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে
২.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন খাগড়াছড়ি পৌরসভার ফুট বিল ও গোলাবাড়ি বটতলী এলাকায় ধান্য জমিতে ১০০০ ফুট সেচ নালা নির্মাণ	১০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৩.		দীঘিনালা উপজেলাধীন বড় মেরুং স্টীল ব্রীজ সংলগ্ন বিলে বাঁধ ও সেচ ড্রেইন নির্মাণ	১০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৪.		রামগড়স্থ সোনাপুর এলাকায় বড় গাছতলা পাড়া জমিতে ৩০০০ ফুট সেচ ড্রেইন নির্মাণ	২৭.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
		উপমোট =	৫৭.০০			
৫.	কৃষি (খ) নতুন	রামগড়স্থ সোনাপুর এলাকায় বড় গাছতলা পাড়া জমিতে ৩০০০ ফুট সেচ ড্রেইন নির্মাণ	১০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৬.		পানছড়ি উপজেলায় চেংগী ইউনিয়নের মধুমংগল পাড়ার বিলে কৃষি কাজের জন্য সেচ ড্রেইন নির্মাণ	১০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	কৃষি (খ) নতুন	পানছড়ি উপজেলায় দক্ষিণ শান্তিপুর জমিতে সেচ ড্রেইন নির্মাণ	১০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	সেচনালা নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন হয়েছে, যার ফলে এলাকায় খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে
৮.	কৃষি (খ) নতুন	মাটিরাংগাস্থ গোমতি ইউনিয়নের বান্দরছড়ায় নুরে আলম সিদ্দীকি ও হাবিলদারের বাড়ীর নিচে কৃষি ও মৎস্য চাষের জন্য মাটির বাঁধের মাধ্যমে জলাধার নির্মাণ	১৭.২০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	জলাধান নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন হয়েছে যার ফলে এলাকায় খাদ্য স্বয়ংসম্পর্ণ হবে
৯.	কৃষি (খ) নতুন	খাগড়াছড়ি সদরে কমলছড়ি মৌজায় পূর্ণ বিকাশ চাকমা গং এর জমির বিলে সেচ ড্রেইন নির্মাণ	৮.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	সেচড্রেইন নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন হয়েছে, যার ফলে এলাকায় খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে
১০.	কৃষি (খ) নতুন	খাগড়াছড়ি সদরে ভাইবোনছড়া ইউনিয়নে মুন্সিগ্রাম চেংগী নদী হতে রত্ন কুসুম চাকমার জমি পর্যন্ত সেচ নির্মাণ	৮.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	সেচড্রেইন নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন হয়েছে, যার ফলে এলাকায় খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে
		উপমোট =	৭৩.২০			
১১.	যাতায়াত (ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন রবিচন কার্বারী পাড়া হতে নবকুমার পাড়া পর্যন্ত ৮.০০ কি.মি রাস্তা উন্নয়ন (চেইনজ-২,০০ কি.মি. হতে ৪,০০ কি.মি)	৩৮.৬০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২.	যাতায়াত (ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন রবিচন কার্বারী পাড়া হতে নবকুমার পাড়া পর্যন্ত ৮.০০ কি.মি রাস্তা উন্নয়ন (চেইনজ-৪,০০ কি.মি. হতে ৬,০০ কি.মি)	৩৮.৫০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	ঐ
১৩.	যাতায়াত (ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন রবিচন কার্বারী পাড়া হতে নবকুমার পাড়া পর্যন্ত ৮.০০ কি.মি রাস্তা উন্নয়ন (চেইনজ-৬,০০ কি.মি. হতে ৮,০০ কি.মি)	৩৮.৬০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	ঐ
১৪.	যাতায়াত (ক) চলতি	মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি বাজার হতে বলরাম মাষ্টার পাড়া হয়ে বলি পাড়া ২,০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন	৩৯.২০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	ঐ
১৫.	যাতায়াত (ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন নুনছড়ি রমেশ পাড়া হতে আপন ডাক্তার হয়ে ৩নং যৌথ খামার পর্যন্ত ৪.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনজ-০,০০ কি.মি. হতে ২,০০ কি.মি.)	৩৮.৮০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	ঐ
১৬.	যাতায়াত (ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন নুনছড়ি রমেশ কার্বারী পাড়া হতে আপন ডাক্তার হয়ে ৩নং যৌথ খামার পর্যন্ত ৪.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন ২,০০ কি.মি. হতে ৪,০০ কি.মি.)	৩৮.০০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	ঐ
১৭.	যাতায়াত (ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ৮ নং প্রকল্প গ্রাম হতে ৯ নং প্রকল্প গ্রাম পর্যন্ত ৩.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনজ-০.০০ কি.মি. হতে ১.৫০ কি.মি.)	৩৫.৭০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮.	যাতায়াত (ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ৮নং প্রকল্প গ্রাম হতে ৯ নং প্রকল্প গ্রাম পর্যন্ত ৩.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনজ ১.৫০ কি.মি. হতে ৩.০০ কি.মি.)	৩৫.৮০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৯.		মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি সওজ রাস্তার মানিকছড়ি বেইলী ব্রীজ হতে হাতি পাড়া পর্যন্ত ৬.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনজ-২.০০ কি.মি. হতে ৪.০০ কি.মি.)	৩৯.৪০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	ঐ
২০.		মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি সওজ রাস্তার মানিকছড়ি বেইলী ব্রীজ হতে হাতি পাড়া পর্যন্ত ৬.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনজ-৪.০০ কি.মি. হতে ৬.০০ কি.মি.)	৩৯.৩০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	ঐ
২১.		মহালছড়ি উপজেলাধীন পাকুজ্যাছড়ি হেমরঞ্জন কার্বারী হতে দোলক চান পাড়া পর্যন্ত ৪.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনজ-০.০০ কি.মি. হতে ২.০০ কি.মি.)	৩৮.৮০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	ঐ
২২.		মহালছড়ি উপজেলাধীন পাকুজ্যাছড়ি হেমরঞ্জন কার্বারী হতে দোলক চান পাড়া পর্যন্ত ৪.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনজ-২.০০ কি.মি. হতে ৪.০০ কি.মি.)	৩৮.৫০	জুলাই, ২০১৪	জুন, ২০১৮	ঐ
২৩.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন হাদুক পাড়া রাস্তা সম্প্রসারণ	৩০.১৮	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ঐ
২৪.		খাগড়াছড়ি-মহালছড়ি-রাঙ্গামাটি সড়কে বিজিতলা আর্মি ক্যাম্প হতে শুকজ্যা কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৪.৬৬	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ঐ
২৫.		মানিকছড়ি সিএমবি রাস্তা হতে চক্কেবিল মালঙ্গী পাড়া দোরছড়ি যাওয়ার রাস্তায় মানিকছড়ি খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ	৪৬.২৬	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ব্রীজ নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৬.		মহালছড়ি থলিপাড়া হতে মংমংশি মারমার বাগান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২২.৯০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৭.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন এয়াতলং পাড়া হতে ওসমান পল্লী যাওয়ার রাস্তায় ডলুছড়ার উপর দুই ব্যান্ড বিশিষ্ট বক্সকালভার্ট নির্মাণের পরিবর্তে গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ	৪০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ব্রীজ নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৮.		খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের খাগড়াপুর এলাকায় গোপাল কৃষ্ণ বাড়ী হয়ে খগেন্দ্র লাল ত্রিপুরার বাড়ী পর্যন্ত ০.৭৫ কি.মি. রাস্তায় মাটিকাটা, মাটিভরাট, প্রতিরোধকসহ ব্রীকপেভমেন্টকরণ	৪০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৯.	যাতায়াত (ক) চলতি	গুইমারা হাফছড়ি ইউনিয়নের তৈকর্মা হতে নাক্রাই কুকিছড়া পর্যন্ত মাটিকাটা, মাটি ভরাট ও সাইড ড্রেইনসহ রাস্তা নির্মাণ	৩৪.৫০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩০.		মহালছড়ি উপজেলার ধনপতি বাজার কার্পেটিং রাস্তা হতে করল্যাছড়ি মহাকারুণিক বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৩১.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত বৈশালী নগর বন কুটিরের কাচা রাস্তাটি ব্রীক সলিংকরণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৩২.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গিরিফুল রচনাদেবী বাগান হতে পুরাতন আর্মি ক্যাম্প এর পাশ দিয়ে গাছবান গ্রামের সংযোগ রাস্তায় ব্রীকসলিংকরণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৩৩.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন পেরাছড়ার নীলকান্ত পাড়া হতে সঞ্জীবনী ভাবনা কেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা ব্রীকসলিংকরণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৩৪.		মাটিরাংগা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নের গোমাতি বাজার হতে খালেক মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত আনুমানিক ১৫০০ ফুট রাস্তা ইটসলিংকরণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৩৫.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন তিনটহরী চৌধুরী পাড়া হতে সাপুরিয়া পাড়া হয়ে একসত্যা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৩৬.		পানছড়ি উপজেলার লতিবান ব্রীজ সংলগ্ন সরকারি রাস্তা হতে সত্যনারায়ণ চাকমার বাড়ী পর্যন্ত ৭০০ ফুটরাস্তা নির্মাণ	১০.৬৯	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৩৭.		রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের মানিকচন্দ্র পাড়া হতে গুইমারা রিজিয়ন পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	৩০.৫৫	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৩৮.		রামগড় উপজেলার যৌথখামার হতে কালাডেবা পর্যন্ত রাস্তার সম্প্রসারণ কাজ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৩৯.		মাটিরাংগা উপজেলাধীন গোমতি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের রফিক মিয়ার বাগান হতে হাকিম পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ (চেই. ০.০০ কি.মি. হতে ২.০০ কি.মি.) এর পরিবর্তে কালাপানি হতে করল্যাছড়ি পর্যন্ত বক্সকালভার্ট ও প্রতিরোধক ওয়ালসহ রাস্তা নির্মাণ (চেই. ০.০০ কি.মি. হতে ২.০০ কি.মি.)	৪০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪০.	যাতায়াত (ক) চলতি	মাটিরাংগা উপজেলাধীন বেলছড়ি ইউনিয়নে তাইপা ছড়ার উপর দুই ব্যান্ত বক্সকালভার্ট নির্মাণ	৪০.১৭	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	কালভার্ট নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪১.		দীঘিনালা রাস্তায় ৪ মাইলে তৈবাকলাই পাড়ায় যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ	২৮.৭৪	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪২.		লক্ষীছড়ি উপজেলায় বেংছড়ি খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ	৩০.৩৭	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ব্রীজ নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৩.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ গঞ্জপাড়া শংকরের দোকান হতে শ্মশান ও মসজিদ পর্যন্ত ধারক দেয়াল ড্রেইনসহ রাস্তা নির্মাণ	২৮.৭৫	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৪.		মাটিরাংগা উপজেলাধীন সলিং রাস্তা হতে পাঞ্জাবী টিলা হয়ে শিবমন্দির পর্যন্ত মাটিকাটা সহ সড়ক উন্নয়ন	৩৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৪৫.		মাটিরাংগা উপজেলাধীন শিবমন্দির হতে এলজিইডি রোড পর্যন্ত মাটিকাটাসহ সড়ক উন্নয়ন	-	-	-	-
৪৬.		মহালছড়ি উপজেলাধীন টিলাপাড় ব্রীজ হতে জয়ন্ত কাবরী পাড়া পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন	৩০.৪০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৪৭.		মাটিরাংগা উপজেলাধীন গোমতি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের রফিক মিয়ার বাগান হতে হাকিম পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ (চেই. ২.০০ কি.মি. হতে ৪.০০ কি.মি.) এর পরিবর্তে হাকিমপাড়া প্রাঃ বিদ্যালয় হতে রফিক মিয়ার বাগান পর্যন্ত কালভার্ট ও প্রতিরোধক ওয়ালসহ রাস্তা নির্মাণ (চেই. ০.০০ কি.মি. হতে ২.০০ কি.মি.)	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৪৮.		মাটিরাংগা উপজেলাধীন বাইল্যাছড়ি রেংকং পাড়া স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৪৯.		মাটিরাংগা উপজেলাধীন তৈমাতাই রাবার বাগান এলাকায় রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৫০.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার সবুজবাগ গামারী বাগান হতে উত্তম ড্রাইভারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও ধারক দেয়াল নির্মাণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৫১.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন দয়ামোহন কার্বারী পাড়া হতে কমলছড়ি তাইদং পাড়া পর্যন্ত ০.৫০ কি.মি. রাস্তাসহ ধারক দেয়াল নির্মাণ	৩৪.৩৫	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫২.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার খাগড়াছড়ি গুচ্ছগ্রাম হতে কমলছড়ি পর্যন্ত মাটিকাটাসহ ব্রিক পেভমেন্টসহ রাস্তা নির্মাণ	৩৪.৩৫	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৩.		রামগড় উপজেলার নুরপুর বৈদ্যপাড়া হতে বালতি বৈদ্যপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৫৪.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার তেতুলতলা কাবরী পাড়া হতে তংতাক পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	১৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৫৫.		মাটিরাংগা উপজেলার বড়নালা ইউনিয়নের মীর হোসেনের বাড়ী হতে লালকুমার পাড়া পর্যন্ত ব্রিক পেভমেন্টকরণসহ রাস্তা উন্নয়ন	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৫৬.		মাটিরাংগা উপজেলার সমিতি টিলা হতে ধর্মরামপাড়া পর্যন্ত এইচবিবিকরণসহ রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৫৭.		খাগড়াছড়ি রিজিয়নের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	৪০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৫৮.	যাতায়াত (ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদরে তেতুলতলা হতে রেয়াসারা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিংকরণ	৩৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৫৯.		খাগড়াছড়ি-মহালছড়ি-রাঙ্গামাটি সড়কের বিজিতলা আর্মি ক্যাম্প হতে শুকন্ন্যা কার্বারী পাড়া পর্যন্ত অবশিষ্ট ০.৫০ কি.মি. রাস্তায় সাইড ড্রেইন ধারক দেয়াল নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৬০.		খাগড়াছড়ি সদরের গোলাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তায় ধারক দেয়াল, ড্রেইনসহ ২০০ গজ রাস্তা নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৬১.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন সিএন্ডবি রাস্তা হতে চক্কেবিল মলঙ্গীপাড়া যাওয়ার রাস্তায় মানিকছড়ি খালের উপর ব্রীজের এপ্রোচসহ রাস্তায় ব্রিকসলিং এর পরিবর্তে সিএন্ডবি রাস্তা হতে চক্কেবিল মলঙ্গীপাড়া যাওয়ার রাস্তায় ব্রীজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৬২.		খাগড়াছড়ি ফুট বিল এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৬৩.		মাটিরাংগা উপজেলার বর্ণাল ইউনিয়নের তৈলাফাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে যামিনী পাড়া হয়ে নগেন্দ্র কার্বারী পাড়া পর্যন্ত প্রতিরোধক কাজসহ ২.০০ কি.মি. রাস্তা ব্রীকপেভমেন্টকরণ। (চেইনজ.০.০০-১.০০ কি.মি.)	৫০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৪.	যাতায়াত (ক) চলতি	মাটিরাংগা উপজেলার বর্ণাল ইউনিয়নের তৈলাফাং এর যামিনী চেয়ারম্যান পাড়া- মগেন্দ্র পাড়া যাওয়ার রাস্তা আরসিসি বক্সকালভার্ট সহ প্রতিরোধক কাজ	৪০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
		উপমোট =	১৭৪৬.০৭			
৬৫.	যাতায়াত (খ) নতুন	খাগড়াছড়ি সদরস্থ নারানখাইয়া গ্রামে যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ	৭.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৬৬.		গুইমারা উপজেলার তৈকর্মা নাক্রাই-কুকিছড়া যাওয়ার রাস্তা	৪১.৯২	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৬৭.		পানছড়ি উপজেলার মিস্ত্রীটিলা পাড়ায় ০.৫০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	২০.৩১	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৬৮.		পানছড়ি উপজেলার পানছড়ি-তবলছড়ি রাস্তা হতে সিংসা পাড়া পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকপেভমেন্টকরণ	৪০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৬৯.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ঠাকুরছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পূর্ব-দক্ষিণ গোলাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৭০.		মানিকছড়ি ডেপুয়া পাড়া রাস্তায় এপ্রোচ এর সংযোগস্থলে ব্রীকপেভমেন্টকরণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৭১.		মানিকছড়ি তিনটহরী চৌধুরী পাড়া হতে সাপুরিয়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৪০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৭২.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কমলছড়ি মুখ গ্রামের আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৭৩.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কমলছড়ি আমতলী হতে কমলছড়ি ছড়া পর্যন্ত রাস্তায় টো-ওয়ালসহ রাস্তা নির্মাণ	৩৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৭৪.		মাইসছড়িস্থ ম্যাজিস্ট্রেট পাড়া হতে বাজুয়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীকসলিংকরণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৭৫.		রামগড় উপজেলায় সোনাই আগা হতে ব্রত চন্দ্র পাড়া হয়ে যৌথ খামার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৬.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৭৬.		বোর্ডের খাগড়াছড়িস্থ বিশ্রামাগারের আভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামতকরণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৭৭.		খাগড়াছড়ি রিজিয়নে আভ্যন্তরীণ রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৪০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৮.	যাতায়াত (খ) নতুন	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত রাস্তা সংস্কারকরণ	৯০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৯.		৩নং গোলাবাড়ী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড দক্ষিণ গঞ্জপাড়া মোঃ মফিজ মিয়া সীমানা হতে মীর হোসেনের বাড়ী হয়ে চাইহ্লাপ্রু মারমা সীমানা পর্যন্ত মাটিকাটা,ধারক দেয়াল ড্রেইনসহ রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৮০.		রামগড় ফেনীরকুল সিএন্ডবি রাস্তা হতে চৌধুরী পাড়া পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীকসলিংকরণ	৩৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
৮১.		খাগড়াছড়ি সদরের বটতলী টিটিসি সড়ক হতে খোকন ত্রিপুরার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৮.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
		উপমোট =	৫৪৮.২৩			
৮২.	শিক্ষা (ক) চলতি	রামগড় উপজেলায় মারমা ছাত্রাবাস নির্মাণ	২২.১৯	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	শিক্ষার্থীরা নিরাপদে অবস্থান করে শিক্ষার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে
৮৩.		পানছড়ি উপজেলাধীন চেংগী চারুবালা মহাবিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩৪.৩৫	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৪.		বর্মাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ঐ
৮৫.		খাগড়াছড়ি সদরে দক্ষিণ গঞ্জপাড়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা নির্মাণ	২২.৯৫	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	গরিব ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে
৮৬.		মাটিরাংগা কলেজের ভবন সম্প্রসারণ	২৮.৭৪	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৭.		খাগড়াছড়ি কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ	৩৪.৪৮	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	শিক্ষার্থীরা নিরাপদে অবস্থান করে শিক্ষার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে
৮৮.		খাগড়াছড়ি সদরে পূর্ব ইসলামপুর দারুল উলুম তালিমুল ইসলাম মাদ্রাসা হেফজখানা ও এতিমখানার ছাত্রাবাস নির্মাণ	২৮.৭৪	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৮৯.		খাগড়াছড়ি সদরে এপিবিএন উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯০.	শিক্ষা (ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদরের সানফাওয়ার স্কুলের শ্রেণিকক্ষ সম্প্রসারণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯১.		গুইমারা উপজেলাধীন হাফছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ০৩ কক্ষবিশিষ্ট একডেমিক ভবন নির্মাণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৯২.		দীঘিনালা উপজেলাধীন মেরুং উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন ২য় ও ৩য় তলা নির্মাণ এর পরিবর্তে ভবন সম্পসারণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৩৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৯৩.		লক্ষীছড়ি উপজেলার মরাচেঙ্গী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২৫.০২০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৯৪.		লক্ষীছড়ি কলেজের কম্পিউটার ল্যাবসহ একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৯৫.		পানছড়ি উল্টাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
৯৬.		মনিকছড়ি তিনটহরী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ এর পরিবর্তে মানিকছড়ি উপজেলার ডাইনছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	শিক্ষার্থীরা নিরাপদে অবস্থান করে শিক্ষার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে
৯৭.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন যোগ্যছোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৮.		রামগড় গণিয়াতুল উলুম আলিম মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	গরিব ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে
৯৯.		খাগড়াছড়ি সদরে বিয়াম স্কুল এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৪৫.৯৮	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০০.		দীঘিনালা উপজেলাধীন দক্ষিণ রেংকার্য্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১০১.		রামগড় উপজেলার বেলছড়ি গুজাপাড়া জুনিয়র স্কুলের ভবন নির্মাণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১০২.		পানছড়ি নবীন স্মৃতি ছাত্রাবাস নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	শিক্ষার্থীরা নিরাপদে অবস্থান করে শিক্ষার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে
১০৩.		খাগড়াছড়ি ক্যান্ট.পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে
		উপমোট =	৬১৭.৪৩			

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০৪.	শিক্ষা-খ (নতুন)	খাগড়াছড়ি সদরস্থ ঠাকুরছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ রাস্তা ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	শিক্ষার্থীদের নিরাপদভাবে যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে
১০৫.		খাগড়াছড়ি সদরের সনাতন যুব পরিষদের ভবনের বৈদ্যুতিকসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ	১২.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় উন্নতি সাধিত হয়েছে
		উপমোট =	২৭.০০			
১০৬.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি-ক (চলতি)	খাগড়াছড়ি সদরে খবংপুরিয়া ইয়ং স্টার ক্লাবের উন্নয়ন	১৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় উন্নতি সাধিত হয়েছে
১০৭.		খাগড়াছড়ি সদরে রেগা ক্লাবের উন্নয়ন	১৫.১৪	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় উন্নতি সাধিত হয়েছে
		উপমোট =	৩০.১৪			
১০৮.	সমাজকল্যাণ (চলতি)	খাগড়াছড়ি বাজারে নারায়ণ মন্দিরের অনাথ আশ্রম ভবন নির্মাণ	২২.৪৯	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১০৯.		মহালছড়িস্থ মনানন্দ বৌদ্ধ বিহারের অতিথি শালা নির্মাণ	১৭.৭০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ঐ
১১০.		পূর্ব তিনটহরী মুসলিম পাড়া জামে মসজিদ পাকাকরণ ও অজুখানা নির্মাণ	২২.৯২	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ঐ
১১১.		ত্রিপুরা চাকুরিজীবী কল্যাণ সমিতির ভবন সম্প্রসারণ	১৭.২৫	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	সুষ্ঠুভাবে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় সুযোগ হয়েছে
১১২.		রামগড় ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ঐ
১১৩.		রামগড় যুব কল্যাণ সমিতির প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ	১৭.২৪	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ঐ
১১৪.		গুইমারা ডাক্তার টিলা হরিমন্দির নির্মাণ	১৭.২৩	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১১৫.		শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল সৎসংগ আশ্রম নির্মাণ	৩৪.৫০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ঐ
১১৬.		খাগড়াছড়ি সদরের কুকিছড়া ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের দেশনাঘর নির্মাণ	১৫.৩৬	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১১৭.		খাগড়াছড়ি সদরে নুনছড়ি মৌজায় পুনর্বাসন পাড়ায় শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ণ মন্দিরের নাট্যশালাসহ ভবন নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১১৮.		খাগড়াছড়ি বাজারের অতি প্রাচীনতম ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির পুনঃনির্মাণ	২৩.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১৯.	সমাজকল্যাণ (চলতি)	খাগড়াছড়ি সড়ক পরিবহন চালক সমবায় সমিতি লিঃ ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৭.২০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
১২০.		খাগড়াছড়ি সদরের অবস্থিত উইমেন রিসোর্স সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	সুষ্ঠুভাবে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় সুযোগ হয়েছে
১২১.		মহালছড়ি উপজেলাধীন সারনাথ বন বিহারের সুবিশাল বুদ্ধ মূর্তির উপর ছাদসহ বিহার ভবন ও দেশানাঘর নির্মাণ	২৫.৫০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১২২.		মাইসছড়ি শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারের চতুর্দিকে গাইড ওয়াল নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১২৩.		মহালছড়ি উপজেলার কালা পাহাড় জামে মসজিদ নির্মাণ	২০.১৬	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১২৪.		দীঘিনালা উপজেলার পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম শিশুদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	গরীব ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে
১২৫.		মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু নিবাস নির্মাণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১২৬.		মাটিরাংগা উপজেলাধীন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের জন্য ভবন নির্মাণ	৩৪.৪৯	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	সুষ্ঠুভাবে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় সুযোগ হয়েছে
১২৭.		পানছড়ি উপজেলার পুজগাং ইউনিয়নের বৈশাখ কুমার পাড়া শিব মন্দির রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	নদী ভাঙ্গণ ও মাটিক্ষয় থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করেছে
১২৮.		খাগড়াছড়ি সদরে খাগড়াপুর জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১২৯.		খাগড়াছড়ি সদরে মহিলা ক্লাব সম্প্রসারণ	৪১.২২	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে
১৩০.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কুমিল্লাটিলা আর্ত-মানব গাউছিয়া জামে মসজিদ নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৩১.		খাগড়াছড়ি সদরে ৮ মাইল যৌথ খামার এলাকায় সার্বজনীন শ্রী শ্রী রাধকৃষ্ণ মন্দিরের সেবাশ্রম ভক্ত নিবাস নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১৩২.		খাগড়াছড়ি সদরে কমলছড়ি ধর্মসুখ বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু নিবাস কাম ভোজন শালা নির্মাণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১৩৩.		খাগড়াছড়ি সদরে ইসলামিয়া মাদ্রাসার ভবন সম্প্রসারণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১৩৪.		রামগড় উপজেলাধীন চৌধুরীপাড়া জামে মসজিদ ও মাদ্রাসার সম্প্রসারণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩৫.		খাগড়াছড়ি বায়তুশ জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৩৬.		দীঘিনালা উপজেলার পোমাঙ পাড়ায় বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ	২০.৩০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১৩৭.		রামগড় উপজেলা নাকাপা মসজিদের সম্প্রসারণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১৩৮.		খাগড়াছড়ি সদরে সম্প্রীতি সমাজকল্যাণ পরিষদের ভবন নির্মাণ	৩৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	সুষ্ঠুভাবে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় সুযোগ হয়েছে
১৩৯.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ খবং পুড়িয়া বৌদ্ধ বিহারের ভবন নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৪০.		খাগড়াছড়ি ৪ নং পেরাছড়া ইউনিয়নের পূর্ব সিঙ্গিনালা একতা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
		উপমোট =	৬৯১.৫৬			
১৪১.	সমাজকল্যাণ (নতুন)	পানছড়ি আদি ত্রিপুরা পাড়ায় সার্বজনীন কালিমন্দির ও মহাশ্মশানের সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
১৪২.		মহালছড়িস্থ করুনান্বয় বৌদ্ধ বিহারের সিঁড়ি ও টিউবওয়েল স্থাপন এর পরিবর্তে ভিক্ষু নিবাসসহ সিড়ি নির্মাণ ও কেয়াংঘাট গ্রামে সুখমায় চাকমার বাড়ীর পাশে টিউবওয়েল স্থাপন	১৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে
১৪৩.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় শালবাগান মোহাম্মদপুর জামে মসজিদের বারান্দা নির্মাণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৪৪.		নুনছড়ি মাতাই পুকুরী মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১২.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
১৪৫.		মাটিরাঙ্গাস্থ ১০নং ইসলামপুর জামে মসজিদের পাকা ভবনসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
১৪৬.		খাগড়াছড়ি সম্প্রতি কল্যাণ পরিষদের ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	৫০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	সুষ্ঠুভাবে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় সুযোগ হয়েছে
১৪৭.		খাগড়াছড়ি কোর্ট মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৪৮.		খাগড়াছড়ি সদরে গঞ্জপাড়া জামে মসজিদের বারান্দা নির্মাণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪৯.	সমাজকল্যাণ (নতুন)	খাগড়াছড়িস্থ জনবল বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৫০.		রামগড় চৌধুরীপাড়া ঈদগাহ উন্নয়ন	৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
১৫১.		খাগড়াছড়ি বায়তুশ শরফ জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
		উপমোট =	২৩৭.০০			
১৫২.	ভৌত অবকাঠামো-ক (চলতি)	শ্রী শ্রী কৈবল্য পীঠ মন্দিরের প্রবেশ দ্বার কার্পেটিংকরণ	১৭.২৫	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
১৫৩.		খাগড়াছড়ি সদরে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ট্রেনিং সেন্টার উর্ধ্বমুখীকরণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	কৃষি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে
১৫৪.		খাগড়াছড়ি হর্টিকালচার পার্কের সন্নিকটে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ ও রাস্তা মেরামত	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	বিনোদনের স্থান তৈরির মাধ্যমে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে
১৫৫.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সংলগ্ন মাষ্টার পাড়া এলাকায় নদী ভাঙ্গণ রোধে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৩৪.৫০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	নদী ভাঙ্গণ ও মাটি ক্ষয় থেকে বসত বাড়ি রক্ষা হয়েছে
১৫৬.		খাগড়াছড়ি সদরের নতুন পুলিশ লাইনে পুকুর পাড়ে সিঁড়ি, শেডসহ ঘাটলা ও রাস্তা নির্মাণ এর পরিবর্তে খাগড়াছড়ি সদরে নতুন পুলিশ লাইনে রাস্তা ও চন্দ্র গিরি বিশ্রামাগার নির্মাণ	২৮.৭৩	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	উপকারভোগীদের বিশ্রামের স্থান ও যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে
১৫৭.		খাগড়াছড়ি সদরের বাবু কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরার বাড়ী সংলগ্ন কমলেন্দু ত্রিপুরার বাড়ি পর্যন্ত খাগড়াছড়ি ছড়া ভাঙ্গণ রোধকল্পে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	নদী ভাঙ্গণ ও মাটি ক্ষয় থেকে বসত বাড়ি রক্ষা হয়েছে
১৫৮.		মাটিরাংগা উপজেলাধীন রামশিরা বাজার জামে মসজিদ রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	১৭.২৫	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ
১৫৯.		খাগড়াছড়ি সদরের জেলা জজ অফিসের গ্যারেজ ও আনুষাঙ্গিক কাজ সম্পাদন	১৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	গাড়ীসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি রাখার সুব্যবস্থা হয়েছে
১৬০.		খাগড়াছড়ি বোর্ড ক্যাম্পাসের পানি সরবরাহ, আবাসিক ভবন মেরামত ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৪৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	আবাসিক এলাকায় পানি ও নিরাপত্তার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৬১.		খাগড়াছড়ি সদরের মহাজনপাড়ায় বাদল চাকমার বাড়ী হতে ছড়া পর্যন্ত ২৫০ ফুট সিঁড়ি ও ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	নদী ভাঙ্গণ ও মাটি ক্ষয় থেকে বসত বাড়ি রক্ষা হয়েছে
১৬২.		খাগড়াপুর চিরংকর ত্রিপুরার জমি হতে ব্রজ কিশোর ত্রিপুরার জমি পর্যন্ত ১০০ মিটার ধারক দেওয়াল নির্মাণ	৩০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬৩.		মহালছড়ি উপজেলাধীন রাধামন স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে অবকাঠামো উন্নয়ন ও খেলার মাঠের অংশ বর্ধিতকরণ	২৫.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্যাদি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৬৪.		খাগড়াছড়ি সদরে ৭নং ওয়ার্ডভুক্ত মধুপুর গ্রামের মাঝ বরাবর খাগড়াছড়ি ছড়ার কুল ভাঙ্গণ রোধে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২৮.৭৫	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	নদী ভাঙ্গণ ও মাটি ক্ষয় থেকে বসত বাড়ি রক্ষা হয়েছে
১৬৫.		বোর্ডের খাগড়াছড়ি ইউনিট কার্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
		উপমোট =	৩৫৬.৪৮			
১৬৬.		সাংবাদিক ইউনিয়নে অফিসের জন্য আসবাবপত্র সহ কম্পিউটার সরবরাহকরণ	১৩.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
১৬৭.	ভৌত অবকাঠামো-ক (নতুন)	খাগড়াছড়ি সদরে মধুপুর এপিবিএন মুসলিম পাড়া স্লুইচ গেইট সংলগ্ন ছড়ায় ভাঙ্গণ রোধে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	নদী ভাঙ্গণ ও মাটি ক্ষয় থেকে বসত বাড়ি রক্ষা হয়েছে
১৬৮.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিশ্রামাগারের রান্নাঘর নির্মাণ	১৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	বিশ্রামাগারে অতিথিদের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৬৯.		খাগড়াছড়ি বাজার দক্ষিণ মাথায় শহিদ কাদের সড়ক ও মহিলা কলেজের সড়কের সংযোগস্থলে কালভার্টের অপর পার্শ্বে চেংগীনদী পর্যন্ত আউটফল ড্রেইন নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	নদী ভাঙ্গণ ও মাটি ক্ষয় থেকে বসত বাড়ি রক্ষা হয়েছে
১৭০.		খাগড়াছড়ি সদরে ঈদগাহ ময়দানে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
১৭১.		খাগড়াছড়ি সদরে সবুজবাগ এলাকায় আয়েশা আক্তারের বাড়ী হতে নিয়ামত উল্লাহর বাড়ী পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১০.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ঐ
১৭২.		মহালছড়ি উপজেলাধীন থলিপাড়া বৌদ্ধ বিহার সংস্কারকরণ	৫.০০	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ধর্মীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
		উপমোট =	১০৩.০০			
		সর্বমোট =	৪৪৮৭.১১			

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কোড নং ৭০৩০ এর আওতায় কয়েকটি স্কিমের বিবরণ

ক) কাজের নাম: খাগড়াছড়ি-মহালছড়ি-রাঙ্গামাটি সড়কে বিজিতলা আর্মিক্যাম্প হতে শুকজ্জ্যা কাবরী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

- **প্রকল্পের গুরুত্ব:** খাগড়াছড়ি সদর হতে শুকজ্জ্যা কার্বারী পাড়া পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য উক্ত রাস্তাটি ব্যবহার করতে হয়। রাস্তাটি ভাঙ্গা ও চলাচলের অনুপযুক্ত হওয়ায় এলাকার জনগণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমতাবস্থায়, রাস্তাটি নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

- **ফলাফল:** রাস্তাটি নির্মাণের ফলে এলাকার জনগণের যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা:** বিজিতলা আর্মিক্যাম্প হতে শুকজ্জ্যা কাবরী পাড়া পর্যন্ত লোকসংখ্যা প্রায় ৬,০০০ (ছয় হাজার)। তাঁরা উক্ত রাস্তাটি প্রতিনিয়তই ব্যবহার করে বিধায় উপকারভোগীর সংখ্যা ৬,০০০ (ছয় হাজার)।

- **প্রধান শিক্ষকের মতামত:** স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতে রাস্তাটি নির্মাণের ফলে এলাকার জনগণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে।

খাগড়াছড়ি-মহালছড়ি-রাঙ্গামাটি সড়কে বিজিতলা আর্মিক্যাম্প হতে শুকজ্জ্যা কাবরী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ

খ) কাজের নাম: পানছড়ি উল্টাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ

পানছড়ি উল্টাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ

- **প্রকল্পের গুরুত্ব:** পানছড়ি উপজেলায় উল্টাছড়ি একটি ইউনিয়ন। নয়টি ওয়ার্ড মিলে ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। উক্ত ইউনিয়নে কোন হাই স্কুল না থাকায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দূরদূরান্তে স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করতে হয়। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন তারা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয় অন্যদিকে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী অকালে ঝড়ে পড়ে। অনেক পরিবার আছে যারা তাদের ছেলেমেয়েদের দূরে লেখা-পড়া করার খরচ বহন করতে পারেনা, ফলে তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। এমতাবস্থায়,অত্র ইইনিয়নে হাই স্কুলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।

- **ফলাফল:** উক্ত হাই স্কুলটি নির্মাণের ফলে অত্র ইউনিয়নের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে ফলে শিক্ষার মান এবং শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। উক্ত স্কুলটি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

- **উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা:** উল্টাছড়ি ইউনিয়নে নয়টি ওয়ার্ড মিলে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) লোক বসবাস করে। উল্টাছড়ি হাই স্কুলটি উক্ত ইউনিয়নে একমাত্র হাইস্কুল হওয়ায় উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ২,০৫০ (দুই হাজার পঞ্চাশ) পরিবার।

- **প্রধান শিক্ষকের মতামত:** স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতে হাইস্কুলটি নির্মাণের ফলে এলাকার জনগণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-৫০১০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	২৪টি	০৬টি	৩০টি	০৮টি	-	০৮টি	২৯৮০.০০	৩০৭৩.৭৫	৩০৭৩.৭৫	১০০%	১০০%
২.	শিক্ষা	০২টি	০২টি	০৪টি	০২টি	-	০২টি	১৪০.০০	১২৬.২৫	১২৬.২৫	১০০%	১০০%
৩.	সমাজকল্যাণ	০২টি	০১টি	০৩টি	০২টি	-	০১টি	২০০.০০	২৭২.৫০	২৭২.৫০	১০০%	১০০%
৪.	ভৌত অবকাঠামো	০২টি	০১টি	০৩টি	-	-	-	৩৮০.০০	৪২৭.৫০	৪২৭.৫০	১০০%	১০০%

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা (কোড নং-৫০১০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	যোগাযোগ	খাগড়াছড়ি পানছড়ি সড়কের চেঙ্গুছড়া ৯ নং প্রকল্প গ্রাম হতে রবিধন কার্বারী পাড়া পর্যন্ত ৪.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	৫৪৮.০৭	জুলাই, ২০১১	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২.		মাটিরাংগা উপজেলাধীন তাইন্দং বাজার হতে হেডম্যান পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা এইচবিবিকরণ	২৭৫.০০	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৮	ঐ
৩.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ধর্মঘর হতে বড়পাড়া গ্রাম হয়ে বোগড়াছড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৭৬.০০	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৮	ঐ
৪.		দীঘিনালা উপজেলাধীন বাবুছড়া হতে কমলা বাগান পর্যন্ত ৩.৫০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	১৬৭.৭৫	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৮	ঐ
৫.		দীঘিনালা উপজেলাধীন ভৈরফা সুধীর মেম্বার পাড়া হতে ধামাচরণ পাড়া পর্যন্ত ৩.৫০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	২১০.৫০	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৮	ঐ
৬.		দীঘিনালা-খাগড়াছড়ি সড়কের আড়াইমাইল হতে রাধাকৃষ্ণ মন্দির হয়ে প্রতাপ কাবরিী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	যোগাযোগ	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন বিজিতলা রাবার বাগান হতে সলিং পর্যন্ত ৬.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	৩৫০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮.		মানিকছড়ি উপজেলায় মহামুণি বাজারের পার্শ্বে মানিকছড়ি খালের উপর জীপেবল ব্রীজ নির্মাণ	৩০০.০০	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০১৮	ব্রীজ নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯.	শিক্ষা	গুইমারা কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	শিক্ষালাভর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০.		মহালছড়ি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কুল এন্ড কলেজের ভবন নির্মাণ	৩০০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	ঐ
১১.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরে মারমা কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২০০.০০	জুলাই, ২০১৫	জুন, ২০১৮	সামাজিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
		সর্বমোট =	২৯২৭.৩২			

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কোড নং ৫০১০ এর আওতায় কয়েকটি প্রকল্পের বিবরণ

কাজের নাম : মানিকছড়ি উপজেলাধীন মহামুণি বাজারের পার্শ্বে মানিকছড়ি খালের উপর জীপেবল ব্রীজ নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক মানিকছড়ি উপজেলাধীন মহামুণি বাজারের পার্শ্বে মানিকছড়ি খালের উপর নির্মিত জীপেবল ব্রীজটি শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

• **প্রকল্পের গুরুত্ব:** মানিকছড়ি খালটি অত্যন্ত খরস্রোতা হওয়ায় ইঞ্জিনচালিত লঞ্চ ছাড়া নৌকা দিয়ে পাড়ি দেয়া খুব কষ্টকর। খালটি পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় সময় বিপদের সম্মূখীন হতে হয়। বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের পক্ষে খুবই অসুবিধা হয়ে পড়ে। তাছাড়া দুই কূলের সংযোগ সৃষ্টির করা হলে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। তাই উক্ত ব্রীজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

• **ফলাফল:** ব্রীজটি নির্মাণের ফলে দুই এলাকার জনগণ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছে। খালটি পাড়ি দেওয়ার আগের যে ঝুঁকি ছিল তা একেবারে নেই। ব্যবসায়ীরা তাদের মালপত্র আনা নেওয়া সহজ হওয়ায় আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা সহজে স্কুলে যাতায়াত করতে পারছে।

• **উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা:** উক্ত ব্রীজের পার্শ্ববর্তী এলাকাজুড়ে প্রায় ১০ (দশ) হাজার লোকজন রয়েছে। উক্ত এলাকার লোকজন প্রতিনিয়তই উক্ত ব্রীজটি ব্যবহার করছে বিধায় উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার)।

• **প্রধান শিক্ষকের মতামত:** স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতে রাস্তাটি নির্মাণের ফলে এলাকার জনগণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে।

কাজের নামঃ গুইমারা কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ

গুইমারা কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব সুবিনয় ভট্টাচার্য

- **প্রকল্পের গুরুত্ব:** গুইমারা উপজেলায় কোন কলেজ না থাকায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দূর-দূরান্তে কলেজে ভর্তি হয়ে লেখা-পড়া করতে হয়। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন তারা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয় অন্যদিকে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী অকালে ঝড়ে যায়। অনেক পরিবার আছে যারা অন্যত্র ছেলেমেয়েদের দূরে লেখা-পড়া করার খরচ বহন করতে পারে না, ফলে তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। এমতাবস্থায়,অত্র ইউনিয়নে কলেজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।
- **ফলাফল:** উক্ত কলেজটি নির্মাণের ফলে অত্র উপজেলার শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে ফলে শিক্ষার মান এবং শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। উক্ত কলেজটি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- **উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা:** উক্ত কলেজটি অত্র এলাকার একমাত্র কলেজ হওয়ায় উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩০০ (তিনশত) পরিবার।
- **প্রধান শিক্ষকের মতামত:** স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতে কলেজটি নির্মাণের ফলে এলাকার জনগণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রম.	কোড	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা	মোট বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা
১.	কোড নং-৭০৩০: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা	১৫৯টি	১৭১টি	১৭২টি	৫০২টি
২.	কোড নং-৫০১০: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা	০৪টি	১৩টি	১১টি	২৮টি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) অধীনে বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতির খণ্ডচিত্র

ক্রম.	অর্থ বছর	মাসের নাম	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক
১.	২০১৭-১৮	জুলাই	১৮.৯০%	০০%
২.		আগস্ট	৪০.৯০%	০০%
৩.		সেপ্টেম্বর	৪১.০০%	০০.৪০%
৪.		অক্টোবর	৪১.৯২%	০৪.৫১%
৫.		নভেম্বর	৪১.৯৮%	০৮.৪৪%
৬.		ডিসেম্বর	৪৬.৩৬%	১৪.৫৭%
৭.		জানুয়ারি '১৮	৫০.৬৬%	১৭.৯৭%
৮.		ফেব্রুয়ারি	৫৬.০০%	২৪.৪৯%
৯.		মার্চ	৬৭.৫০%	২৯.৮১%
১০.		এপ্রিল	৬৭.৮০%	৩৫.৯৮%
১১.		মে	৭৮.৮৫%	৪৬.০৫%
১২.		জুন	১০০%	১০০%

কোড নং ৭০৩০ আওতায় মাসওয়ারী ভৌত অগ্রগতি লেখচিত্র

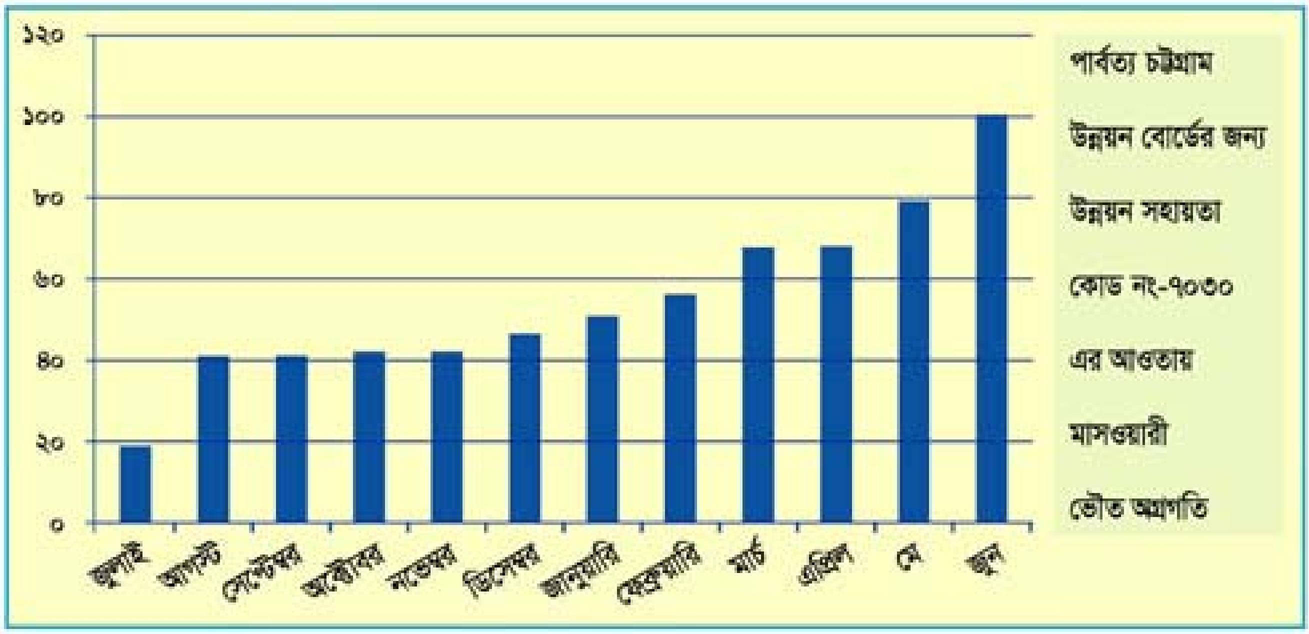

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কোড নং-৭০৩০ এর আওতায়

- মোট বরাদ্দ : ১২,০০০ লক্ষ টাকা
- মোট ব্যয় : ১২,০০০ লক্ষ টাকা
- মোট স্কিমের সংখ্যা : ৮৮২টি
- মোট সমাপ্ত স্কিমের সংখ্যা : ৫০২টি
- ভৌত কাজের অগ্রগতি : ১০০%
- বাৎসরিক বরাদ্দ অনুপাতে ব্যয় : ১০০%

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০) অধীনে বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতির খন্ডচিত্র

ক্রম.	অর্থ বছর	মাসের নাম	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক
১.	২০১৭-১৮	জুলাই	৬.৯৩%	০০%
২.		আগস্ট	১৬.২৪%	০০%
৩.		সেপ্টেম্বর	১৭.৭৭%	০০%
৪.		অক্টোবর	২০.৫২%	০০%
৫.		নভেম্বর	২৪.০৮%	৬.২৫%
৬.		ডিসেম্বর	২৭.৭৩%	৬.৮৩%
৭.		জানুয়ারি '১৮	৩০.৯২%	৭.৩৪৭%
৮.		ফেব্রুয়ারি	৩৫.৯৫%	১৩.২৩%
৯.		মার্চ	৬৩.০৫%	২২.৯৭%
১০.		এপ্রিল	৬৩.৬২%	৩০.০১%
১১.		মে	৭০.৮৫%	৩৬.০৯%
১২.		জুন	৯৮.৬৮%	৯৯.০৩%

কোড নং ৫০১০ আওতায় মাসওয়ারী ভৌত অগ্রগতি লেখচিত্র

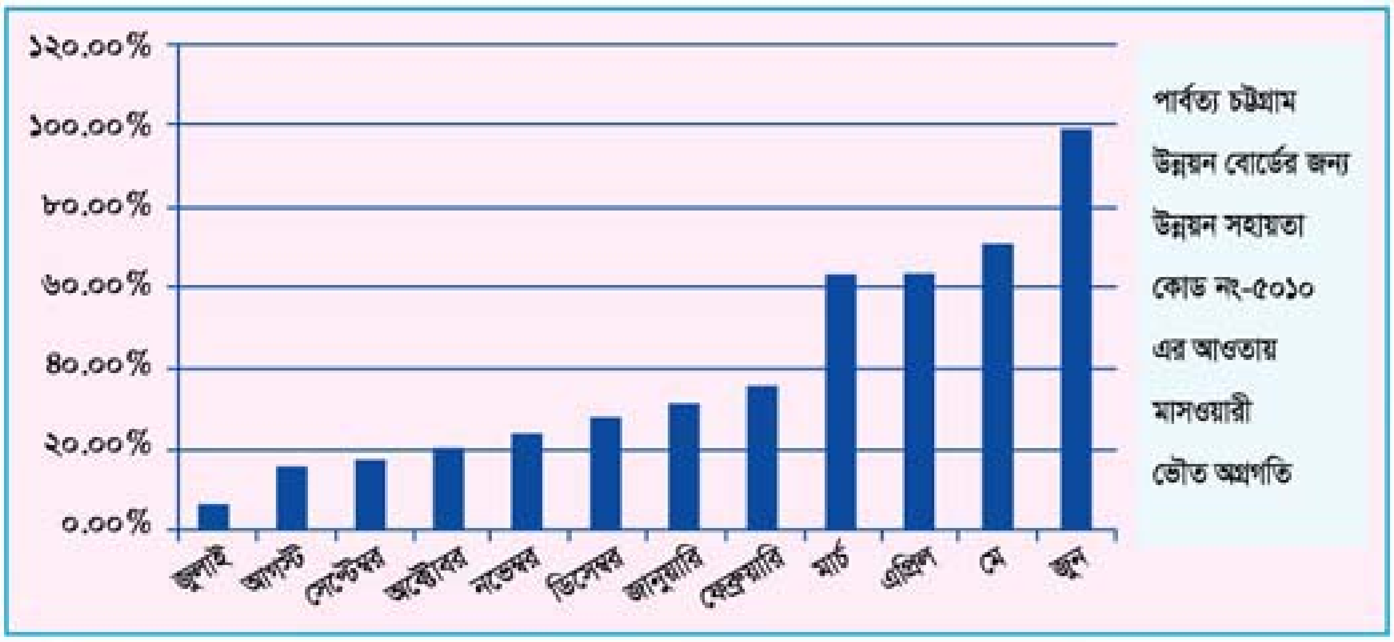

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কোড নং-৫০১০ এর আওতায়

• মোট বরাদ্দ	: ১২,৫৮৫.০০ লক্ষ টাকা
• মোট ব্যয়	: ১২,৪২৯.৫০ লক্ষ টাকা
• মোট স্কিমের সংখ্যা	: ১৪১টি (২টি স্থগিতসহ)
• মোট সমাপ্ত স্কিমের সংখ্যা	: ২৮টি
• ভৌত কাজের অগ্রগতি	: ৯৮.৬৮%
• বাৎসরিক বরাদ্দ অনুপাতে ব্যয়	: ৯৩.০৩%

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ

১) প্রকল্পের নামঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ

• **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ** গুবিজয় নগর এলাকাটি রাংগামাটি পৌর এলাকাভূক্ত হলেও কর্ণফুলী হ্রদ এলাকাটিকে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিজয় নগর এলাকার লোকসংখ্যা প্রায় ১,২০০ জন। নিজস্ব অর্থায়নে কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি ব্রীজ দিয়ে মূল শহরের বাজার, স্কুল, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সুবিধাদি সরবরাহের জন্য একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। সেতুটি নির্মিত হলে জেলা সদরের সকল সুবিধা ও সেবা এই বিচ্ছিন্ন জনপদে সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পুনর্বাসন গ্রামে সেতুটি নির্মিত হলে পুনর্বাসন পাড়ার ৫০০ পরিবারের সাথে চাইখ্যং পাড়া, উপর নারাইছড়ি, নীচ নারাইছড়ির সংযোগ স্থাপিত হবে। বাজার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্কুলগুলোর মধ্যে যাতায়াত সহজতর হবে। রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া (নাইক্ষ্যছড়া)- নারানগিরি বড়পাড়া রাস্তাটি রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের নাইক্ষ্যছড়ার সাথে কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের চাইক্ষ্যং পাড়া, উপর নারাইছড়ি, নীচ নারাইছড়ি, পুনর্বাসন পাড়া গবছড়া হয়ে নারানগিরি বড় পাড়ার সাথে পায়ে হাঁটা মেঠোপথ। শুষ্ক মৌসুম ছাড়া বর্ষা মৌসুমে রাস্তাটি সম্পূর্ণভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। রাংগামাটি জেলায় বাংগালহালিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। রাস্তাটি নির্মাণের ফলে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষি পণ্য যথা- সরিষা, কাঁঠাল,কলা, লিচু, পেপে, আনারস, লেবু, আদা, হলুদ, কাঁচা মরিচ, পেয়ারা, কমলা ইত্যাদি বিপণনের জন্য আনা সহজতর হবে। রাস্তাটি নির্মানের ফলে বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের দুরছড়ি পাড়া হতে রাংগা দুরছড়ি পাড়া, চদকীছড়া পাড়া, উত্তর উল্টাছড়ি, লেমুছড়ি ও খাগড়াছড়ি পাড়া হয়ে লংগদু উপজেলার আটারকছড়া ইউনিয়নের উল্টাছড়ি এবং চন্দিচরণ এলাকার সংযোগ ঘটাবে। বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ১১,৫৪১ জন। এলাকার কৃষি পণ্য যথা- সরিষা, কাঁঠাল,লিচু,কলা,আদা,হলুদ,লেবু আনা সহজতর হবে।

* প্রকল্পের কোড নং: ৫-৫৫০৫-৫০০৮
* মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন ২০১৯
* প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
* প্রকল্প এলাকা: রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, রাজস্থলী ও বাঘাইছড়ি উপজেলা।
* প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা।
* ২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়: ৬৯৫.০০ লক্ষ টাকা।
* ২০১৭-১৮ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি: ৪.০০ কি.মি মাটির কাজ, ৩.০০ কি.মি এইচবিবিকরণ, ২০০০.০০ এল ইউ ড্রেইন ও ৫০.০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল এবং ৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজের গার্ডার পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ কাজের খন্ডচিত্র

২) প্রকল্পের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ সড়ক নির্মাণ

* প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নের মোট আয়তন ৪৬.৬২ বর্গ কিলোমিটার। মোট পাড়া/গ্রামের সংখ্যা ৫০ এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২০,৩৮৫ জন। ইউনিয়নের ৫০ টি গ্রামের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত হাচিনসনপুর, তারাবুনিয়া, ডলুছড়ি,সাধনমনি কার্বারী পাড়া, বীর মোহন কার্বারী পাড়া, পাকুজ্যাছড়ি, লক্ষী কুমার কার্বারী পাড়া এবং উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত কৃপাপুর, শিববাড়ী, দজর পাড়া, গোপাজয় কার্বারী পাড়া, বেরেইয়া কার্বারী পাড়া এবং বামে কবাখালী এই ১৩টি গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৩,৯১০ জন। দীঘিনালা সদর হতে এ গ্রামগুলোর দুরত্ব প্রায় ৭ থেকে ১৪ কিলোমিটার। এসব গ্রামে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম পায়ে হাঁটার মেঠো পথ। বর্ষা মৌসুমে এসব মাটির রাস্তা কাদায় ভরে যায়। যাতায়াত দুঃসহ হয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মত স্কুলে উপস্থিত হতে পারে না। অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। এখানে ধান, ভূট্টা, ইক্ষু, কলা, পেঁপে, লেবু, পেঁয়ারা, জাম্বুরা, আনারস এবং অন্যান্য উদ্যান ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে এসব পণ্য চাঁদের গাড়ীতে (নীয়ভাবে পরিচিত) করে স্থানীয় বাজারে পরিবহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে রাস্তা কর্দকাক্ত হওয়ায় গাড়ীতে পরিবহন মোটেই সম্ভব নয়। একইভাবে মানিকছড়ি উপজেলার টিনটহরী ইউনিয়নের বড়ডলু, ডেপুয়া এবং তিনটহরী গ্রামের চিত্র উপরে বর্ণিত ১৩ টি গ্রামের অনুরূপ। এখানে ০৩টি গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ১,০০০ জন।

খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের খন্ডচিত্র

* প্রকল্পের কোড নং: ৫-৫৫০৫-৫০০৫
* মেয়াদকাল: জুলাই,২০১৬-জুন,২০১৯
* প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
* প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা ও মানিকছড়ি উপজেলা।
* প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা।
* ২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়: ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা।
* ২০১৭-১৮ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি: ১৮.০০ কি.মি মাটির কাজ, ১৫.০০ কি.মি এইচবিবিকরণ, ৬১০০.০০ মি. এল ইউ ড্রেইন, ৮৫.০০ মিটার কালভার্ট এবং ৩২৭.০০ মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

৩) প্রকল্পের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ

• **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:** খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার আয়তন ১৩.০৫ বর্গ কিলোমিটার। এটি ০৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। লোকসংখ্যা প্রায় ৪৭,২৭৮ জন। পৌর এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এলাকা মূলতঃ নীচু কৃষি জমি। কিন্তু শহরে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপের কারণে নগরায়ন এই নিচু ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে চেঙ্গী নদী। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার দক্ষিণ-পূর্বাংশের অধিকাংশ এলাকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যায়। জনজীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন। শহরের বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন মূলতঃ রাংগাপানি ছড়ার উপর নির্ভরশীল। এই ছড়াটি শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চেংগী নদীতে পতিত হয়েছে। কিন্তু এই একটি ছড়া দিয়ে শহরের পানির চাপ সামাল দেয়া সম্ভব নয়। মূল খালের উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য ১৯৭৮ সনে তৎকালীন সরকারের খাল খনন কর্মসূচীর আওতায় মূল খালের একটি শাখা শহরের অন্য দিক দিয়ে বটতলী পর্যন্ত প্রবাহিত করা হয়। কিন্তু খালটি সংকীর্ণ হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে বর্ষার পানি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় না। ফলে বন্যা দেখা দেয়। সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনা পানির নীচে তলিয়ে যায়। অপরপক্ষে খালটি মাটির নির্মিত হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে পানির প্রবল স্রোতে এর পাড় ভেঙ্গে যায়। মাটি ধ্বসে এবং ময়লা আবর্জনা খালের পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং পানি নিষ্কাশনের বাঁধা হয়ে দাড়ায়।

• **প্রকল্পের কোড নং:** ৫-৫৫০৫-৫০০৬।

• **মেয়াদকাল:** জুলাই, ২০১৬ - জুন, ২০১৯।

• **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকরণ।

• **প্রকল্প এলাকা:** খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা।

• **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২২৭৩.০০ লক্ষ টাকা।

• **২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়:** ৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা।

• **২০১৭-১৮ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি:** ১.০০ কি.মি দীর্ঘ ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে, যার উচ্চতা ১০ ফুট ও প্রস্থ ৭ ফুট।

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পরিকল্পনা কমিশনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ

৪) প্রকল্পের নাম: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনগণের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনগণের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পরিকল্পনা কমিশনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ

• **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:** খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ২,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ৬,১৩,৯১৭ জন। অন্য দুটি পার্বত্য জেলার তুলনায় এ জেলায় লোকসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। জেলায় মোট উপজেলা সংখ্যা ০৯টি এবং ইউনিয়ন সংখ্যা ৩৪টি। উপজেলা সদর এবং তদসংলগ্ন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলেও প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। এই অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা এসব অঞ্চলে পৌছানো কষ্টকর। কৃষক স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এসব এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত।

• **প্রকল্পের কোড নং:** ৫-৫৫০৫-৫০১১

• মেয়াদকাল: জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. - জুন, ২০২০ খ্রি.।

• প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

• প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাংগা উপজেলা, মহালছড়ি উপজেলা, গুইমারা উপজেলা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা।

• প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৫৯০.১৭ লক্ষ টাকা।

• ২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়: ২০০০.০০ লক্ষ টাকা।

• ২০১৭-১৮ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি: ২২.০০ কি.মি মাটির কাজ, ২০.০০ কি.মি এইচবিবিকরণ, ২০০০.০০ মি এল ইউ ড্রেইন, ৪৫ মি কালভার্ট এবং ৪০০.০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

৫) প্রকল্পের নাম: বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

• প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠির পাশাপাশি ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকায় জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। দেশের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলোর অধিকাংশই এ জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম। ফলে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা ও সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টকর। অপরপক্ষে এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল আধার। এখানে পর্যটন শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

• প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ৪,৪৬৬টি পরিবার-এর সাথে উপজেলা হেড কোয়ার্টারের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন।

• মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত।

• প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

• ২০১৬-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ২৩৪২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫০%।

• ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়: ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

• বাস্তবায়ন অগ্রগতি: বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০%।

• উপকারভোগী সংখ্যা: প্রায় ৪,৪৬৬টি পরিবার।

• গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা: ববান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের খন্ডচিত্র

৬) প্রকল্পের নাম: বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

• প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে বান্দরবান অন্যতম। এর মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাংগালী জনগোষ্ঠির পাশাপাশি ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস। এ জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে এখানে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক দেশি-বিদেশি পর্যটকের সমাগম ঘটে। কিন্তু দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিম্নতর পর্যায়ে। সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছার প্রায় দুরূহ ব্যাপার। সে প্রেক্ষিতে উক্ত জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইাংছড়ি এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

• প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো-বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ৫২৮০ পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন।

- **মেয়াদকাল:** অক্টোবর ২০১৬ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৮৯৮.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৬-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়:** ২০৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%।
- **২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা।
- **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০%।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** প্রায় ৫,২৮০ পরিবার।
- **গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা:** বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

লামা উপজেলাধীন সরই ইউনিয়ন পরিষদ হতে হাসানভিটা রাস্তা মাথা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম। সাথে রয়েছেন এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প

- **প্রকল্পের কোড:** ৫০১২

- **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্প হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য এলাকার নারীরা তথা সাধারণ জনগণ যাতে প্রধান বা মূল স্রোতধারার সাথে সমানভাবে এগিয়ে গিয়ে দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অন্তর্ভুক্ত হতে পাবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে নারীরা তাদের অবস্থান আরো গুরুত্ববহ করতে পারে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ১৩,০০০ জন উপকারভোগী নারীকে নির্বাচনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয় হবে এবং প্রত্যেককে এক একর জমিতে বাঁশ বাগান সৃজনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্পের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাঁশের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপকারভোগীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

▣ প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৬ খ্রি. হতে জুন ২০২১ খ্রি.

▣ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- পার্বত্য অঞ্চলে বাঁশ চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও বাঁশ চাষের আওতা বৃদ্ধিকরণ;
- বাঁশভিত্তিক রপ্তানীমুখ কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধি;
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং
- বাঁশ বাগান সৃজনের মাধ্যমে মাটির ক্ষয়রোধ/পাহাড় ধস/ভূমিধ্বস হ্রাস করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায়
উপকারভোগীদের মাঝে বাঁশের চারা বিতরণ করছেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

▣ প্রকল্প এলাকা: তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলা।

- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা: ১০টি (রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, রাজস্থলী, বরকল, বিলাইছড়ি, লংগদু, বাঘাইছড়ি, নানিয়ারচর, জুরছড়ি)
- বান্দরবান পার্বত্য জেলা: ৭টি (বান্দরবান সদর, রুমা, লামা, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি)
- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা: ৯টি (খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, মহালছড়ি, লক্ষীছড়ি, দিঘীনালা, মাটিরাংগা, মানিকছড়ি, গুইমারা, রামগড়)

▣ প্রাক্কলিত ব্যয়: জিওবি-২৩৭৮.০০ (লক্ষ টাকায়)

▣ ২০১৭-১৮: ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দঃ ৫৮০.০০ (লক্ষ টাকায়)

▣ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ব্যয়ঃ ৫,৭৯,৯৫,৮০০ টাকা
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থঃ ৪,২০০ টাকা

▣ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম:

- পার্বত্য অঞ্চলে ১৩,০০০টি বাঁশভিত্তিক ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনের সহায়তা প্রদান করা।
- প্রত্যেককে ২১৫টি করে উপকারভোগীদের মাঝে সর্বমোট ২৮,৬০,০০০টি বাঁশের চারা বিতরণ;
- প্রতি উপজেলায় ১০টি করে মোট ২৬০টি বাঁশভিত্তিক ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদান করা;
- ১৩,২৬০ জন কৃষককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

■ **২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের বিবরণ :** ২০১৭-২০১৮ খ্রি. অর্থবছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৪২২০ জন উপকারভোগী নির্বাচন (রাঙ্গামাটি ১২৬০ জন, বান্দরবান ১৬০০ জন এবং খাড়াছড়ি ১৩৬০ জন)

■ **অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ :**

- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৪২২০ জন উপকারভোগীকে বাঁশ চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। (রাঙ্গামাটি ১২৬০ জন, বান্দরবান ১৬০০ জন এবং খাগড়াছড়ি ১৩৬০ জন)
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৪২২০ জন উপকারভোগীর জন্য প্রায় ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) চারা উৎপাদন।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৪২২০ জন উপকারভোগীর মাঝে সার, কীটনাশক, নেপসেক স্প্রে মেশিন ও ভূমি পরিচ্ছন্নকরণ ও উন্নয়ন বাবদ নগদ টাকা প্রদান
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭৮০ জন উপকারভোগীর মাঝে প্রত্যেকে ২০টি করে ১৫৬০০ পরিপূরক বাঁশের চারা বিতরণ।

■ **২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে নির্বাচিত উপকারভোগীর সংখ্যা :**

- বান্দরবান পার্বত্য জেলা-১৬০০ জন।
- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা-১২৬০ জন।
- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা-১৩৬০ জন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প

■ প্রকল্পের নাম	:	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প
■ বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
■ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
■ প্রকল্পের মেয়াদ	:	মূল-জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ খ্রি.
	:	১ম সংশোধিত- জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ খ্রি.
■ মোট প্রকল্প ব্যয়	:	মূল-৩৬৮০.৮৪ (লক্ষ টাকা)
	:	১ম সংশোধিত-৬৩৫০.০০ (লক্ষ টাকা)

বান্দরবান পার্বত্য জেলা থানচি উপজেলাধীন বলিপাড়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের আওতায় সৃজিত বাগান পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম, এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, বান্দরবান ইউনিট অফিসে প্রকৌশলী শাখায় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক এবং বাগানের সুবিধাভোগী উপস্থিত ছিলেন

■ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ২৫০০টি ১.৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২৫০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ;
- ২৫০০টি ০.৭৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২৫০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ;
- উদ্যান উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৫,০০০ কৃষকের দক্ষতা উন্নয়ন ;
- আগ্রহী ও সংশ্লিষ্ট ২৫০০ কৃষককে মিশ্র ফল বাগান সৃজনে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা ;
- ৫০০ জন কৃষকের উদ্বুদ্ধকরণ সফর ;
- ৫০০ জনকে উদ্যান নার্সারী ব্যবসা উন্নয়নে সহযোগিতা করা ;
- ১২৫ টি মার্কেট শেড নির্মাণ এবং
- ২৫০টি পানির উৎস উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি।

প্রকল্প এলাকা

ক্রম.	জেলার নাম	প্রকল্পভুক্ত উপজেলার নাম
১.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, রাজস্থলী, নানিয়ারচর, বরকল, বাঘাইছড়ি ও বিলাইছড়ি।
২.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি ও দিঘীনালা।
৩.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, থানচি, লামা, আলিকদম ও রুমা।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কৃষকের বিবরণ

জেলা	২০১৭-১৮ সালের কৃষকের বিবরণ			মন্তব্য
	১.৫ একর	০.৭৫ একর	সর্বমোট	
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	৩০০	৩০০	৬০০	
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	২৫০	২৫০	২৫০	
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	৩০০	৩০০	৬০০	
সর্বমোট	৮৫০	৮৫০	১৭০০	

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি ও তাঁর সহধর্মিণী মিসেস অনামিকা ত্রিপুরা

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নির্বাচিত কৃষকদের কমিউনিটিভিত্তিক তালিকা

জেলা	চাকমা	মার্মা	ত্রিপুরা	তঞ্চঙ্গ্যা	বাঙ্গালী	ম্রো	বম	খুমি	খিয়াং	মোট
রাঙ্গামাটি	৩৫৫	৪৮	২১	৪৯	১২২	-	-	-	০৫	৬০০ জন
খাগড়াছড়ি	১৪৫	৮৪	১৩৩	-	১৩৮	-	-	-	-	৫০০ জন
বান্দরবান	০৯	২৯৫	০৯	২৭	৫৬	১০৫	৮৫	১৪	-	৬০০ জন
সর্বমোট	৫০৯	৪২৭	১৬৩	৭৬	৩১৬	১০৫	৮৫	১৪	০৫	১৭০০ জন

২০১৭-২০১৮ সালের কার্যক্রমের অগ্রগতির সংক্ষিপ্তসার

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ১৭০০টি মিশ্র ফলের বাগান সৃজন করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৬০০ পরিবার, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৬০০ পরিবার এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৫০০ পরিবার সর্বমোট ১৭০০ পরিবার কৃষক নির্বাচন এবং নির্বাচিত কৃষকদেরকে উদ্যান উন্নয়নের উপর ০১ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, নির্বাচিত কৃষকদেরকে বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মিশ্র ফলের চারা কলম, প্রয়োজনমত ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স-ফোর্ট) ও প্রতিজনকে কৃষি উপকরণ (০১টি করে সিকেচার, ০১টি করে হাসুয়া, ০১টি করে নেকসেক স্প্রেয়ার এবং ১টি করে কোদাল) প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প

- **প্রকল্পের কোড নং:** ৫-৫৫০৫-৫০০১।
- **মেয়াদকাল:** জুলাই, ২০১৫ খ্রি. হতে জুন, ২০১৯ খ্রি. (১ম সংশোধিত)।
- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**
  - প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১.০০ মেগাওয়াট পিক সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ১০,৮৯০ পরিবারের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন;
  - ০.৮০ মেগাওয়াট পিক সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ২,১৮৪টি পাড়া কেন্দ্র/কমিউনিটি সেন্টার/ছাত্রাবাস/স্কুল/এতিমখানা/অনাথ আশ্রমে শিক্ষা, বিনোদন ও অনান্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধা সৃষ্টিকরণ;
  - ৫,৪০০ (প্রায়) ছাত্রছাত্রীর রাত্রিকালীন লেখাপড়ার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ মহিলাদের রাত্রিকালীন গৃহস্থালী কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাকরণ ও এলাকাবাসীর সান্ধ্যকালীন বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ।

রাঙ্গামাটি জেলার সুবিধাভোগীদের মাঝে হোম সোলার সিস্টেম বিতরণ করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া। এ সময় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন উপস্থিত ছিলেন

■ প্রকল্প এলাকা:

- রাঙ্গামাটি জেলা: রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, রাজস্থলী, বরকল, বিলাইছড়ি, লংগদু, বাঘাইছড়ি, নানিয়ারচর, জুরাছড়ি।
- খাগড়ছড়ি জেলা: খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, মহালছড়ি, লক্ষীছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাংগা, মানিকছড়ি, গুইমারা, রামগড়।
- বান্দরবান জেলা: বান্দরবান সদর, রুমা, লামা, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি।

■ প্রাক্কলিত ব্যয়:

৭৬০৬.৩১ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)।

■ ২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়:

অবমুক্তকৃত অর্থ ৬৭৮.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয়িত অর্থ ৬৪.৭৪১ লক্ষ টাকা এবং অব্যয়িত ৬১৩.২৫৯ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।

■ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম:

৫৮৯০টি ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম, ৫০০০টি ১০০ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম, ৪৭৫টি ১২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার কমিউনিটি সিস্টেম, ২৪ টি ২৫০ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার কমিউনিটি সিস্টেম, ৫৮৯০টি মোবাইল চার্জার।

■ ২০১৭-১৮ গৃহীত অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতি বিস্তারিত বিবরণ:

ডিপিপি সংশোধন পর্যায়ে থাকার কারণে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সোলার সিস্টেম স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। গত ২৬/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সংশোধিত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং আরডিপিপিতে অতিরিক্ত আরো ৫০০০টি সোলার হোম সিস্টেম, ৫৮৯০টি মোবাইল চার্জার এবং ১২০ ওয়াট পিকের পরিবর্তে ৩২০ ওয়াট পিকের ২৩১৫টি সোলার কমিউনিটি সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

■ উপকারভোগীর সংখ্যা:

- সোলার হোম সিস্টেম: ১০৮৯০
- সোলার কমিউনিটি সিস্টেম: ২৮১৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

১.	প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য	প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশু ও নারীর সার্বিক উন্নয়নে মৌল সেবার প্রাপ্যতা ও মান সম্মত ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পানি ও পয়ঃব্যবস্থা এ শিশু সুরক্ষা বিষয়ে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর জ্ঞান দক্ষতা ও অভ্যাস পরিবর্তনে সহায়তা করা।
২.	প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	• ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৬০,০০০ পরিবারকে মৌল সেবা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্তকরণ। • ১৫২০০০ শিশুকে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতকরণ। • প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পানি সরবরাহ ও পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়ন। • ১৬০০০০ পরিবারে শিশু কিশোরী মহিলাদের রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ ও অপুষ্টি ঘাটতিজনিত সমস্যা দূরীকরণ। • সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য কম্যুনিটি সক্ষমতা উন্নয়ন।
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	• মোট : ২৮৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা • সরকারি অনুদান : ১৭৯৮০.৫৫ লক্ষ টাকা • প্রকল্প সাহায্য : ১০৬৬৭.৪৫ লক্ষ টাকা
৪.	২০১৭-১৮ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়	• মোট বরাদ্দ : ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা • মোট ব্যয় : ৩৮২৮.৫৪ লক্ষ টাকা

৫.	প্রকল্পের আওতা	তিন পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলার ১১৭টি ইউনিয়নের ৩৬১৬টি গ্রাম। পাড়াকেন্দ্রের সংখ্যা : মোট ৪০০০টি রাঙ্গামাটি ১৪৯২টি বান্দরবান ১০৭৫টি খাগড়াছড়ি ১৪৩৩টি
৫.	বাস্তবায়নকাল	জুলাই, ২০১২ খ্রি. হতে মার্চ, ২০১৮ খ্রি.।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মহোদয় পাড়াকেন্দ্র পরিদর্শনে একাংশ

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম

ক্রম.	অঙ্গ	প্রধান প্রধান কার্যক্রম
১.	সেবা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	* ৫০০ নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ। * ২৮০০ পাড়াকেন্দ্র সংস্কার। * ৪০০টি পাড়াকেন্দ্র রিসোর্স সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলা। * পাড়াকেন্দ্রর সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততা সৃষ্টি।
২.	শিশু শিক্ষা ও প্রাক্-শৈশব উন্নয়ন	* ৩-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে পাড়াকেন্দ্রে প্রাক শিক্ষাদান। * পাড়াকেন্দ্রর ১০০% শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ। * প্যারেন্টিং এডুকেশান কর্মসূচি বাস্তবায়ন। * পাড়াকর্মী প্রশিক্ষণ।

ক্রম.	অঙ্গ	প্রধান প্রধান কার্যক্রম
৩.	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন	* কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতী মহিলাদের আয়রন বড়ি বিতরণ। * মা ও শিশুদের ঠিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ। * প্রসুতি মায়েদের জন্য ভিটামিন 'এ' বিতরণ। * শিশু ও কিশোরীদের জন্য ক্রিমিনাশক বড়ি বিতরণ। * শিশুদের জন্য ভিটামিন মিনারেল পাউডার বিতরণ। * পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম । * অপুষ্টির মাত্রা পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা।
৪.	শিশু সুরক্ষা	* জন্ম নিবন্ধীকরণ। * সুরা বার্তা প্রচারণা। * কিশোরী সহায়তা কার্যক্রম। * সবুজ পাড়া কর্মসূচি। * জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি। * উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া। * দুস্থ শিশুদের সহায়তা।
৫.	পানি ও পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়ন	* নলকুপ স্থাপন ও সংস্কার। * হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন স্থাপন। * স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ। * কেয়ার টেকার প্রশিক্ষণ ও টুলবক্স বিতরণ।
৬.	উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ	* পরিবার পরিদর্শন * উঠান বৈঠক আয়োজন। * জীবন নির্বাহী জরুরী বার্তা প্রচারণা। * নাটক মঞ্চায়ন। * বিল বোর্ড স্থাপন। * স্বাস্থ্য তথ্য স্থানীয় ভাষায় ভাষান্তর। * কম্যুনিটি তথ্য ব্যবস্থাপনা। * জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন।
৭.	কম্যুনিটি সক্ষমতা উন্নয়ন	* পিসিএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ। * কর্মশালা আয়োজন। * পাড়া তহবিল গঠন। * সার্ভিস ম্যাপিং কার্যক্রম।
৮.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	* বেইজ লাইন ও এন্ড লাইন সার্ভে। * নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়ন। * বিভিন্ন পর্যায়ে মনিটরিং সভা। * ডকুমেন্টেশান।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ৩টি মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ;
- ০১টি প্রশিক্ষণ ভবন সম্প্রসারণ ও ২টি সংস্কার;
- ৮৮৫ জন পাড়াকর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ (২য় ভাগ);
- ১০০ জন প্রস্তাবিত পাড়াকর্মীর প্রশিক্ষণ;
- ৪০০০ পাড়াকর্মী ও ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর অন জব প্রশিক্ষণ;
- ৪০০০ পাড়াকর্মী ও ৪০০ জন সিনিয়ন পাড়াকর্মীর সম্মানী ভাতা প্রদান;
- ভূমিধ্বসে বিধ্বস্ত ১৫টি পাড়াকেন্দ্র পুনঃনির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ;
- ৫০টি ইউনিয়নে মা ও শিশু বিষয়ক তথ্য বোর্ড স্থাপন;
- ৩৬৫টি পিসিএমসিকে মা ও শিশু বিষয়ক ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান;
- ৪৭৬টি ইউনিয়ন সমন্বয় সভা, ১০০টি উপজেলা সমন্বয় সভা, ৯টি জেলা সমন্বয় সভা, ২টি আঞ্চলিক সমন্বয় সভা, ৩টি প্রজেক্ট ষ্টীয়ারিং কমিটির সভা, ৩টি আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভা অনুষ্ঠান;
- জন্মের পর ৮৩,৩৫৭ জন শিশুকে ভিটামিন "এ+" ক্যাম্পেইন এ ভিটামিন খাওয়ানো (৯৯.৫৯%);
- আয়রন ফলিক ট্যাবলেট গ্রহণ (কিশোরী-৯৬%, গর্ভবতী-৯৮%, দুগ্ধদানকারী মা-৯৬%);
- ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার (MNP) খাওয়ানো ৯৮%);
- ১৫,৫১২ জন প্রসূতি মা'কে ভিটামিন "এ" ক্যাপসুল প্রদান (৯৭.১৯%);
- ২১০ জন কৈশোরের অগ্রদূত বেতার শ্রোতা ক্লাবের সদস্যের প্রশিক্ষণ;
- শ্রোতা ক্লাবে ৩০টি রেডিও সেট বিতরণ;
- শিশুদের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৯৭০টি হ্যান্ড ওয়াশিং ডিভাইস সরবরাহ;
- ৮৫০টি সাধারণ ও ১২০টি প্রতিবন্ধি লেট্রিন নির্মাণ;
- কিশোরী ও মহিলাদের জন্য ১০০টি গোসলখানা নির্মাণ;
- ৭০০ পাড়াকেন্দ্রে হাইজিন প্রমোশন বিষয়ক সেসন পরিচালনা;
- ৩১ জন কর্মকর্তা ও ৪৬ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- শিশু বিবাহ বন্ধে জাতীয় বহুমূখী প্রচারণা বিষয়ক সভা ও ২৫ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৪০০০তম পাড়াকেন্দ্র উদ্বোধন;
- বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা সভা-১টি, পিএসসি সভা-১টি, আরসিসি সভা-২টি, ডিসিসি সভা-২টি, ইউজেডসিসি সভা-২৫টি, ইউএনসিসি সভা-১১৬টি।
- ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে ৪৪,০০০ শিশুকে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাদান;
- ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ১০০০ শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদান।

বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশু ও মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পাড়াকেন্দ্রে বিভিন্ন সেবা বিতরণে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারি বিভাগকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান ও সহায়ক ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারে নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প

- **প্রকল্পের শিরোনাম :** পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারে নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প
- **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা :** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- **পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ :** কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :**

মূল কার্যক্রম-
- ১৩০০টি ডেইরি শেড স্থাপন
- ১৩০০টি গাভী বিতরণ
- ১৩০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান
- ১৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান

- **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল :**

ক) শুরুর তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি.

খ) সমাপ্তির তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি.

- **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :** মোট ১২৭৯.০০; জিওবি ১২৭৯.০০
- **প্রকল্প এলাকা :**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১	২	৩
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, নানিয়ারচর
	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, রুমা, থানচি

- **লগ ফ্রেম :** ক) প্রকল্প শুরুর তারিখ : জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি. (খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি.

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মহোদয় বোর্ডের অধীনে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে গাভী বিতরণ করেন। এ সময় বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ এবং মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। সদ্য সমাপ্ত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রকল্প সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ১৫৯.০০ লক্ষ টাকা। ১ম-৪র্থ কিস্তির অর্থ একই সাথে অবমুক্ত করা হয়। এ বছর তিন পার্বত্য জেলায় ১৯০ টি গাভী বিতরণের লক্ষ্যে ১৯০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। যার মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭০ জন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৬০ জন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৬০ জন। ১৯০ জন উপকারভোগীকে গাভী পালন বিষয়ে তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১৯০টি গাভীর শেড স্থাপন;
- ১৯০টি গাভী বিতরণ;
- ১৯০ জন উপকারভোগী মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ প্রকল্প

- **প্রকল্পের নাম :** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ প্রকল্প।
- **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা :** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- **প্রকল্পের অর্থায়ন :** জিওবি
- **বাস্তবায়নকাল :** জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২০
- **প্রকল্প এলাকা :**

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	সকল উপজেলা	সকল ইউনিয়ন
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	সকল উপজেলা	সকল ইউনিয়ন
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	সকল উপজেলা	সকল ইউনিয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করছেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ। এসময় বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-পরিকল্পনা এবং আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন

■ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনশক্তি তৈরি;

* তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলের জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনা;
* তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে এ অঞ্চলের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
* দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির জন্য প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি;
* তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল দেশে পরিণত করা;
* নারীর ক্ষমতায়ন।

■ **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও মূল কার্যক্রম :** প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :-

* ৩০০ জন বেকার যুবক-যুব মহিলাকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
* বাছাইকৃত ১০০ জনকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান;
* ১০০ জনকে আউটসোর্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ চাষ প্রকল্প-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প

■ **প্রকল্পের নাম :** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুর্নবাসন প্রকল্প-২য় পর্যায়।

■ **প্রকল্পের কোড নং :** ৫০১০

■ **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :**

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাঠ ফসলের জায়গা খুবই সীমিত। পক্ষান্তরে উদ্যান ফসলের আবাদ সম্প্রসারণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে কারণ পার্বত্য এলাকায় উচুভূমি ফল চাষের জন্য পাহাড়ে এখনও অনেক উচুভুমি পতিত অবস্থায় রয়েছে। এই পতিত ভূমি ফল চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে একদিকে যেমন দেশের ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে স্থায়ী চাষাবাদের কারনে ভূমি ক্ষয় রোধ হবে।

■ **মেয়াদকাল :**

ক) মূল- জুলাই, ২০০৮-জুন, ২০১৬খ্রি.
খ) সংশোধিত- জুলাই, ২০০৮-জুন, ২০২০খ্রি.

■ **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
২. কমলা ও মিশ্র ফলের বাগান সৃজনের মাধ্যমে ১২৫০টি পরিবারকে স্বাবলম্বী করা।

■ **প্রকল্প এলাকা :** রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। উপজেলা-২৬টি

■ **প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :**

ক) মূল- ৫৪০.৩২৪ লক্ষ টাকা
খ) সংশোধিত- ৯৫০.১৪ লক্ষ টাকা।

■ **২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয় :** বরাদ্দ ৬০.০০ লক্ষ ও ৬০.০০ ব্যয়।

■ **২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতির বিবরণ :**

২০১৭-২০১৮ অর্থ সালে রাঙ্গামাটি জেলায় ৩০ পরিবার, বান্দরবান জেলায় ৩০পরিবার, খাগড়াছড়ি জেলায় ২০ পরিবার সর্বমোট ৮০ পরিবার নির্বাচন করার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। নির্বাচিত ৮০ জন কৃষককে বরাদ্ধ অনুযায়ী বিভিন্ন মিশ্র ফলজ চারা কলম, প্রয়োজনমত ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স-ফোর্ট) ও প্রতিজনকে কৃষি উপকরণ (০১টি করে সিকেচার, ০১টি করে হ্যাসুয়া এবং ০১টি করে নেকসেপ স্পেয়ার) প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৮০ জন কৃষককে ইতোমধ্যে উদ্যান উন্নয়নের উপর এক দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

■ **উপকারভোগীর সংখ্যা :**

রাঙ্গামাটি সদর ৩০ পরিবার, বান্দরবান সদর ৩০ পরিবার, খাগড়াছড়ি সদর ২০ পরিবার। সর্বমোট ৮০ পরিবার।

রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাবদি উন্নয়ন প্রকল্প

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা
- মেয়াদকাল : জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত

রাবার কষ সংগ্রহপূর্বক কারখানা আনার সুবিধার্থে ক্রয়কৃত ট্রলি ট্রাক্টরটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের
নিকট হস্তান্তর করেন এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী

২০১৭ -১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

* ১,৬০,০০০টি রাবার চারা উত্তোলন;
* ভৈরফা রাবার ফ্যাক্টরি এবং বাঘাইছড়ি রাবার ফ্যাক্টরিতে রাবার শীট শুকানোর জন্য ২টি ড্রিপিং শেড মেরামরতকরণ;
* মাটিরাঙ্গা রাবার ফ্যাক্টরি মেরামতকরণ;
* ভৈরফা রাবার ফ্যাক্টরির ওয়াল বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রতিরোধক নির্মাণ;
* প্রকল্পভুক্ত গ্রামে উপকারভোগীদের পানীয় জলের সুবিধার জন্য ৮ টি নলকূপ স্থাপন এবং মাটিরাঙ্গা রাবার ফ্যাক্টরিতে ১টি নলকূপ স্থাপন করা হয়;
* উপকারভোগীদের রাবার কষ সংগ্রহের জন্য টেপিং সামগ্রী সরবরাহ করা হয়;
* বাগান থেকে রাবার কষ সংগ্রহ করে ফ্যাক্টরিতে আনার জন্য ১টি ট্রলি ট্রাক্টর সরবরাহ করা হয়;
* উন্নতমানের রাবার শীড উৎপাদনের জন্য ১টি অটো ৫ রোলার বিশিষ্ট রাবার মেশিন, ৩টি হস্তচালিত রাবার মেশিন এবং ৭টি ওজন মাপার স্কেল সরবরাহ করা হয়।

০৫ বছরের সম্পাদিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ৭০৩০ এর আওতায় সম্পাদিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত কৃষি সেচ ও পানীয় জল খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৭৬টি স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৭৯.৬৮ লক্ষ টাকা। যাতায়াত খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৪৪৬টি স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪৩৯.২০ লক্ষ টাকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। শিক্ষা খাতে ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, হোস্টেল নির্মাণ, শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরি নির্মাণ, চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিদ্যালয়ের হাই বেঞ্চ, লো-বেঞ্চ বিতরণসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে যাচ্ছে। ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২৫১টি স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৫৮.৬৬ লক্ষ টাকা। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় মেধাবী শিক্ষার্থী (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত) মোট ৬,৬৬৩ জনকে ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করেছে। ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে সমাজকল্যাণ খাতে ৫৬৬টি স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৯,৪৪৫.৫৫ লক্ষ টাকা। সমাজকল্যাণ খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/ উন্নয়ন, কমিনিটি সেন্টার নির্মাণ, টাউন হল নির্মাণ, সিঁড়ি নির্মাণ, অবতরণ ঘাট নির্মাণ, যাত্রী ছাউনী নির্মাণ, বাস টার্মিনাল নির্মাণ, রেষ্ট হাউজ নির্মাণ ইত্যাদি করে যাচ্ছে। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে ৪২৮টি স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৭,৪৮৪.১০ লক্ষ টাকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মান উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত ২১টি স্কিম প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৪.৪৪ লক্ষ টাকা। পানীয় জল সরবরাহ খাতে এ পর্যন্ত ১১টি সম্পাদিত হয়েছে এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৮.০০ লক্ষ টাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০)-এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় ২০১৩-১৮ খ্রি. পর্যন্ত সম্পাদিত খাতভিত্তিক প্রকল্প/স্কীমের তথ্যাদি

লক্ষ টাকায়

ক্রম.	অর্থ বছর	খাত	সম্পাদিত প্রকল্প/স্কীমের সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	ক্রমিক নং
১.	২০১৩-১৪	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল	১২	৮১.৬৩	
		যাতায়াত	১১৫	১০০৪.৫১	
		শিক্ষা	৫১	৪৪১.৭৬	
		সমাজকল্যাণ	১২২	৯২০.২৪	
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৭	৫৩.০০	
		ভৌত অবকাঠামো	৭০	৫১৮.০৬	
		উপমোট=	৩৭৮	৩১৫১.৭৪	
২.	২০১৪-১৫	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল	০৫	৮৭.৩০	
		যাতায়াত	৫৬	১৪৯৫.৭৭	
		শিক্ষা	২৫	৫২৫.১৬	
		সমাজকল্যাণ	৭০	১২৯৪.০৩	
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০২	১৫.৭৪	
		ভৌত অবকাঠামো	৪৭	৮৪৮.৬২	
		উপমোট=	--------------	----------------	
৩.	২০১৫-১৬	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল	০৬	৭৯.০০	
		যাতায়াত	৮০	২১৭৪.৬৫	
		শিক্ষা	৫৬	১২৪৯.৬৬	
		সমাজকল্যাণ	১৪১	২৬৩৬.৬৪	
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৪	৬০.৩৯	
		ভৌত অবকাঠামো	৯৮	১৮৯৯.৬৮	
		উপমোট=	৩৮৫	৮১০০.০২	

ক্রম.	অর্থ বছর	খাত	সম্পাদিত প্রকল্প/স্কীমের সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	ক্রমিক নং
৪.	২০১৬-১৭	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল	৩৪	৩৯১.২৫	
		যাতায়াত	৮২	২৪৬৯.৯৭	
		শিক্ষা	৫২	১২৫৪.৫২	
		সমাজকল্যাণ	৯৫	১৮৩০.৪৯	
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০২	৩০.১৪	
		ভৌত অবকাঠামো	৯২	১৭৮১.৪৯	
		উপমোট=	৩৫৭	১১৯৯.১৮৬	
৫.	২০১৭-১৮	যাতায়াত	১৩৬	২২৯৪.৩০	
		কৃষি	১৯	২৪০.৫০	
		শিক্ষা	৬৭	১৬৮৭.৫৬	
		সমাজকল্যাণ	১৩৮	২৭৬৪.১৫	
		ভৌত অকাঠামো	১২১	২৪৩৬.২৫	
		পানীয়জল সরবরাহ	১১	১৩৮.০০	
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৬	১৩৫.১৭	
		উপমোট =	৪৯৮	৯৬৯৫.৯৩	
		মোট =	১৮২৩	৩৭২০৬.১৭	

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ৫০১০ এর আওতায় সম্পাদিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

কোড নং-৫০১০ এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিগত ৫ বছরে তিন পার্বত্য জেলায় যাতায়াতে খাতে ১১৬টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। যোগাযোগ খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, এল ড্রেইন, ইউ ড্রেইন, ক্রস ড্রেইন নির্মাণ করে যাচ্ছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩,২০৭৬.৯৫ লক্ষ টাকা।

শিক্ষার দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল পশ্চাৎপদ একটা জনপদ। শিক্ষা খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৩-২০১৮ পর্যন্ত সময়ের শিক্ষা খাতে ১৭টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩,৬২৪.০০ লক্ষ টাকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শিক্ষা খাতে একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, বিভিন্ন স্কুল/কলেজের আসবাবপত্র সরবরাহ এবং কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়ার সামগ্রী সরবরাহ করেছে।

পানির সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকট। এ সমস্যা সমাধানে লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কৃষি, সেচ ও পানীয় জল খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১৩-২০১৮ সাল পর্যন্ত এ খাতে ৩টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬০.০০ লক্ষ টাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা মান অনেক নিম্নে। জীবনযাত্রা মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সমাজকল্যাণ খাতে ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে সমাজকল্যাণ খাতে ৮টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬৪.০০ লক্ষ টাকা। সমাজকল্যাণ খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/উন্নয়ন, কমিনিটি সেন্টার নির্মাণ, টাউন হল নির্মাণ, সিঁড়ি নির্মাণ, অবতরণ ঘাট নির্মাণ, যাত্রী ছাউনী নির্মাণ, বাস টার্মিনাল নির্মাণ, রেষ্ট হাউজ নির্মাণ ইত্যাদি করে যাচ্ছে।

ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে ১০টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩,৫৭৬.৫০ লক্ষ টাকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার প্রেস ক্লাব ভবন সম্প্রসারণ, আইনজীবী ভবন নির্মাণ, সমবায় সমিতি ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন সংগঠনের ভৌত অবকাঠামো ভবন নির্মাণ করে যাচ্ছে।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, ভিআইপি গ্যালারী নির্মাণ, জিমনেসিয়ামে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি এবং পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠীকে সাংস্কৃতিক সরঞ্জামাদি/উপকরণ বিতরণ করে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এ খাতে ২০১৩-২০১৮ সাল পর্যন্ত ৩টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০)-এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় ২০১৩-১৮ খ্রি. পর্যন্ত সম্পাদিত খাতভিত্তিক প্রকল্প/স্কীমের তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	অর্থ বছর	খাত	সম্পাদিত প্রকল্প/স্কীমের সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	ক্রমিক নং
১.	২০১৩-১৪	যাতায়াত	১৮	৮৭৬২.৬৩	-
		শিক্ষা	০১	১৫০.০০	-
		সমাজকল্যাণ	০৪	৩৭৯.০০	-
		আর্থ-সামাজিক	০২	১১০.০০	-
		উপমোট=	২৫	৯৪০১.৬৩	
২.	২০১৪-১৫	যাতায়াত	০৯	৫৩০৬.০০	-
		শিক্ষা	০২	৮৭৪.০০	-
		ভৌত অবকাঠামো	০৩	১১৮৫.০০	-
		উপমোট =	১৪	৭৩৬৫.০৫	
৩.	২০১৫-১৬	যাতায়াত	১২	৪১৬০.০০	-
		শিক্ষা	০৬	১১০০.০০	-
		সমাজকল্যাণ	০১	৪৫.০০	-
		ভৌত অবকাঠামো	০৪	১৩০৪.৫০	-
		উপমোট =	২৩	৬৬০৯.৫০	
৪.	২০১৬-১৭	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল	০৩	৬৬০.০০	-
		যাতায়াত	১৪	৫০৫০.০০	-
		শিক্ষা	০৪	৯০০.০০	-
		সমাজকল্যাণ	০১	৯০.০০	-
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০২	৪৫০.০০	-
		ভৌত অবকাঠামো	০২	৪০০.০০	-
		উপমোট =	২৬	৭৫৫০.০০	
৫.	২০১৭-১৮	যাতায়াত	২০	৮৭৯৮.৩২	-
		শিক্ষা	৪	৬০০.০০	-
		সমাজকল্যাণ	২	১৫০.০০	-
		ভৌত অবকাঠামো	১	৬৮৭.০০	-
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১	২৭৫.০০	-
		উপমোট =	২৮	১০৫১০.৩২	
		মোট =	১১৬	৪১৪৩৬.৫০	

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আইসিটিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত) ৩০০ জন বেকার যুব ও যুব মহিলাকে ৪ মাসব্যাপী কম্পিউটার বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০০ জন যুব ও যুব মহিলাকে ৪ মাসব্যাপী কম্পিউটার বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ১০ দিনব্যাপী আউটসোর্সিং বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প-২য় পর্যায় এর আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় নির্বাচিত ৪৫০ জন কৃষককে বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মিশ্র ফলজ চারা কলম, প্রয়োজনমত ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স-ফোর্ট) ও প্রতিজনকে কৃষি উপকরণ (০১টি করে সিকেচার, ০১টি হাসুয়া এবং ০১টি করে নেকসেপ স্পেয়ার) প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৪৫০ জন কৃষককে উদ্যান উন্নয়নের উপর এক দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার প্রকৃত ব্যয় (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত) ২৯০.০০ লক্ষ টাকা।

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত) উন্নয়ন কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১২ হতে ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে অন্যতম হলো ৫০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ, ১৭০৮টি পাড়াকেন্দ্র সংস্কার, ০৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেরামত, ৫১০৯ জন পাড়াকর্মীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪৩৪২ জন পাড়াকর্মীকে সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪০৩ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৩২,৮৪০ জন অনজব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩-৫ বছর বয়সী ১,৭৩,১৬৫ জন শিশুকে পাড়াকেন্দ্রে প্রাক্-শিক্ষাদান, পাড়াকেন্দ্রের ১,০২,৩১৮ জনকে শিশুকে শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ, ৩৩৮৬৯৪ জন প্যারেন্টিং এডুকেশান কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ৪০০০টি পাড়াকেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ সরবরাহ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্ষুদ্র ও পশ্চাৎপদ নৃ-গোষ্ঠির মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের প্রতি বছর ১০০০ জন শিক্ষার্থীর খাদ্য, আবাসন, পোশাক পরিচ্ছদ, শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে প্রাপ্তিসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করছে। বিদ্যালয়সমূহ থেকে এ পর্যন্ত ১১০০ শিক্ষার্থী এস. এস. সি পাস করছে।

এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় ৩,৯৮,০২৬ জন মা ও শিশুদের টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, ১,২২,৫৩৫ জন প্রসূতি মায়েদের জন্য ভিটামিন 'এ' বিতরণ; ৮১,৭১০ কিশোরীদের জন্য কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ; ৯৪,৭২৪ শিশুদের জন্য ভিটামিন মিনারেল পাউডার বিতরণ ৫৩৪ জনকে DNI বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২০৪৫ জনকে MNHI প্রশিক্ষণ, এবং ৫১৪ জনকে ওরিয়েন্টেশান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৮৩৯৯৬ জন শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণ; ৩৬১২ কিশোরী সহায়তা কার্যক্রম; ১৯০ জন কর্মকর্তা জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পানি ও পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়ন উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১২০ নলকূপ স্থাপন ও সংস্কার, ৫৪২৩ স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ, ১৩৫০ জন কেয়ারটেকার প্রশিক্ষণ ও টুলবক্স বিতরণ, এবং ১০২৫টি হ্যান্ড ওয়াসিং ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা (সরকারি অনুদান ১৭৯৮০.৫৫ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১০৬৬৭.৪৫ লক্ষ টাকা)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৬০৬.৩১ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বান্দরবান জেলায় ২৩৬টি, রাঙ্গামাটি জেলায় ১২০টি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ১২০টি ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয় এবং ৪৪০ জন উপকারভোগীকে সোলার সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই অর্থ বছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বান্দরবান জেলায় ২১২৪টি, রাঙ্গামাটি জেলায় ১৭৫৩টি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ১৫৩৭টি ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয় এবং ৩৪০০ জন উপকারভোগীকে সোলার সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সাজেক রুইলুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে ২৪টি ২৫০ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। এই অর্থ বছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৪৪৪.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ডিপিপি সংশোধন পর্যায়ে থাকার কারণে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। গত ২৬/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সংশোধিত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং আরডিপিপিতে অতিরিক্ত আরো ৫০০০টি সোলার হোম সিস্টেম, ৫৮৯০টি মোবাইল চার্জার এবং ১২০ ওয়াট পিকের পরিবর্তে ৩২০ ওয়াট পিকের ২৩১৫টি সোলার কমিউনিটি সিস্টেম অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কার্যক্রম শুরু হয়। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৬৮০.৮৪ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প শুরু থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলার মোট ২৪৬০ পরিবারকে বিভিন্ন মিশ্র ফলের চারা, প্রয়োজনমত ট্যাবলেট সার এবং প্রতিজনকে কৃষি উপকরণ (১টি সিকেচার, ১টি হাসুয়া ও ১টি স্প্রেয়ার মেশিন) প্রদান করা হয়েছে এবং নির্বাচিত প্রত্যেক কৃষকদের বিভিন্ন জাতের সব্জি বীজ এবং উদ্যান উন্নয়নের উপর ০১ (এক) দিনের উপকারভোগী পরিবারসমূহকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৬-২০১৮ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ ৬৭৩.৭৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৬৭৩.৭০৮ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন ২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৭৮০টি বাঁশ বাগান সৃজনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ৪২২০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। তন্মধ্যে রাঙ্গামাটি ১২৬০ জন; বান্দরবান ১৬০০ জন এবং খাগড়াছড়ি ১৩৬০ জন। আর সর্বমোট ৪২২০ জন উপকারভোগীর মাঝে ৯,০৭,৩০০টি বাঁশের চারা বিতরণ করা হয়েছে। উপকারভোগী কৃষককে কঞ্চি-কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষের উপর ২ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি. হতে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত। প্রকল্পর ব্যয় ১২৭৯.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট বরাদ্দ ১৫৯.০০ লক্ষ টাকা। ১ম-৪র্থ কিস্তির অর্থ একই সাথে অবমুক্ত করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের তিন পার্বত্য জেলায় ১৯০টি গাভী বিতরণের লক্ষ্যে ১৯০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। যার মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭০ জন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৬০ জন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৬০ জন। ১৯০ জন উপকারভোগীকে গাভী পালন বিষয়ে তিনদিনব্যাপী প্রক্ষিশণ প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০১৮-২০২১ খ্রি. পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৭০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ ১,৯৬০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ৮১৮.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে ২৬৮টি পাড়াকেন্দ্র মেরামত; ৩টি প্রশিক্ষণ ভবন মেরামত; ২৫টি মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্বাচন; ইউনিসেফ এর অর্থায়নে ৫০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক জরিপ সম্পাদন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশু ও মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পাড়াকেন্দ্রের বিভিন্ন সেবা বিতরণে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারি বিভাগকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান ও সহায়ক ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

এই প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর, ২০১৬-জুন, ২০১৯ পর্যন্ত এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২০০.০০ (লক্ষ টাকা)। এই প্রকল্পের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেটে মোট বরাদ্দ ৩৯৪.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা রাঙ্গামাটি সদর ও বাঘাইছড়ি এলাকায় ইতোমধ্যে প্রায় ৪.০০ কি.মি মাটির কাজ, ৩ কি.মি এইচ.বি.বিকরণ, ২১০০ মি. এলইউ এবং ৪৫ মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয় ৬৯৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি ৪.০০ কি.মি. মাটির কাজ, ৩.০০ কি.মি. এইচবিবিকরণ, ২০০০.০০ এল-ইউ ড্রেইন ও ৫০.০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল এবং ৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজের গার্ডার পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা-রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, রাজস্থলী ও বাঘাইছড়ি উপজেলা।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

এই প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮৯৮.০০ (লক্ষ টাকা)। এই প্রকল্পের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেটে মোট বরাদ্দ ৪৯৫.০০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা লামা উপজেলার সরই ইউনিয়ন পরিষদ হতে হাসানভিটা রাস্তার মাথা নির্মাণের কার্যক্রম চলমান। এ পর্যন্ত ১.৫০ কি.মি এইচ.বি.বিকরণ, ১টি সিঙ্গেল বড় কালভার্ট (২.৬০ মি. x ২.০০ মি. x ২.০০ মি.), ৮০.০০ মি. রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয় ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০%। উপকারভোগী সংখ্যা প্রায় ৫,২৮০ পরিবার।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

এই প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৭৫.০০ (লক্ষ টাকা)। এই প্রকল্পের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৪২.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা লামা উপজেলার বাইশফারি হতে চিন্তাবর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ এর কার্যক্রম চলমান । এ পর্যন্ত ২.৫০ কি.মি. এইচবিবিকরণ, ১টি ২ ব্যান্ড(১১.৩৫ মি. x ৫.০০ মি. x ৫.০০ মি.) এর বড় কালভার্ট, ১টি সিঙ্গেল ব্যান্ড এর বড় কালভার্ট এবং ২৩০.০০ মি. রিটেইনিং ওয়াল তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া লামা উপজেলার ফাসিয়াখালী ইউনিয়নের গুলিস্তান বাজার হতে কমিউনিটি সেন্টার হয়ে বনপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কার্যক্রম চলমান। এ পর্যন্ত ২.৫০ কি.মি. এইচবিবিকরণ, ২৯০.০০ মি. রিটেইনিং ওয়াল, এল ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়- ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০%। উপকারভোগী সংখ্যা প্রায় ৪,৪৬৬টি পরিবার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ সড়ক নির্মাণ

এই প্রকল্পের মেয়াদকাল-জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৯ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়-২৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প এলাকা যথাক্রমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা ও মানিকছড়ি উপজেলা। ২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয় ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি মধ্যে রয়েছে ১৮.০০ কি.মি. মাটির কাজ, ১৫.০০ কি.মি. এইচবিবিকরণ, ৬১০০.০০ মি. এল-ইউ ড্রেইন, ৮৫.০০ মিটার কালভার্ট এবং ৩২৭.০০ মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ

এই প্রকল্পের মেয়াদকাল-জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০১৯ খ্রি. এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৭৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প এলাকা-খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকরণ। ২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়- ৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা এবং এ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতি-১.০০ কি.মি. দীর্ঘ ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে, যার উচ্চতা ১০ ফুট ও প্রস্থ ৭ ফুট।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ

এই প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৫৯০.১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প এলাকার মধ্যে রয়েছে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলা, মহালছড়ি উপজেলা, গুইমারা উপজেলা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয় ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি মধ্যে রয়েছে ২২.০০ কি.মি. মাটির কাজ, ২০.০০ কি.মি. এইচবিবিকরণ, ২০০০.০০ মি. এল-ইউ ড্রেইন, ৪৫.০০ মি. কালভার্ট এবং ৪০০.০০ মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ

এই প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৯ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৭৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প এলাকা-খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকরণ। ২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয় ৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা এবং এ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতি-১.০০ কি.মি. দীর্ঘ ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে, যার উচ্চতা ১০ ফুট ও প্রস্থ ৭ ফুট।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ

এই প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ খ্রি. এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৫৯০.১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প এলাকার মধ্যে রয়েছে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলা, মহালছড়ি উপজেলা, গুইমারা উপজেলা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২০১৭-১৮ অর্থ সালের বরাদ্দ ও ব্যয় ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ সালের গৃহীত কাজের অগ্রগতি মধ্যে রয়েছে ২২.০০ কি.মি. মাটির কাজ, ২০.০০ কি.মি. এইচবিবিকরণ, ২০০০.০০ মি. এল-ইউ ড্রেইন, ৪৫.০০ মি. কালভার্ট এবং ৪০০.০০ মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র

বান্দরবান পার্বত্য জেলার যৌথ খামার পাড়া বৌদ্ধ বিহার শুভ উদ্বোধন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

রুমা উপজেলাধীন রুমা সাংগু কলেজ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার কৃষকদের মাঝে পাওয়ার টিলার হস্তান্তর করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে গাভী বিতরণ করছেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত কাপ্তাই উপজেলাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্কুল ভবন (২য় তলা) শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়ি খালের উপর ৯১.৫৩ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজের শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম

বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপকারভোগীদের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

খাগড়াছড়ি উপজেলাধীন ধর্মঘর এলাকায় খাগড়াছড়ি খালের উপর ৩০.৪৮ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করছেন বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা জনাব ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী

জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সুবিধাভোগী মহিলাদের মাঝে বাঁশের চারা বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ নূরুল আমিন

বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন দোসর বন কুঠিরের পার্শ্বে সিঁড়ি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করছেন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া

বান্দরবান সদরের বাঘমারা হতে পূর্বপাড়া যাওয়ার রাস্তায় আরসিসি গার্ডার ব্রীজ এর শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

দীঘিনালা উপজেলাধীন দক্ষিণ রেংকার্য্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ

খাগড়াছড়ি সদরে মারমা কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব সুবিনয় ভট্টাচার্য

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং ইউনিসেফ এর মধ্যে টেকসই সামাজিক সেবা উন্নয়ন প্রকল্পের Rolling Workplan বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের একাংশ

সরই ইউনিয়ন হতে হাসানভিটা রাস্তার মাথা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শনের একাংশ

বান্দরবান পার্বত্য জেলা রেইছা বাজার এলাকায় শহীদ মিনার নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

রুমা উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন আইএমইডি প্রতিনিধিগণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ণ বোর্ড কর্তৃক নির্মিত মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন সাপমারা বড় ব্রীজ হতে প্রেম রঞ্জন কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের চিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র

বান্দরবান হিলটপ রেস্ট হাউজ এলাকায় কোটেজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নূরুল আমিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্ক সম্মেলন কক্ষ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া

থানচি উপজেলাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের সুবিধাভোগী বাগান পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

খাগড়াছড়ি জেলা সদরস্থ ৩নং গোলাবাড়ী ইউনিয়নের মাটিভরাট, ধারক দেয়াল ও ড্রেনসহ রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় কৃষি কাজের সুবিধার্থে সেচনালা নির্মাণ কাজ পরিদর্শনের একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd